NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ ডব্লিউবিসিএস আধিকারিকদের পদোন্নতি সংক্রান্ত নিয়মে সংশোধন

অনলাইনে 'যুবসাথী' অচল, ক্যাম্পে উপচে পড়া ভিড় ৩

কলকাতা ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ৫ ফাল্গুন ১৪৩২ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ২৪৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 18.02.2026, Vol.19, Issue No. 248, 8 Pages, Price 3.00

মোদী-ম্যাক্রোঁর বৈঠকে 'ঐতিহাসিক' কুড়ি চুক্তি

মুম্বই, ১৭ ফেব্রুয়ারি: ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তির পর আরও এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। মঙ্গলবার প্রতিরক্ষা, দক্ষতা, প্রযুক্তি, সহযোগিতা, বাণিজ্য এবং স্বাস্থ্যের মতো ২০টি বিষয়ে ফ্রান্সের সঙ্গে চুক্তি করল ভারত। মুম্বইতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর দ্বিপাক্ষিক আলোচনার পরেই চুক্তির বিষয়টি আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করা হল।

এদিন মুম্বইয়ে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আজ বিশ্ব এক অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এমন পরিবেশে ভারত-ফ্রান্স অংশীদারিত্ব বিশ্বব্যাপী স্থিতিশীলতার জন্য একটি জরুরি পদক্ষেপ।' নিজের বক্তব্যে মোদী বলেন, ফ্রান্স ভারতের দীর্ঘদিনের বন্ধু দেশ। উভয় দেশের সম্পর্কের গভীরতাই শক্তি।

তিন দিনের সফরে সস্ত্রীক ভারতে এসেছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। সোমবার গভীর রাতে মুম্বইয়ে অবতরণ করে তাঁর বিমান। মঙ্গলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকের কথা ছিল ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের। সেই মতোই মুম্বইতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসে দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধান। আলোচনায় বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা, জ্বালানি, প্রযুক্তির মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়। দুই দেশে কৌশলগত অংশীদারিত্বের বিষয়ে একমত হয়। এর আগে ম্যাক্রোঁ দিল্লিতে আন্তর্জাতিক এআই সামিটেও অংশ নেন। সেখানে ভারতের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ইতিবাচক ব্যবহার নিয়ে একদফা কথা হয়।

উল্লেখ্য, ভারতকে মহাকাশ প্রযুক্তি বিক্রি করবে ফ্রান্স। তিন ভারতীয় সংস্থার সঙ্গে চুক্তি সেরেছে ফ্রান্সের সংস্থা। সংবাদসংস্থা রয়টার্স-এর তরফে এমনটাই জানানো হয়েছে। এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকের কয়েক ঘণ্টা আগেই এই চুক্তির কথা প্রকাশ্যে আসে।

ফ্রান্সের সংস্থা এক্সোট্রেলের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে তিন ভারতীয় সংস্থা ধ্রুব স্পেস, পিক্সেল এবং এক্সডিলিঙ্কস ল্যাব্স-এর সঙ্গে। মঙ্গলবার দুপুরে এক্সোট্রেল নিজেই এই চুক্তির কথা ঘোষণা করেছে। এক্সোট্রেল মূলত বিভিন্ন মহাকাশ প্রযুক্তি তৈরি করে। জানা যাচ্ছে, তারা তিন ভারতীয় সংস্থাকে 'প্রপালশন সিস্টেম' বিক্রি করবে। কত টাকার প্রযুক্তি কেনার বিষয়ে এই চুক্তি হয়েছে, তা প্রাথমিক ভাবে প্রকাশ্যে আসেনি।

যে তিন ভারতীয় সংস্থার সঙ্গে এক্সোট্রেল চুক্তি সেরেছে, তিনটিই মহাকাশ প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত। ধ্রুব স্পেস কৃত্রিম উপগ্রহ তৈরি করে। পিক্সেল তৈরি করে মহাকাশ প্রযুক্তির বিভিন্ন পরিকাঠামো। এক্সডিলিঙ্কস ল্যাব্স-ও ছোট কৃত্রিম উপগ্রহের ডিজাইন তৈরি করে।

কমিশনের হুঁশিয়ারিতে এফআইআর নবান্নের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের মুখ্যসচিবকে ডেকে কড়া বার্তা দিয়েছিল জাতীয় কমিশন। সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল। সেই ডেডলাইন শেষের আগেই এসআইআর প্রক্রিয়ায় যুক্ত চার আধিকারিকের বিরুদ্ধে এফআইআর করল রাজ্য সরকার। এই চারজনের মধ্যে ২ জন ইআরও এবং ২ জন এইআরও। শেষপর্যন্ত কমিশনের 'চাপে' রাজ্য এফআইআর করার পর শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। বিজেপির বক্তব্য, নিয়ম না মানলে এইরকম এফআইআর আরও হবে। অন্যদিকে, তৃণমূলের বক্তব্য, নির্দেশ মানা হলেও কমিশনের বিরুদ্ধে নিজেদের অভিযোগ থেকে সরে আসছে না তারা।

২ জন ইআরও ও ২ জন এইআরও-র বিরুদ্ধে ভোটার লিস্টে কারচুপির অভিযোগ উঠেছিল। এতে নাম জড়ায় এক ডেটা এন্ট্রি অপারেটরেরও। সরকারি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে এফআইআরের নির্দেশ দেয় কমিশন। কিন্তু, এতদিন কমিশনের নির্দেশ মানা নিয়ে টালবাহানার অভিযোগ ওঠে নবান্নের বিরুদ্ধে। শেষপর্যন্ত মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে ডেকে কড়া বার্তা দেয় কমিশন। ওই চার আধিকারিকের বিরুদ্ধে এফআইআর করার জন্য মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত সময় বেঁধে দেওয়া। সেই সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই চার সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে এফআইআর করল রাজ্য সরকার।

সাসপেন্ডরা চাকরিচ্যুত হবেন না, বার্তা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের সাত আধিকারিককে সাসপেন্ড (নিলম্বিত) করেছে নির্বাচন কমিশন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেই সাত আধিকারিককে নিয়ে মুখ খুললেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি স্পষ্ট জানান, তাঁরা চাকরিচ্যুত হচ্ছেন না। তবে থাকবেন না নির্বাচনের কাজে। একই সঙ্গে মমতার অভিযোগ, ওই সাত আধিকারিককে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়নি। তিনি এ-ও জানান, রাজ্য সরকার তাঁদের পাশে রয়েছে এবং প্রয়োজনে পদোন্নতিও দেওয়া হবে।

মঙ্গলবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে প্রথম থেকেই নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হন মমতা। কমিশনকে 'তুঘলকি কমিশন' বলেও কটাক্ষ করেন তিনি। তার পরেই সাসপেন্ড হওয়া সাত আধিকারিককে নিয়ে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করে দেন মমতা। তিনি বলেন, 'তাঁরা কাজ করবেন। নির্বাচনের কাজের বাইরে অন্য কাজ করবেন। জেলায় ভাল কাজই করবেন। তাঁরা চাকরিচ্যুত হচ্ছেন না।'

যে সাত আধিকারিককে সাসপেন্ড করা হয়, তাঁরা সকলেই রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-এর কাজে এইআরও হিসাবে কাজ করছিলেন। তবে এসআইআরের কাজে তাঁদের বিরুদ্ধে অসদাচরণ, কর্তব্যে গাফিলতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ তোলে কমিশন। সেই বিষয় উল্লেখ করে ওই সাত আধিকারিককে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দিয়ে রবিবার মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে চিঠি পাঠায় কমিশন। কিন্তু রাজ্য সরকার কোনও পদক্ষেপ করার আগেই ওই আধিকারিকদের সাসপেন্ড করে দেয় খোদ কমিশন। পাশাপাশি, এইআরও দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁদের।

কমিশনের উদ্দেশে মমতার প্রশ্ন, 'ইআরও-দের সাসপেন্ড করার কারণ কী? যে ইআরও-দের সাসপেন্ড করলেন, তাঁদের কাছে জানতে চেয়েছেন, আপনাদের অপরাধটা কী, দোষটা কী?' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'যদি কেউ অন্যায় করে থাকে, তা রাজ্যকে জানানো যেত। আমরা ভদ্রতা করে কমিশনের নির্দেশ মেনেছি। কিন্তু শাস্তি দেওয়ার আগে তাঁদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়নি।' তিনি দাবি করেন, সংশ্লিষ্ট কয়েক জন আধিকারিককে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে চেনেন এবং তাঁরা দিনরাত পরিশ্রম করে কাজ করেছেন।

দলীয় শৃঙ্খলা ব্যবস্থার কথা মনে করিয়ে দেন মমতা। তিনি বলেন, ''দলীয় শৃঙ্খলা ব্যবস্থায় কাউকে সাসপেন্ড করার আগে শো- কজ করা হয়। শো-কজের জবাব পর্যালোচনা করে শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির সুপারিশে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। 'সাসপেন্ড উইথ পেন্ডিং ইনভেস্টিগেশন', এই প্রক্রিয়াই আমাদের নিয়ম। এখানে তদন্ত না-করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'' তার পরেই তিনি আশ্বাস দেন, নির্বাচনী কাজের বাইরে অন্য কাজ করবেন সাসপেন্ড হওয়া ওই সাত আধিকারিক। মমতা এ-ও জানান, যাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তাঁদের পাশে থাকবে সরকার।

পাশাপাশি, কমিশন এবং এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মমতা। কমিশনের ভূমিকা নিয়ে কড়া সমালোচনা শোনা যায় তাঁর বক্তব্যে। মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, ইআরও, ডিএম এবং পুলিশ প্রশাসনকে ভয় দেখানো হচ্ছে। তাঁর কথায়, 'ভোট ঘোষণা হওয়ার পরই নির্বাচন বিধি কার্যকর হয়। তার আগে কেন এই পদক্ষেপ? জনগণের টাকা খরচ করে প্রচার করছেন, আবার গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিচ্ছেন, এটা রাবণের সীতা হরণের মতো।' মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'র নামে সংখ্যালঘু, তপসিলি ও গরিব মানুষদের টার্গেট করা হচ্ছে এবং যুব প্রজন্মের অধিকার খর্ব করা হচ্ছে।

এসআইআর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, '২৪ বছর সময় ছিল। আগে থেকে শুরু করলেন না কেন? পুজো-বড়দিনের সময়ে এই সব করা হল কেন?' এক বিএলও-র মৃত্যুর প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'মৃত্যুর আগে সুইসাইড নোট লিখে গিয়েছেন। যদি ইআরও-র বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যায়, তবে কমিশনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠবে।' মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, তাঁর দল সংবিধান মেনেই চলে এবং গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। মমতার হুঁশিয়ারি, 'কেউ যদি মানুষের অধিকার কেড়ে নিতে চায়, নির্বাচন প্রক্রিয়াকে আগেই শেষ করতে চায়, আমরা চুপ করে থাকব না। আমাকে আঘাত করলে আমি প্রত্যাঘাত করব।'

সাসপেন্ড তিন মাইক্রো অবজার্ভার

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য নির্বাচন কমিশন কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে। ডিস্ট্রিক্ট ইলেক্টোরাল রোল অবজার্ভারদের রিপোর্টের ভিত্তিতে সোমবার তিনজন মাইক্রো অবজার্ভারকে সাময়িকভাবে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

কমিশনের স্পষ্ট নির্দেশ, 'আপনারা দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবেন, কাজ কাউকে আউটসোর্স করা চলবে না। দায়িত্বে অবহেলা বা অনিয়ম কখনো বরদাস্ত করা হবে না।'

জানা গিয়েছে, মাইক্রো অবজার্ভার হিসাবে নিযুক্ত বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, ইউকো ব্যাঙ্কের সিনিয়র ম্যানেজার এবং ইন্সপেক্টর অফ সেন্ট্রাল ট্যাক্স সিজিএসটি অ্যান্ড সিএক্সকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। এই তিনজনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। আর সেই তদন্তের অগ্রগতি নিয়মিত জানাতে হবে কমিশনকে।

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল জানিয়েছেন, 'নির্বাচনী কাজের প্রতি সতর্ক থাকা প্রত্যেক অফিসারের বাধ্যবাধকতা। কমিশনের নির্দেশনা অমান্য করলে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

'বাংলায় কেন গ্রাহ্য হবে না ফ্যামিলি রেজিস্টার'

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসআইআর প্রক্রিয়ায় বিহার ও বাংলায় আলাদা নিয়ম কেন, সেই প্রশ্ন তুলে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি অভিযোগ করেন, বাংলাকে টার্গেট করেই 'তুঘলকি কায়দায়' পদক্ষেপ করছে কমিশন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিহারে এসআইআর চলাকালীন যে নথিগুলি গ্রহণযোগ্য ছিল, বাংলায় সেই একই নথি কেন মানা হচ্ছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। তাঁর দাবি, বিহারের বিজ্ঞপ্তিতে ১১ ধরনের নথি গ্রহণের কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে তা বাড়িয়ে ১৩ করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এমন নথি চাওয়া হচ্ছে, যা সাধারণ মানুষের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, বিহারে যেসব পরিচয়পত্র, পেনশন পেমেন্ট অর্ডার, ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস বা এলআইসি-র নথি গ্রহণযোগ্য ধরা হয়েছে, বাংলায় সেগুলি কেন মানা হবে না। একই ভাবে জন্মতারিখ-সহ ফ্যামিলি রেজিস্টার বা পুরসভা-পঞ্চায়েতের দেওয়া স্থায়ী বসবাসের শংসাপত্রও বিহারে গ্রহণ করা হলেও বাংলায় তা নিয়ে আপত্তি তোলা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। সোমবারই কমিশন নতুন ভাবে জানিয়েছে যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা বা বাংলার বাড়ির প্রকল্পের বাড়ি বরাদ্দের সংশাপত্র বৈধ নথি হিসেবে গ্রাহ্য হবে না। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি বিহারে বাড়ি বরাদ্দের শংসাপত্র গ্রহণ করেছে কমিশন।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শুনানি হওয়ার কথা থাকলেও ১৪ ফেব্রুয়ারি বিকেলে লগ ইন বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর ফলে বহু বৈধ ভোটারের আবেদন নিষ্পত্তি করা যায়নি। তাঁর কথায়, 'প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আগেই লগইন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যা আদালতের নির্দেশের লঙ্ঘন।'

নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, সংখ্যালঘু, তপশিলি জাতি-উপজাতি ও গরিব মানুষের নাম বেছে বেছে বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলছে। এতে গণতান্ত্রিক কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলেও তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্য সরকার আইন মেনে চলবে, কিন্তু মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার কোনও চেষ্টা হলে তার প্রতিবাদ করা হবে। তাঁর কথায়, 'গণতন্ত্রে মানুষই শেষ কথা বলে। প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ দিলে তার জবাব মানুষই দেবে।'

বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনা, মৃত শিক্ষিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার 'ডিউটি' সেরে বাড়ি ফেরার পথে মৃত্যু হল এক শিক্ষিকার। তাঁর সঙ্গে প্রাণ গেল গাড়িচালকের। গুরুতর জখম শিক্ষিকার সহকর্মী-সহ আরও তিন জন। মঙ্গলবার পশ্চিম মেদিনীপুরের কোতোয়ালি থানার মেদিনীপুর সদর ব্লকের বনপুরা এলাকার ঘটনা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, মেদিনীপুর থেকে কেশপুরের দিকে যাচ্ছিল মালবাহী একটি ট্রাক। মেদিনীপুর গ্রামীণের মুন্ডুলিকা এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকটি চারচাকার গাড়িটিতে ধাক্কা মারে। মুখোমুখি সংঘর্ষে দুমড়ে মুচড়ে যায় গাড়িটি।

দুর্ঘটনার জেরে ব্যাপক যানজট হয়েছিল রাজ্য সড়কে। পুলিশের চেষ্টায় আপাতত যান চলাচল স্বাভাবিক। তবে দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে পুলিশ-প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন স্থানীয়দের একাংশ। তাঁদের অভিযোগ, বারংবার ওই এলাকায় দুর্ঘটনা হয়। কিন্তু প্রশাসনের ভ্রূক্ষেপ নেই!

স্থানীয় সূত্রে খবর, দুপুরে মেদিনীপুর-কেশপুর রাজ্য সড়কে একটি ট্রাকের সঙ্গে চারচাকার গাড়ির সংঘর্ষ হয়। তাতে অকুস্থলে দু'জনের মৃত্যু হয়।

শপথের দিনই তারেককে ভারতে আমন্ত্রণ বিড়লার

ঢাকা, ১৭ ফেব্রুয়ারি: নতুন এবং পুরনো সংসদ সদস্যদের নিয়ে নিজের মন্ত্রিসভা সাজালেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বাংলাদেশের নতুন সরকারের ৫০ জনে (তারেক-সহ ২৬ জন পূর্ণমন্ত্রী আর ২৪ জন প্রতিমন্ত্রী) মন্ত্রিসভায় স্থান পেলেন তিন জন মহিলা। তাঁদের মধ্যে এক জন পূর্ণমন্ত্রী হচ্ছেন। দু'জন প্রতিমন্ত্রী হচ্ছেন। পূর্ণমন্ত্রী হচ্ছেন আফরোজা খানম রিতা। প্রতিমন্ত্রী হচ্ছেন ফারজানা শারমিন পুতুল এবং শামা ওবায়েদ। নতুন মন্ত্রিসভায় স্থান পেলেন মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন বিদায়ী অন্তর্বর্তী সরকারের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমানও। তিনি টেকনোক্র্যাট কোটায় মন্ত্রী হলেন।

নতুন সরকারের শপথের দিনই বাংলাদেশের নয়া প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে ভারতে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'দূত' ওম বিড়লা। শপথের পরই তারেক লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে একান্ত বৈঠক করেছেন। সেই বৈঠকেই মোদীর পাঠানো চিঠি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দিয়েছেন বিড়লা। সূত্রের খবর, চিঠিতে বাংলাদেশের নয়া রাষ্ট্রপ্রধানকে দিল্লিতে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। শুধু ওম বিড়লা একা নন, তাঁর সঙ্গে বাংলাদেশে গিয়েছেন ভারতের বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রিও।

প্রসঙ্গত, এর আগে ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ক্ষমতায় ছিল বিএনপি। প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তারেকের মাতা, প্রয়াত বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া।

২০ বছর পর ফের বাংলাদেশে ক্ষমতায় এল বিএনপি। মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে ১৭ জনই নতুন। প্রথম বারের জন্য মন্ত্রিসভায় এলেন প্রধানমন্ত্রী তারেকও। প্রতিমন্ত্রীর মধ্যে ২৪ জনই নতুন।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৬(২) অনুসারে, সে দেশের প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভায় সংসদের সদস্য নন এমন ব্যক্তিদেরও নিয়োগ করতে পারেন। তবে তাঁদের সংখ্যা হবে মন্ত্রিসভার মোট সদস্যের মাত্র এক-দশমাংশ। একেই বলা হয় টেকনোক্র্যাট কোটা। কোনও বিশেষ বিষয়ের উপর ব্যুৎপত্তি থাকা ব্যক্তিকেই এই কোটায় মন্ত্রিসভায় স্থান দেওয়া হয়।

সাড়ে ৩টে নাগাদ (বাংলাদেশের সময় অনুসারে) বাংলাদেশের সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন বিএনপি-র চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন। তারেকের পর শপথ নেন অন্য মন্ত্রীরা। পৃথক ভাবে তাঁদের সবাইকে শপথ পড়ান রাষ্ট্রপতি।

শপথগ্রহণের পর বিএনপি-র সংসদ সদস্যেরা সংসদীয় দলের সভাকক্ষে বৈঠক করেন। সেখানে স্থির হয়েছে বিএনপি-র সংসদ সদস্যরা কেউ সরকারি গাড়ি এবং সরকারি জমি নেবেন না।

কয়লা-কাণ্ডে লালাকে জিজ্ঞাসাবাদের ছাড়পত্র ইডিকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: কয়লা পাচার মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত অনুপ মাঝি ওরফে লালাকে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে প্রশ্ন করার অনুমতি পেল ইডি। মঙ্গলবার এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ফলে দীর্ঘদিনের আইনি জট কাটিয়ে তদন্তে নতুন গতি আসার ইঙ্গিত মিলছে।

তদন্তকারী সংস্থার এক আধিকারিক জানান, 'ওঁকে হেপাজতে নেওয়ার প্রক্রিয়ায় আগে আইনি সুরক্ষা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সর্বোচ্চ আদালতের অনুমতি পাওয়ায় সেই জট আর রইল না।'

এর আগে একাধিকবার তলব করা হলেও তিনি হাজিরা এড়ান বলে অভিযোগ। গত বছর তাঁর অগ্রিম জামিনের আবেদনও খারিজ হয়েছিল।

কেন্দ্রীয় সংস্থার দাবি, বেআইনি ভাবে খাদান থেকে কয়লা তোলা ও পাচারের সুবিশাল চক্রে লালা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তদন্তে আরও কয়েক জন প্রভাবশালীর নাম উঠে এসেছে বলেও সূত্রের খবর। ইতিমধ্যে তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। নিম্ন আদালত আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিলেও পরে শর্তসাপেক্ষ সুরক্ষা মেলে। সেই শর্ত অনুযায়ী তদন্তে সহযোগিতার কথা ছিল।

এত দিন সরাসরি হেপাজতে জেরা করা সম্ভব হয়নি। আদালতের সাম্প্রতিক নির্দেশে সেই পথ খুলে গেল। তদন্তকারীদের আশা, মুখোমুখি জিজ্ঞাসাবাদে পাচার চক্রের নেপথ্যের আর্থিক লেনদেন ও প্রভাবশালীদের যোগসূত্র সম্পর্কে আরও স্পষ্ট তথ্য মিলবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ৩০/১২/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১৩৮৫১ নং এফিডেভিড বলে আমি Md Islam Ansari S/o. Late Mahammad Hanif R/o. Rajhat, Polba, Hooghly-712123, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, ২০০৩ সালের ভোটার লিস্টে (AC No. 56, অংশ নাম্বার ৯৪, ক্রমিক নাম্বার ৫২১, বিহার) আমার সঠিক নাম Md Islam Ansari S/o. Late Mahammad Hanif-এর পরিবর্তে Md Ismail S/o. Md Hanif লিপিবদ্ধ আছে। আমি Md Islam Ansari S/o. Late Mahammad Hanif & Md Ismail S/o. Md Hanif একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি সাইদুল মন্ডল ২০/১/২৬ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রানাঘাট কোর্টে এফিডেভিটে Saidul Mandal, S/o.- Gafur Ali Mandal ও Saidul Mondal S/o- Ghfur Ali Mondal, Saidul Mandal S/o- Abdul Gofur Mondal সকলে একই ব্যক্তি হইল।

নাম-পদবী

গত ৩১/১২/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১৩৮৯৬ নং এফিডেভিড বলে আমি Barun Das S/o. Chandicharan Das @ Chandi Das R/o. Saganyapara, Debanandapur, Polba, Hooghly-712148, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে (১৮৬ চুঁচুড়া বিধানসভা, অংশ নাম্বার ২, ক্রমিক নাম্বার ৩৭৭, হুগলী) আমার সঠিক নাম Barun Das S/o. Chandicharan Das @ Chandi Das-এর পরিবর্তে Barun Pramanik S/o. Chandi Pramanik লিপিবদ্ধ আছে। আমি Barun Das S/o. Chandicharan Das @ Chandi Das & Barun Pramanik S/o. Chandi Pramanik একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

I, **CHHAMAD ALI MONDAL**, W/o - Late Ajgar Mondal, R/o - Vill - Nowda Durgapur, P.O. Chakdaha, Dist - Nadia, Pin - 741222, hereby declare that my name has been wrongly recorded as **BASED MONDAL** instead of my actual name **CHHAMAD ALI MONDAL** in my Voter List of 2002 Chakdaha Legislative Assembly (82), Part no.7, Serial no. 574. **CHHAMAD ALI MONDAL, S/o Ajgar Mondal** and **BASED MONDAL, S/o Ajgar Mondal** is the same and one identical person as declared before the Ld. A.C.J.M - II, 1st Class at Kalyani, Nadia vide Affidavit No. 130 dated 16.02.2026.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৮ ই ফেব্রুয়ারি, ৫ ই ফাল্গুন। বুধ বার। প্রতিপদ তিথী। জন্মে কুম্ভ রাশি। অষ্টোত্তরী রাহু র মহাদশা বিংশোত্তোরী রাহু র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : সাধারণ মানের দিন। গ্রহ অবস্থান একপ্রকার। বিদ্যার্থীদের জন্য সুখ বর আছে, তবে ধৈর্য রাখতে হবে। গৃহবধূদের নিজস্ব সঞ্চয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা । ব্যবসা-বাণিজ্যে এক প্রকার ধৈর্য রাখতে হবে। জমি বাড়ি বাস্তু সম্পর্কেও মধ্যাবস্তা, শুভ অশুভ মিশে থাকবে। কোন ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য বিষয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। মা তারার নাম করুন এবং হলুদ দান করুন তারা মায়ের চরণে। শুভ নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : শারীরিক দিক থেকে সুস্থতার লক্ষণ প্রবীণ নাগরিকদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে যারা মাছের ব্যবসা করেন, যারা কাগজ- বস্ত্র বিক্রয় করেন তাদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে প্রতিবেশীর দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি যোগ বিদ্যমান। গৃহবধূ রা নতুন বাণিজ্যের পরিকল্পনা করলে, আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। দুশ্চিন্তা শুধু যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন তাদের। ধৈর্য রাখুন ।ভগবান শিবের চরণে ১০৮ বিল্লোপত্র দিন প্রদীপ জ্বালুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মিথুন রাশি : জ্ঞান বর্ধক দিন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন কোন মামলা-মোকদ্দমায় জয়ের ইঙ্গিত। বাড়ি বাস্তু জমিতে শুভ। ব্যবসায়িক যে যোগাযোগ হাতের বাইরে চলে গিয়েছিলে, আবার তা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা। নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে যাওয়ার শুভ লক্ষণ। ধৈর্য ধরে চিন্তা করে মানুষের সঙ্গে আচার ব্যবহার করুন নিশ্চয়ই আজ নতুন কোন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। বিদ্যার জন্য শুভ প্রেমিক যুগল শান্তির বাতাবরণ। দেবী মা দুর্গার চরণে ১০৮ রক্ত জবা নিবেদন করুন নিজের নাম গোত্র সহ।

কর্কট রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। যারা বিদ্যার্থী যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন, গবেষণায় আছেন, তাদের নতুন কোন সূত্র পাওয়া যাবে। লেখালেখি যারা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অভিনয় শিল্পকলার মধ্যে যারা আছেন তাদেরও সম্মান প্রাপ্তি যোগ। বান্ধবী বান্ধব দ্বারা ছোট ভ্রমণ। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র নিবেদন করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : যে প্রবীণ নাগরিককে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি তা পালন করার জন্য আজ শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। যে বন্ধুর দ্বারা আপনি উপকৃত হবার কথা ভেবেছিলেন, আজ নিশ্চয়ই তা পাওয়া যাবে। বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বাণিজ্যে নতুন পথের সহযোগিতা। প্রবীণ নাগরিকদের শরীর সুস্থ হয়ে উঠবে। ভগবান গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা প্রদান করুন নিশ্চিত শুভ বৃদ্ধি হবে।

কন্যা রাশি : যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন, যারা খাদ্যদ্রব্যের দোকান পরিচালনা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথের সন্ধান। আয় বৃদ্ধি অর্থবৃদ্ধি সম্পদ বৃদ্ধির এক যোগ। নিশ্চিত দূর ভ্রমণ হতে পারে প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের অতীব শুভ। ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন।

তুলা রাশি : প্রেমে সফলতা নিশ্চিত। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পিতা-মাতাকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরোন। আজ কর্মে শুভ যোগাযোগ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে ভুল বুঝেছিল, তা নিজে থেকেই শুধরে নেবেন। আজ ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। তবে প্রতিবেশী থেকে সতর্ক থাকা ভালো। । দেব দেব মহাদেবের শিবলিঙ্গের উপর মধু দুগ্ধ ঘৃত শর্করা দধি এই পঞ্চামৃত নিবেদন করুন। শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ খুব ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বান্ধব এবং পরিবারে তর্ক-বিতর্ক। যানবাহন নিয়ে বিপদ বাড়বে। নৌ ভ্রমণ জল ভ্রমণ না করা ভালো। প্রতিবেশীর সাথে বিবাদ এর সম্ভাবনা প্রবল। জমি বাড়ি বাস্তুকে কেন্দ্র করে বিবাদ। প্রবীণ নাগরিক যিনি আপনাকে উপদেশ দেন। তার কথা অমান্য করা শুভ নয়। আজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদানে মহাসুখ।

ধনু রাশি : আজকের দিনটা সতর্ক থাকতে হবে, দুপুর ১২ টা পর্যন্ত গ্রহ সংস্থান আপনার পক্ষে থাকবে। দুপুর ১ টার পরে দুর্বল গ্রহ যুগে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল ফ্ল্যোটে বাড়িতে বাস্তুতে যেখানে থাকেন তার আশেপাশে, গুপ্ত শত্রু আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। ব্যবসায়ীদের ধৈর্য ধরতে হবে।। ২১ টি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন, বাড়ির গৃহ মন্দিরে।

মকর রাশি : প্রবীণ মানুষের সহযোগিতায় নতুন বাণিজ্যের পথ পাওয়া যাবে। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন, তাদের শুভ বৃদ্ধি হবে। যারা কুটির শিল্প বা বাড়িতে কোন রকম কাজকর্মে আছেন, যেখানে লোহা আছে, অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। প্রেমিক যুগলের জন্য অত্যন্ত শুভ দিন। আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিশ্ব পত্র প্রদানে মহাসুখ প্রাপ্তি।

কুম্ভ রাশি : শুভ দিন। বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা নেই। অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। সম্মান প্রাপ্তির যোগ। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা বিশেষ সহযোগিতা প্রাপ্ত করা যাবে। গৃহ মন্দিরে নটি প্রদীপ জালুন। শুভ হবে।

মীন রাশি : ভয়-ভীতি যোগ রয়েছে গ্রহ সংস্থানে। মনের মধ্যে অহেতুক ভয় আসবে। মানসিকভাবে দুর্বলতা দেখা যাবে। গৃহ মন্দিরে একুশ টি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। যানবাহন নিয়ে বিশেষ বিবাদ বিতর্ক। সতর্ক থাকা ভালো

(শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।)

নাম-পদবী

গত ১৬/০২/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬০৮১ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk. Mamud S/o. Sk. Morsed, R/o. Danpur, Chandpur, Pandua, Hooghly-712149, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার আধার কার্ডে ও জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম Sk. Mamud লিপিবদ্ধ আছে এবং আমার W.B.B.S.E. সার্টিফিকেটে ও অন্যান্য শিক্ষা বিষয়ক ডকুমেন্টে আমার নাম Sk Mamud লিপিবদ্ধ আছে। আমি Sk. Mamud & Sk Mamud S/o. Sk. Morsed সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৬/০২/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬০৮২ নং এফিডেভিট বলে আমি Soma Mondal D/o. Late Rabin Mondal R/o. 1 নং কাপাসডাঙ্গা কলোনী, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, ঘোষণা করিয়াছি যে, Kalim Khan মহাশয়ের সহিত বিবাহের পর আমি Arshi Khan নামে পরিচিত হই। আমার পুত্র Saad Khan জন্ম সার্টিফিকেট (Regn. No. I/07/2016/01291, Old B7/1247/16) বলে পরিচিত। বর্তমানে আমি Soma Mondal D/o. Late Rabin Mondal নামে পরিচিত ও আমার পুত্র Saad Khan নাম পরিবর্তন করিয়া Rudranil Mondal S/o. Soma Mondal নামে পরিচিত হইয়াছে যাহা পুত্রের সকল স্কুল সার্টিফিকেটে ও ডকুমেন্টে লিপিবদ্ধ করিতে চাই। Saad Khan ও Rudranil Mondal S/o. Soma Mondal একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত।

নাম-পদবী

গত ১৭/০২/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬১০০ নং এফিডেভিড বলে আমি Dulari Oraon W/o. Late Jahroo Oraon, R/o. R/o. Rajhat, Polba, Hooghly-712123, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার আধার কার্ডে (XXXX XXXX 1277) আমার সঠিক নাম Dulari Oraon-এর পরিবর্তে Darati Lakra লিপিবদ্ধ আছে। আমি Dulari Oraon & Darati Lakra ও আমার স্বামী Late Jahuru Joseph Lakra & Jouru Oraon & Late Jahroo Oraon একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Charls Lakra.

I, ASHOK KUMAR MAZUMDAR S/o. Late PANCHANAN MAZUMDAR Residing at 12/6 Panchanantala 3rd by Lane P.O. & P.S. Rishra, district - Hooghly, Pin-712248, State of West Bengal have changed my name and shall henceforth be known as ASOKE KUMAR MAZUMDAR as declared before the Notary Public Serampore Court, Hooghly West Bengal, vide affidavit no 80 Dated 6 Feb 2026. ASHOK KUMAR MAZUMDAR and ASOKE KUMAR MAZUMDAR both are same and one identical person.

আমমোক্তার নামা বিজ্ঞপ্তি

আমি গীতারানী ঘোষ ওরফে গীতা ঘোষ, স্বামী - কাশিনাথ ঘোষ, জে.এল. নং - ৪৫, মৌজা - তিন্না, হাল - ২৩৮/২ ও ১৭২/২ কৃঃ খতিয়ানে ২১৪৬ দাগে উক্ত সম্পত্তিতে গত ইং - ২৯/১২/১৯৯৩ তারিখে HOOGHLY D.S.R-1 অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪০৯ নং আমমোক্তার বলে আমার স্বামী কাশিনাথ ঘোষ কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছি। ইহাতে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে পাণ্ডুয়া বি.এল.অ্যান্ডএল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

গীতারানী ঘোষ
পাণ্ডুয়া, হুগলী

NOTICE
In the Court of the Ld.2nd Civil Judge (Jr.Division) at Sealdah
Ejectment Suit No. 138 of 2024

Sanjoy Kumar Dey aged about 64 years Son of Late Gobinda Chandra Dey,of 54, Ramdulal Sarkar Street, Police Station-Girish Park,Kolkata-700006,Mobile No.: 9830277112 ....Plaintiff

-Vs.-

Nanda Lal Dey
Father's Name not known to the Plaintiff of 24 D, R. G. Kar Road,Ground Floor, P.S-Ultadanga, Kolkata-700 004 ....Defendant

Whereas the Plaintiff has instituted a suit against the Defendant for eviction and recovery of khas possession. You are hereby summoned to appear in this Court either in person or by a pleader duly instructed within 30 days of publication of this notice to answer the claim. Take notice that, in default of your appearance on the day before mentioned, the suit will be heard and determined in your absence. Given under my hand and the seal of the Court, dated this 10th. day of Feb. 2026.

By Order
Prakash Gond, Sheristadar
2nd. Court, Civil Judge
Jr. Divn. Sealdah
Date: 10/2/26

CHANGE OF NAME

I, **Minati Roy,** W/O- Sushil Kumar Roy, D/O- Upendra Mohan Dutta, residing at vill.- Ramna Etbar Nagar, Bazarpara, P.O & P.S- Domkal, Dist.- Murshidabad, in some documents, my father's name recorded as Upendra Mohan Dutta but in my PAN Card vide No AEQPR5813N, my father's name recorded as Upendra Nath Dutta. Upendra Mohan Dutta and Upendra Nath Dutta both are same and one identical person declared by me vide affidavit No 1452, dt. 13/1/2026 before the SDEM Domkal, Murshidabad.

Vide Affidavit no 582 Dated 13/01/2026 before the LD Executive Magistrate, Serampore Hooghly Court. I, Parimal Kanti Datta S/O Late Anil Kumar Datta R/O flat No 402, Sweety Villa 83 Mukherjee Para Lane PO & PS-Serampore-Dist. Hooghly 712201, declare that Parimal Kanti Datta and P. K .Datta and Parimal Kr Datta all are same and one identical person.

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল সরিফুল মন্ডল (পিতা- সফিউদ্দিন মন্ডল) ইংরাজী ০৮.০১.২০২৪ তারিখে রাণাঘাট-১, ADSR অফিসে ২৫২/২০২৪ নং দলিলে সূর্য্য কুমার দাস (পিতা- শ্রীবাস চন্দ্র দাস) -এর পক্ষে ইং ০৪.০১.২০২৩ তারিখের ঐ অফিসে ৪নং বহির ১০৩/২০২৩ নং আমমোক্তারবলে সুধাংশু দাস (পিতা- শ্রীবাস চন্দ্র দাস) হইতে খরিদ করে। নিম্নোক্ত তপশীলের সম্পত্তির রেকর্ড হইলে কারো কোন আপত্তি থাকিলে রাণাঘাট-১ B.L. & L.R.O. অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন, অন্যথায় পরবর্তীতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। **-তপশীল-** মৌজা-১১৬ নং হবিবপুর, দাগ নং-২০৯০, খতিয়ান নং- L.R ৫৯২৭, পরিমাণ- ০৩.৬৭ শতক (তিন দশমিক ছয় সাত শতক)। **রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এ্যাডভোকেট, রানাঘাট কোর্ট।**

বিজ্ঞপ্তি

ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট কোর্ট হুগলী সদর সমীপে
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং- ১৭/২০২৫

দরখাস্তকারী: **অঞ্জলী নাথ** w/o মৃত সুনীল কুমার নাথ স্বয়ং ও তার নাতি **দেবজ্যোতি নাথ**-এর পক্ষে

প্রতিপক্ষ: **কমলিকা নাথ,** d/o পশুপতি নাথ, সাং- কেওটা ১নং কলোনী, বটতলা, থানা- চুঁচুড়া, হুগলী

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে এই যে শরৎ সরণী ওলাইচণ্ডীতলা, থানা- চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১০৩ নিবাসী **অঞ্জলী নাথ,** স্বামী- ৺সুনীল কুমার নাথ স্বয়ং ও তার নাতি **দেবজ্যোতি নাথ** উক্ত ঠিকানায় বসবাসকারীর পক্ষে ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট কোর্ট হুগলী সদরে উক্ত মোকর্দ্দমা আনায়ন করিয়াছেন দুটি এল.আই.সি.আই পলিসি যাহার নং- ৪৩৩০২৪৪২৯ (২০,০০০/- টাকা) ও ৪৩৯৩৬১৮৭৬ (৫০,০০০/- টাকা) সাক্সেসান সার্টিফিকেট পাইবার নিমিত্তে। এব্যাপারে কাহারো কোন বক্তব্য থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আপনি স্বয়ং / আপনার নিযুক্তীয় উকিলবাবু মারফৎ আদালতে জানাইবার অনুরোধ করা হইতেছে অন্যথায় মামলাটি একতরফা শুনানি হইবে।

বৈদ্যনাথ নাথ (উকিলবাবু)

পার্থসারথি পাল (সেরাস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট কোর্ট হুগলী সদর

বিজ্ঞপ্তি

ইন দি কোর্ট অফ লার্নেড ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট, হুগলী অ্যাট চিনসুরা।
রেফা: অ্যাক্ট ৩৯ কেস নং- ৬/২০২২

দরখাস্তকারী: কৌশিক পাল,

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে এইমর্মে জ্ঞাত করা যাইতেছে, আমার মক্কেল **কৌশিক পাল,** পিতা মৃত শান্তি কুমার পাল, ঠিকানা- ১২/১৪০, ঘুটিয়াবাজার, থানা- চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা- হুগলী মহাশয়ের পিতা **শান্তি কুমার পাল** এবং মাতা **গৌরী পাল** উভয়ে যৌথ নামে টাটা টিমকেন লিমিটেড যাহা বর্তমানে টিমকেন ইন্ডিয়া লিমিটেড নামে প্রসিদ্ধ বেশকিছু শেয়ার ক্রয় করিয়াছিলেন যথাক্রমে ১। সার্টিফিকেট নং ০০০৬৫৩৩২, ফোলিও নং ০৭৪০২২, ডিসটিনটিভ নং ৪০৫৩২০০১-৪০৫৩২১০০, পরিমাণ ১০০ টি শেয়ার প্রতিটি মূল্য ২০৪৩.৬৫ টাকা করিয়া, ২। সার্টিফিকেট নং ৪০৫১১, ফোলিও নং ডি/৭৪০২২ এবং ৪০৫১১, ডিসটিনটিভ নং ০০৯০৬৪০১-০০৯০৬৪২০, পরিমাণ ২০টি শেয়ার প্রতিটি মূল্য ২০৪৩.৬৫ টাকা করিয়া, ৩। সার্টিফিকেট নং ০০১৩৩৪০৪, ফোলিও নং ডি/৭৪০২২ ডিসটিনটিভ নং ৪৩৮৯০৭৩০-৪৩৮৯০৭৭০, পরিমাণ ৫০টি শেয়ার, প্রতিটি মূল্য ২০৪৩.৬৫ টাকা করিয়া, ৪। সার্টিফিকেট নং ০০১৩৩৪০৫, ফোলিও নং ৭৪০২২, ডিসটিনটিভ নং ৪৩৮৯০৭৮০-৪৩৮৯০৭৮৩, পরিমাণ ৪টি শেয়ার প্রতিটি মূল্য ২০৪৩.৬৫ টাকা করিয়া। উক্ত টিমকেন ইন্ডিয়া লিমিটেডের স্থায়ী ঠিকানা ৩৯-৪২ ইলেকট্রনিক্স সিটি, ফেজ-II, হাসুর রোড ব্যাঙ্গালোর- ৫৬০১০০, কর্ণাটক। আমার উক্ত মক্কেলের পিতা গত ইংরাজী ৩০/০১/১৯৯৬ তারিখে এবং মক্কেলের মাতা গত ইংরাজী ১৫/১২/২০১৭ তারিখে পরলোকগমন করেন এবং উহারা মৃত্যুকালে তাঁহাদের ওয়ারিশ হিসাবে আমার উপরোক্ত মক্কেল সহ তাঁহার অপরাপর ভ্রাতা-ভগ্নিকে ওয়ারিশান রাখিয়া যায়।

এখানে আমার উপরোক্ত মক্কেল উক্ত সকল শেয়ারের সাকসেশান পাইবার নিমিত্তে অত্র আদালতে অত্র নং মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। অত্র বিষয়ে যদি কাহারও কোনরূপ আপত্তি থাকে তবে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা নিযুক্তীয় উকিলবাবু মারফৎ আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় আমার মক্কেলের অনুকূলে একতরফা শুনানি হইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে নিযুক্তীয়
সুমিত কুমার অধিকারী (উকিলবাবু)

আদালতের অনুমত্যনুসারে
শ্রীচরন সিং (সেরেস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট, হুগলী

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল মর্জিনা বিবি (স্বামী- গফফর মন্ডল) ইংরাজী ২১.০১.২০১৫ তারিখে রাণাঘাট-১ ADSR অফিসে ৬২০/২০২৫ নং দলিলে সুকেশ বিশ্বাস (পিতা- মনিমোহন বিশ্বাস)-এর পক্ষে ইং ২৮.১০.২০২১ তারিখের ঐ অফিসে ৪নং বহির ২৭৪/২১ নং আমমোক্তারবলে (১) অনিমেষ বিশ্বাস (পিতা- মৃত অধীর বিশ্বাস), (২) সঞ্জয় ঘোষ (পিতা-দুর্গাপদ ঘোষ) হইতে খরিদ করে। নিম্নোক্ত তপশীলের সম্পত্তির রেকর্ড হইলে কারো কোন আপত্তি থাকিলে রাণাঘাট-১ B.L. & L.R.O. অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন, অন্যথায় পরবর্তীতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। **-তপশীল-** মৌজা-১১৬নং হবিবপুর, দাগ নং-২৮৭৩, খতিয়ান নং- L.R. ৩১৪২, পরিমাণ- ০৪.১০ শতক (চার দশমিক এক শূণ্য শতক)। **রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এ্যাডভোকেট, রানাঘাট কোর্ট।**

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী সৌরভ বসাক, পিতা- অনিল বসাক, সাং- ভাতজাংলা, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়ার বাসিন্দা, আমি গত ইং- 08/02/24 তারিখে 1510/24 নং আমমোক্তার মূলে মৃত জীতেন্দ্র নাথ সেনগুপ্তের ওয়ারীশ ১। পূর্ণিমা সেনগুপ্ত স্বামী- চিওপ্রকাশ সেনগুপ্ত ২। রমা সেনগুপ্ত স্বামী- গৌতম সেনগুপ্ত ৩। সানা সেনগুপ্ত স্বামী- অঞ্জন সেনগুপ্ত ৪। অভিষেক সেনগুপ্ত পিতা-মনীষ সেনগুপ্ত ৫। মনীষ সেনগুপ্ত পিতা-সুনীল সেনগুপ্ত ৬। শর্মিষ্ঠা সেনগুপ্ত স্বামী-স্বপন কুমার গুপ্ত ৭। তটিনী সেনগুপ্ত রায় স্বামী- রজত রায় ৮। কৃষ্ণকলি সেনপুপ্ত দাস স্বামী- মৃত অসীম কুমার দাস ৯। অপর্ণা সেনগুপ্ত স্বামী- দেবব্রত সেনগুপ্ত ১০। সব্যসাচী সেনগুপ্ত পিতা মৃত দেবব্রত সেনগুপ্ত মহাশয় / মহাশয়া গণের কাছ থেকে আমমোক্তার নিযুক্ত হই। উক্ত আমমোক্তার বলে গত ইং- 22/02/2024 তারিখে কৃষ্ণনপর A.D.S.R অফিসে 1943/24 দলিল মূলে সাং- সত্যপীর তলা, পোঃ- ভাতজাংলা নিবাসী হরি শরণ সিং মহাশয়ের পুত্র অলখ নারায়ন সিং মহাশয়কে ৯২ কৃষ্ণনগর মৌজার L.R- 27793 নং খতিয়ানে L.R- 3084 নং দাগে .0093 Dcl সম্পত্তি বিক্রয় করা হয়। উক্ত বিজ্ঞাপনের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে B.L.&L.R.O অফিসে অভিযোগ জানাইবেন নতুবা আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)মহাম্মদ নজরুল ইসলাম, ২)মহাম্মদ আজহারুল ইসলাম** উভয়ের পিতা মহাম্মদ বরকতুল্লাহ, উভয়ের সাকিম সাকিম পাণ্ডুয়া জয়পুর রোড, পাণ্ডুয়া, হুগলী মহাশয়দ্বয় বিগত ইং ১২/০৮/২০১৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পাণ্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00138/2014 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**মহাম্মদ মনিরুল ইসলাম**, পিতা মহাম্মদ বরকতুল্লাহ, সাকিম পাণ্ডুয়া জয়পুর রোড, পাণ্ডুয়া, হুগলী) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমি বিগত ইং ২৯/০৮/২০১৯ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পাণ্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-02953/2019 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **আব্দুল কাদির** পিতা মহঃ আলি হুসেন, সাকিম ভেলদি দরগা, ভেলদি, সারান, বিহার-৮৪১৪০২, মহাশয়কে ৩.৩০ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা পাণ্ডুয়া, মৌজা পুরুষোত্তমপুর, ৪৩ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ১১৯৪, ১১৯৫ ও ১১৯৬ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৭৭২ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১৮৬ শতকের মধ্যে ৩.৩০ শতক সম্পত্তি উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান **ক্রেতা আব্দুল কাদির** পিতা মহঃ আলি হুসেন, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পাণ্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**মহাম্মদ মনিরুল ইসলাম (আমমোক্তার)**

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী অভিজিত বসু, ২)শ্রী বিশ্বজিত বসু, ৩)শ্রীমতী গীতারানী মল্লিক**, স্বামী বীরেন্দ্র নাথ মল্লিক, সকলের পিতা ৺শঙ্কর নারায়ন বসু, **৪)শ্রী দেবরাজ বসু**, পিতা ৺পূর্ণেন্দু বসু, **৫)শ্রীমতী সাধনা বসু**, স্বামী ৺গৌতম বসু, **৬)শ্রী প্রীতম বসু, ৭)শ্রী প্রতীম বসু**, ৬/৭ পিতা ৺গৌতম বসু, সকলের সাকিম মারসিট, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ২০/০৬/২০১৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পাণ্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-01877/2016 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**সেখ নুরুল ইসলাম**, পিতা মহঃ খায়রুল আনাম, সাকিম নামাজগ্রাম, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি বিগত ইং ২৮/০৭/২০১৬ তারিখে এ.ডি. এস.আর., পাণ্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-02369/2016 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী প্রকাশ বৈদ্য** পিতা ৺হরিপদ বৈদ্য, সাকিম নিবেদিতা পল্লী, ন'পাড়া, বারাসাত, কোলকাতা-৭০০১২৫, উঃ ২৪পরগণা, মহাশয়কে ৪.১২৫ শতক বা ২.৫ কাঠা সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা পাণ্ডুয়া, মৌজা মারসিট, ১০০ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৪২৪ কৃঃ, ৮৯৮ কৃঃ, ৮৯৯ কৃঃ, ৯০০ কৃঃ, ৯০১ কৃঃ ও ৯০২ নং কৃঃ খতিয়ান হইতে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ১৯০০ নং দাগে ভিটি জমি ষোল আনায় ৮২ শতকের মধ্যে ৪.১২৫ শতক বা ২.৫ কাঠা সম্পত্তি উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী প্রকাশ বৈদ্য** পিতা ৺হরিপদ বৈদ্য, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পাণ্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**সেখ নুরুল ইসলাম (আমমোক্তার)**

NOTICE
In the Court of the Ld.2nd Civil Judge (Jr.Division) at Sealdah
Ejectment Suit No. 139 of 2024

Sanjoy Kumar Dey aged about 65 years Son of Late Gobinda Chandra Dey of 54, Ramdulal Sarkar Street, Police Station-Girish Park,Kolkata -700006, Mobile No.: 9830277112 ....Plaintiff

-Vs.-

Nimai Chand Mondal
Father's Name not known to the Plaintiff of 24 D, R. G. Kar Road, Ground Floor, P.S-Ultadanga, Kolkata-700 004 ....Defendant

Whereas the Plaintiff has instituted a suit against the Defendant for eviction and recovery of khas possession. You are hereby summoned to appear in this Court either in person or by a pleader duly instructed within 30 days of publication of this notice to answer the claim. Take notice that, in default of your appearance on the day before mentioned, the suit will be heard and determined in your absence. Given under my hand and the seal of the Court, dated this 10th. day of Feb. 2026.

By Order
Prakash Gond, Sheristadar
2nd. Court, Civil Judge
Jr. Divn. Sealdah
Date: 10/2/26

বিজ্ঞপ্তি

// জেলা-হুগলীর সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন-২য় আদালত চুঁচুড়া //
২০১৭ সালের- ১১৭ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা।
আমজেদ হোসেন দীং .... বাদী
(বনাম)
আফজল হোসেন দীং .... বিবাদী

এতদ্বারা ২।(ক)-**সেখ আসলাম (খ)-সেখ মুক্তার,** উভয়ের পিতা মরহুম সেখ মোজাম্মেল হোসেন, উভয়ের সাং- আলিনগর, পোঃ- কাশ্বাড়া, থানা- পোলবা, জেলা-হুগলী, পিন নং- ৭১২১০২ ৩।(ক) **শাহাজান মোল্লা, (খ)- জাহাঙ্গীর মোল্লা,** উভয়ের পিতা গুলজার আলী মোল্লা, **(গ) গন্নেহার বিবি** (পিতা- গুলজার আলী মোল্লা) সকলের সাং- আয়সা হরিপুর , পোঃ- হারিট, থানা- দাদপুর, জেলা-হুগলী, পিন নং- ৭১২৩০৫ কে জানানো যাইতেছে যে- জেলা-হুগলী, থানা-পোলবা সারাংপুর মৌজায় জে.এল. নং- ৪৪, এল.আর. খতিয়ান নং- ২৯৫, সাবেক- ২৮ হাল- ৩৬ নং দাগে ০৩ শতক, সাবেক- ৬১ হাল- ৭৮ নং দাগে ০২ শতক, সাবেক- ৭৭ হাল- ৮৬ নং দাগে ০৬ শতক, সাবেক ৭৮ হাল- ৮৭ নং দাগে ০৩ শতক, সাবেক ৮৩ হাল- ৯৩ নং দাগে ০৩ শতক, সাবেক ৮৬ হাল- ৯৬ নং দাগে ০১ শতক, সাবেক ৮৯ হাল- ৯৯ নং দাগে ০২ শতক, সাবেক ২৫৮ হাল- ২৮৩ নং দাগে ০৩ শতক, সাবেক ২৯৭ নং হাল- ৩২৩ নং দাগে ০৫ শতক, সাবেক ৩৭০ হাল- ৪০১ নং দাগে ০৮ শতক, সাবেক ৩৬৬ ও হাল- ৭৩৪ নং দাগে ০৪ শতক, সাবেক ৬৬৮ ও হাল- ৭৪২ নং দাগে ১.১৫ একর, সাবেক ৭৮ ও হাল- ৮৭/১২০০ নং দাগে ০৯ শতক, সম্পত্তি লইয়া স্বত্ত্ব সাব্যস্ত বাবদ ও চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা বাবদ ও বিভাগ বন্টন বাবদ ও অন্যান্য প্রার্থনায় আপনাদের বিরুদ্ধে জেলা-হুগলীর সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন-২য় আদালত চুঁচুড়ায় ২০১৭ সালের- ১১৭ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা রুজু হইয়াছে এবং ঐ মোকর্দ্দমায় আপনাদের যদি কোন বক্তব্য থাকে তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের -৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপনারা স্বয়ং অথবা আপনাদের ভারপ্রাপ্ত আইনজীবীর মারফৎ উক্ত আদালতে উপস্থিত হইয়া আপনাদের বক্তব্য পেশ করিবেন, অন্যথায় আপনাদের বিরুদ্ধে একতরফা আদেশ হইবে।

বাদীগনের পক্ষে
তন্ময় মুখার্জী (উকিলবাবু)

আদালতের আদেশানুসারে :-
পার্থসারথি পাল (সেরেস্তাদার)
হুগলী সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন-২য় আদালত চুঁচুড়া সদর

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবর্ণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫০৬০০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, **মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫**

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), **৯৪৩৪২৫২৫০৪,** maatara.adagency@gmail.com

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ডব্লিউবিসিএস আধিকারিকদের পদোন্নতি ও প্রভিশন সংক্রান্ত নিয়মে সংশোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য সরকারি বিভিন্ন ক্যাডারে পদোন্নতির জট কাটাতে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। ডব্লিউবিসিএস আধিকারিকদের পদোন্নতি ও প্রভিশন সংক্রান্ত নিয়মে সংশোধনের সিদ্ধান্তে মঙ্গলবার শিলমোহর দিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ঊর্ধ্বতন স্তরে অভিজ্ঞ আধিকারিকের সংখ্যা বাড়ানো এবং বিভিন্ন রাজ্য গঠিত পরিষেবার মধ্যে সামঞ্জস্য আনার লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, নতুন ব্যবস্থায় ডব্লিউবিসিএস আধিকারিকেরা প্রথমে দু'বছর প্রভেশনে থাকবেন। তারপরে তিন বছর বিডিও হিসেবে কাজ করার পর সরাসরি এসডিও পদে পদোন্নতি পাবেন। অর্থাৎ, মোট পাঁচ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতার পরেই এসডিও হওয়ার সুযোগ তৈরি হচ্ছে। রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, বিভিন্ন দপ্তরের পদোন্নতি সংক্রান্ত রেকর্ড খতিয়ে দেখে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মোট ৪৬টি দপ্তরের তথ্য পর্যালোচনা করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। একই ধরনের সুবিধা অন্য ক্যাডারগুলিতেও ধাপে ধাপে চালু করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, শুধু ডব্লিউবিসিএস নয়, অন্যান্য রাজ্য গঠিত পরিষেবাতেও একইভাবে অতিরিক্ত ২০ শতাংশ পদ সৃষ্টি করা হবে। এর ফলে ঊর্ধ্বতন স্তরে পদোন্নতির জট কমবে এবং বিভিন্ন ক্যাডারের মধ্যে সমতা বজায় থাকবে। পুলিশ-সহ অন্যান্য পরিষেবাতেও একই ধরনের সুযোগ দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হয়েছে বলে সরকার সূত্রে জানা গিয়েছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা পদোন্নতির সমস্যা অনেকটাই কমবে বলে প্রশাসনিক মহলের আশা।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের ৭০তম রেল সপ্তাহ উদযাপন

হাওড়া: দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে সদর দপ্তরে ১৭ ফেব্রুয়ারি ৭০তম রেল সপ্তাহ উদযাপিত হল। প্রধান অতিথি ছিলেন অনিল কুমার মিশ্রা, জেনারেল ম্যানেজার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সব বিভাগের প্রধান এবং বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজাররা। ২০২৪-২৫ সালের মধ্যে অসাধারণ সেবার জন্য ৮১ জন অফিসার ও কর্মীকে সম্মাননা দেওয়া হয়। ৩৫ জনকে রেল সেবা পুরস্কার-২০২৪ এবং ৩৭ জনকে ২০২৫-এর জন্য সম্মানিত করা হয়।

সেরা কার্যকারিতার জন্য আদ্রা ডিভিশনকে 'এফিসিএন্সি শিল্ড' দেওয়া হয়। টাটানগর স্টেশন নির্বাচিত হয় সেরা পরিচ্ছন্ন স্টেশন হিসেবে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের জিএম অনিল কুমার মিশ্রা কর্মীদের প্রশংসা করে বলেন, যাত্রী ও মালামাল পরিষেবায় সন্তুষ্টি অর্জনে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে। অনুষ্ঠানে সদর দপ্তরের সাংস্কৃতিক দল একটি রঙিন সাংস্কৃতিক প্রদর্শনীও উপস্থাপন করে।

১৭ ফেব্রুয়ারি চিনা নববর্ষ উপলক্ষে টেরিটি বাজারে চলছে উদ্‌যাপন।
ছবি: অদিতি সাহা

অনলাইনে 'যুবসাথী' অচল, ক্যাম্পে উপচে পড়া ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের বেকার যুবসমাজের ভরসার প্রকল্প যুবসাথী-র অনলাইন পরিষেবা মঙ্গলবার সকাল থেকে কার্যত স্তব্ধ। আবেদন করতে গিয়ে বহু প্রার্থী দেখছেন, সরকারি পোর্টালেই প্রবেশ করা যাচ্ছে না। ফলে ডিজিটাল সুবিধার আশা ভেঙে ফের লাইনে দাঁড়ানোর বাস্তবতায় ফিরতে হচ্ছে তাঁদের।

সম্প্রতি নবান্ন প্রশাসন ক্যাম্পের চাপ কমাতে অনলাইন আবেদন চালুর সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু প্রযুক্তিগত গোলযোগে সেই উদ্যোগই এখন প্রশ্নের মুখে। এক আবেদনকারী ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, ওয়েবসাইট খুলছেই না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেষ্টা করেও লাভ হয়নি। আরেকজনের বক্তব্য, অনলাইনে সুযোগ মিলবে ভেবেছিলাম, শেষমেশ ক্যাম্পেই আসতে হল।

জেলার বিভিন্ন শিবিরে দীর্ঘ সারি চোখে পড়েছে। কোথাও কোথাও বিশৃঙ্খলার আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। প্রশাসনের এক কর্তার দাবি, সমস্যা সাময়িক, দ্রুত সমাধানের চেষ্টা চলছে। তবে প্রযুক্তিগত বিঘ্ন কবে কাটবে, সে বিষয়ে স্পষ্ট সময়সীমা জানানো হয়নি। ডিজিটাল ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল এই প্রকল্পে সার্ভার বিভ্রাট নতুন করে অব্যবস্থার অভিযোগ উসকে দিল। কর্মসংস্থানের আশায় আবেদন করতে গিয়ে ভোগান্তিই এখন রাজ্যের বহু তরুণ-তরুণীর একমাত্র প্রাপ্তি।

সোহম চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে লক্ষাধিক টাকা প্রতারণা অভিযোগ, হাইকোর্টে মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: টলিউড অভিনেতা ও তৃণমূল বিধায়ক সোহম চক্রবর্তীকে কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছেন সাবেক তৃণমূল যুব নেতা শেখ শাহিদ ইমাম। শাহিদ অভিযোগ করেছেন, ২০২১ সালে 'মানিক জোড়' সিনেমার প্রযোজনার জন্য তিনি সোহমকে ৬৮ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন। জেলে থাকার কারণে বাকি টাকা ফেরত নেওয়া সম্ভব হয়নি। পরে মুক্তি পাওয়ার পর দুই দফায় মাত্র ২৫ লক্ষ টাকা ফেরত পেয়েছিলেন তিনি।

শাহিদ আরও জানান, টাকা ফেরতের চেষ্টায় সোহম নানারকম অজুহাত দেন এবং রাজনৈতিক প্রভাব দেখানোর হুমকিও দেন। অভিযোগ দায়েরের জন্য চারু মার্কেট থানায় গেলে পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করেনি। তাঁর আইনজীবী পিন্টু কারার বলেন, ডিমান্ড নোটিস পাওয়ার দিনই সোহমের কর্মী শাহিদকে হুমকি দিয়েছে। ফলে আদালতের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। এর আগে সোহম বিতর্কে জড়িত হয়েছেন; একবার রেস্তরাঁর মালিককে মারধরের অভিযোগও উঠেছিল। আদালতের শুনানি আগামী সপ্তাহে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ৫ ফাল্গুন ১৪৩২ বুধবার

পাসপোর্টের প্রলোভনে ফাঁদ
দুই বাংলাদেশিকে আটক রেখে অর্থ আদায়ের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিদেশে যাওয়ার স্বপ্ন দেখিয়ে মহানগরে দুই বাংলাদেশি নাগরিককে আটকে রেখে বিপুল অঙ্কের টাকা আদায়ের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়াল। ঘটনায় দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে রাজ্য পুলিশের টেকনোসিটি থানার আধিকারিকরা। ধৃতদের একজন বাংলাদেশি বলেও তদন্তকারী সূত্রে জানা গিয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, তুরস্কগামী নথি তৈরির আশ্বাস দিয়ে যোগাযোগ করা হয়েছিল ওই দু'জনের সঙ্গে। বৈধ কাগজপত্র নিয়ে তাঁরা কলকাতায় এসেছিলেন। পরে নির্দিষ্ট স্থানে ডেকে তাঁদের জোর করে আটকে রাখা হয় বলে অভিযোগ। মুক্তির বিনিময়ে কয়েক লক্ষ টাকা আদায় করা হয়। তদন্তকারী এক অফিসারের কথায়, টাকা পাওয়ার পরও আরও অর্থ দাবি করা হচ্ছিল। বিষয়টি জানাজানি হতেই আমরা দ্রুত পদক্ষেপ করি। অভিযানে একটি হোটেল থেকে দুই ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হয়। গ্রেপ্তার করা হয়েছে হুমায়ুন কবীর ও অচিন্ত্য পালকে।

গত কয়েকদিন আগেই বাংলাদেশের দুই নাগরিক রাজীব লস্কর এবং জুনায়েদ মিয়াঁ বৈধ কাগজ নিয়ে ভারতে আসেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারত থেকে তুরস্কে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল তাঁদের। আর সেই ভিসা করার জন্য দালাল অচিন্ত্যকুমার পালের সঙ্গে রাজীব এবং জুনায়েদের কথাবার্তা হয়। তদন্তকারীদের দাবি, ধৃত বাংলাদেশি ওই নাগরিক হুমায়ুন কবীরই অচিন্ত্যকুমার পালের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন রাজীব এবং জুনায়েদের সঙ্গে। এরপরেই পাসপোর্ট করিয়ে দেওয়ার নাম করে ওই দুই বাংলাদেশিকে ডাকা হয়। অভিযোগ, সেখানেই তাঁদের আটকে রাখা হয়। এরপর মুক্তিপণ হিসাবে তিন লাখ টাকা চাওয়া হয়। যে টাকা বাংলাদেশের একটি ব্যাংক থেকে অপহরণকারীদের অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফারও করা হয়। কিন্তু এরপরেও আরও টাকা দাবি করা হয়।

পুলিশ জানায়, অবৈধভাবে আটকে রাখা এবং আর্থিক চাপে রাখার প্রমাণ মিলেছে। পুরো চক্রটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে অপহরণ ও জোরপূর্বক অর্থ আদায়ের ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। মঙ্গলবার তাঁদের বারাসাত আদালতে তোলা হয়। ঘটনার নেপথ্যে আর কারা জড়িত, তা জানতে জেরা অব্যাহত।

নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন মেনে দায়িত্ব পালনের বার্তা দিলেন সিইও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নতুন সতর্কতার সঙ্গে পদক্ষেপ নিচ্ছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এসআইআর শুনানি শেষে গত রবিবার সাতজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেকট্রোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসারকে (এইআরও) সাময়িকভাবে সাসপেন্ড করা হয়েছে। এরপর রাজ্যের প্রায় আট হাজার ইআরও ও এইআরও-কে সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল, যাতে তাঁরা কমিশনের গাইডলাইন ও আইনের মধ্যে থেকে দায়িত্ব পালন করেন। সিইও মনোজ কুমার আগরওয়াল স্পষ্ট জানিয়েছেন, সবাইকে আইন মেনে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী কাজ করতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের ১৯ জানুয়ারি ২০২৬-র নির্দেশিকা অনুযায়ী ইআরও ও এইআরওদের সমস্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এসআইআর চলাকালীন কমিশন যে নির্দেশিকা দিয়েছে, তা অক্ষরে অক্ষরে মানা বাধ্যতামূলক। কমিশনের নজর এড়িয়ে কেউ নথি আপলোড করতে পারবে না, কারণ সবকিছুর ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, এখনও সময় আছে। যেসব তথ্য যাচাই করা বাকি রয়েছে বা আপলোড করা হয়েছে, সবকিছু পুনরায় ভালোভাবে যাচাই করুন। আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আপনারা আইনের মধ্যে থেকে দায়িত্ব পালন করবেন। সাতজন এইআরও-র সাসপেনশন প্রসঙ্গে সিইও বলেন, তাঁরা এসআইআর-এর গাইডলাইন ভাঙার কারণে সাসপেন্ড হয়েছেন।

তবে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে রাজ্য সরকার এই পদক্ষেপ তুলে নিতে পারে।

এছাড়া, ভোটারদের দেওয়া আবাস যোজনা বা বাংলার বাড়ি প্রকল্পের নথি যদি ইআরও আপলোড না করেন, তবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পর এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রথমে ডিইও-র কাছে আবেদন করা যাবে; সমস্যার অবসান না হলে সরাসরি সিইও-র দপ্তরে যাওয়ার সুযোগ থাকবে। অন্যদিকে, আজ রাজ্যে পৌঁছচ্ছেন সদ্য নিযুক্ত স্পেশ্যাল রোল অবজার্ভার এনকে মিশ্র, যিনি মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসবেন। এই পদক্ষেপ রাজ্যের ভোট প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখার পাশাপাশি সমস্ত দায়িত্বশীলদের আইনের প্রতি দায়বদ্ধ করার একটি স্পষ্ট বার্তা বহন করছে।

প্রার্থী বাছাইয়ে তৃণমূলের প্রস্তুতি শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভা ভোটের আগে সংগঠন গোছাতে মাঠে নেমে পড়ল শাসক শিবির। সম্ভাব্য মুখ চিহ্নিত করতে আবেদন আহ্বান করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলীয় কার্যালয়ে রাখা হয়েছে নির্দিষ্ট বাক্স, যেখানে আগ্রহীরা নিজেদের পরিচিতি ও কাজের খতিয়ান জমা দিতে পারছেন। দল ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, গত পাঁচ বছরে রাজনীতির জমি বদলেছে অনেকটাই। ফলে পুরনোদের পাশাপাশি নতুনদেরও গুরুত্ব দেওয়া হতে পারে। এক নেতা স্পষ্টই বলেন, যোগ্যতা, জনসংযোগ আর গ্রহণযোগ্যতাই হবে চূড়ান্ত মানদণ্ড। প্রার্থী তালিকা তৈরিতে সংগঠনের নিজস্ব মূল্যায়নের পাশাপাশি সমীক্ষা সংস্থার রিপোর্টও বিবেচনায় রাখা হবে বলে ইঙ্গিত। এদিকে ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন। কমিশন সূত্রে খবর, তালিকা প্রকাশের পর পূর্ণাঙ্গ প্রতিনিধিদল কলকাতায় এসে প্রস্তুতি খতিয়ে দেখবে। নেতৃত্বে থাকবেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। এক আধিকারিকের কথায়, যেখানে ঘাটতি মিলবে, দ্রুত সংশোধনের নির্দেশ দেওয়া হবে। ভোট কবে ঘোষণা হবে, তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। রাজনৈতিক মহলের অনুমান, মার্চের দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহে নির্ঘণ্ট প্রকাশ পেতে পারে।

দক্ষিণ কলকাতায় আবাসন ঘিরে নতুন বিতর্ক, মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মহলে ফের তীব্র চাপানউতোর। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারের প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি আক্রমণ করেছেন। তাঁর দাবি, সম্প্রতি একটি সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত সাক্ষাৎকারে মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সততার ভাবমূর্তি জোরদার করার চেষ্টা হয়েছে। শুভেন্দুর বক্তব্য, সাধারণ জীবনযাপনের গল্প তুলে ধরে মানুষের দৃষ্টি ঘোরানোর চেষ্টা চলছে। কিন্তু বাস্তব প্রশ্নের উত্তর কোথায়? তিনি আরও বলেন, যিনি বেতন নেন না বলে প্রচার করা হয়, তাঁর আবাসনের পাশেই যদি বহুতল নির্মাণের প্রস্তুতি চলে, তবে সেই বিপুল অর্থের উৎস জানার অধিকার মানুষের আছে। বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, সরকারি খরচে আকাশপথে নিয়মিত সফরের বিষয়টি আড়াল করা হচ্ছে। তাঁর কথায়, হাওয়াই চটি দেখিয়ে আবেগ তৈরি করা যায়, কিন্তু জনতার ট্যাক্সের টাকার হিসাব চাপা রাখা যায় না। এই মন্তব্যের সঙ্গে দক্ষিণ কলকাতার একটি নির্দিষ্ট স্থানের ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে, যেখানে ভবিষ্যৎ নির্মাণকাজের ইঙ্গিত

মিলেছে বলে দাবি বিরোধীপক্ষের। তবে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে এখনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, আসন্ন নির্বাচনকে ঘিরে ব্যক্তিগত সততা বনাম আর্থিক স্বচ্ছতার প্রশ্নই আগামী দিনে রাজ্য রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু হতে চলেছে।

ভোটার তালিকা সংশোধনে নথি আপলোডে জট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটার তালিকার বিশেষ পুনর্বিবেচনা প্রক্রিয়া শেষ হতেই প্রশাসনিক মহলে নতুন উদ্বেগ। ১৪ ফেব্রুয়ারির শুনানি পর্ব মিটতেই রাত বারোটার পর অনলাইন নথি জমার পথ বন্ধ করে দেয় নির্বাচন কমিশন। তারপর থেকেই চূড়ান্ত যাচাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু ঠিক এই পর্যায়েই সামনে এসেছে বড়সড় প্রযুক্তিগত সঙ্কট। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, শেষ দিনে হাজির থাকা এক লক্ষেরও বেশি আবেদনকারীর কাগজপত্র নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সিস্টেমে তোলা যায়নি। নিয়ম অনুযায়ী শুনানি শেষ হলেই নথি আপলোড বাধ্যতামূলক। কিন্তু সময়ের সীমাবদ্ধতা, নাকি কারিগরি ত্রুটি; কোন কারণে এই ঘাটতি, তা স্পষ্ট নয়। এক জেলা কর্তার কথায়, দিনভর বিপুল সংখ্যক আবেদন সামলাতে গিয়ে চাপ বেড়েছিল। বিষয়টি খতিয়ে দেখা দরকার। কমিশন ইতিমধ্যে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের দপ্তরের কাছে বিশদ প্রতিবেদন চেয়েছে। কত সংখ্যক নথি বাকি, কেন বাকি; সব তথ্য জানাতে বলা হয়েছে। প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, নির্ভুল তালিকা প্রকাশই লক্ষ্য। যে ত্রুটি ধরা পড়েছে, তা দ্রুত সংশোধন হবে। এর মধ্যেই কিছু এলাকায় সিস্টেম ধীরগতির অভিযোগ উঠেছে। কমিশন সূত্রে আশ্বাস, প্রত্যেক ভোটারের অধিকার সুরক্ষিত রাখতে সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের আগে জট কাটানোই এখন প্রধান চ্যালেঞ্জ।

বাম শিবিরে আসন-অঙ্কে অশান্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার আগে রাজ্যে যখন রাজনৈতিক দলগুলি শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত, তখন বাম শিবিরে চলছে অঙ্ক কষার লড়াই। কার ঝুলিতে কটি কেন্দ্র যাবে, তা নিয়েই শরিকদের মধ্যে চাপানউতোর তুঙ্গে। শরিক দলগুলির একাধিক দাবি ঘিরে আলোচনার টেবিল এখন কার্যত দরকষাকষির মঞ্চ। কেউ কুড়ির কোঠায়, কেউ আবার একুশ ছুঁতে চায়। কোথাও স্থানীয় নেতারা নিজের জমি ছাড়তে নারাজ, কোথাও নতুন মিত্রকে জায়গা দেওয়া নিয়ে আপত্তির পাহাড়। বাদুড়িয়া থেকে সোনারপুর; নানা কেন্দ্রে টানাপোড়েন এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, অন্তর্ঘাতের গুঞ্জনও উড়ছে। এক বাম নেতা হালকা কটাক্ষে বলেন, ভোটের আগে দাবি-দাওয়া থাকেই, শেষে সমাধান হবে। আবার অন্য শরিক শিবিরের সাফ কথা, নামের সঙ্গে 'সেকুলার' জুড়লেই ধর্মনিরপেক্ষতা প্রমাণ হয় না।

আইএসএফ শিবিরও কম যায় না। তাদের বক্তব্য, আলোচনা চলছে, কোথায় লড়ব তা ঠিক হবেই। পাল্টা তৃণমূল শিবিরের এক নেতার হুঁশিয়ারিকে 'রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন আইএসএফ বিধায়ক। সব মিলিয়ে স্পষ্ট, বিজেপি ও তৃণমূল বিরোধিতার স্লোগান যত জোরালোই হোক, আসন ভাগের অঙ্ক মেলানোই এখন সবচেয়ে কঠিন সমীকরণ। ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহ ঘনিয়ে আসতেই বাম ঐক্যের ভবিষ্যৎ ঝুলে রইল দরজার আড়ালে।

অন্য দলে যোগ? প্রতীক ইস্যুতে বাম শিবিরে নতুন অস্বস্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের মুখে বাম শিবিরে নতুন অস্বস্তির নাম প্রতীক উর রহমান। তরুণ এই নেতার পদত্যাগ ঘিরে জল্পনা চরমে উঠলেও, প্রকাশ্যে মুখে কুলুপ এঁটেছে দল। অন্দরে অবশ্য হিসেব কষা শুরু হয়েছে; কীভাবে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যায়। দলীয় সূত্রে ইঙ্গিত, রাজ্য নেতৃত্বের আসন্ন বৈঠকে বিষয়টি গুরুত্ব পাবে। সাধারণ সম্পাদক এম এ বেবি উপস্থিত থাকায় সমাধানের পথ খোঁজার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সময় লাগতে পারে বলেই মত অভিজ্ঞদের। গত কয়েক মাসে সংগঠনের একাধিক কর্মসূচিতে সক্রিয় থাকলেও সাম্প্রতিক বৈঠকগুলোতে প্রতীকের অনুপস্থিতি নজর কেড়েছে। এরই মাঝে তাঁর ইস্তফাপত্র প্রকাশ্যে আসায় প্রশ্ন উঠেছে; দলীয় নথি বাইরে এল কীভাবে? এক নেতা বলেন, কঠিন

সময়ে ও লড়েছে, ওকে ধরে রাখা উচিত। আরেক শীর্ষ নেতা স্পষ্ট করে দেন, এটা সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ বিষয়, বাইরে বলার কিছু নেই। প্রতীক নিজেও একই সুরে জানিয়েছেন, যা বলার, দলকেই বলেছি। অন্য দলে যোগদানের জল্পনা নিয়ে তিনি নীরব। চিঠির সত্যতা নিয়েও প্রকাশ্যে মন্তব্য করতে চাননি। ফলে রাজনৈতিক মহলে জিজ্ঞাসা বাড়ছে, তবে আপাতত আলিমুদ্দিনের দরজা বন্ধ; সিদ্ধান্ত সেখানেই পাকা হবে।

মার্চে 'পরিবর্তন যাত্রা', ব্রিগেডে মোদীর সভায় পরিসমাপ্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের ডাক তুলে মার্চের শুরুতেই নয় দফা 'পরিবর্তন যাত্রা'র ঘোষণা করল বিজেপি। কলকাতার দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকে কর্মসূচির রূপরেখা তুলে ধরে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য জানান, ১ ও ২ মার্চ বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যাত্রা সূচনা হবে। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ; একাধিক বিধানসভা কেন্দ্র জুড়ে এই কর্মসূচি ছড়িয়ে দেওয়া হবে।

তিনি আরও বলেন, মানুষ পরিবর্তন চায়। গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব হয়েছে, দুর্নীতি প্রাত্যহিক বাস্তব। সেই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতেই এই উদ্যোগ। তাঁর দাবি, গত এক দশকে রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙে পড়েছে এবং প্রান্তিক মানুষের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়েছে। দোল উৎসবের জন্য দু'দিন বিরতি রেখে ৫ থেকে ১০ মার্চ বিস্তৃত সফরপর্ব চলবে। আয়োজকদের দাবি, প্রায় পাঁচ হাজার কিলোমিটারের বেশি পথ অতিক্রম করবে এই যাত্রা। থাকছে বড় ও ছোট মিলিয়ে কয়েকশো জনসভা, প্রতিটি কেন্দ্রে প্রচার রথ ও সাংগঠনিক কর্মসূচি। মাসের শেষে কলকাতার ব্রিগেড ময়দানে জনসমাবেশের মাধ্যমে কর্মসূচির ইতি টানার পরিকল্পনা রয়েছে। সেখানে উপস্থিত থাকার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। কেন্দ্রীয় স্তরের একাধিক শীর্ষ নেতাও উদ্বোধনী পর্বে অংশ নেবেন বলে দল সূত্রে জানানো হয়েছে।

ভোটের আগে রাজ্যে বাড়তি নিরাপত্তা, কেন্দ্রীয় বাহিনী আনার ভাবনা কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন রাজ্যের নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বড়সড় রদবদলের ইঙ্গিত মিলছে। নির্বাচন পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার আগেই স্পর্শকাতর জেলাগুলিতে কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানোর বিষয়ে সক্রিয় চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে।

সম্প্রতি এসআইআর সংক্রান্ত শুনানিকে ঘিরে কয়েকটি জেলায় উত্তেজনা ও সংঘর্ষের ঘটনার পর প্রশাসনিক স্তরে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। এক শীর্ষ আধিকারিকের কথায়, আইনশৃঙ্খলা প্রশ্নে কোনও ঝুঁকি নেওয়া হবে না। প্রাথমিক পর্যায়েই শক্ত অবস্থান নেওয়ার পক্ষেই আমরা। তিনি আরও যোগ করেন, সংবেদনশীল অঞ্চলগুলো আগে চিহ্নিত করে সেখানে আগাম মোতায়েনের রূপরেখা তৈরি হচ্ছে।

কমিশনের অভ্যন্তরীণ আলোচনায় উঠে এসেছে, দফা কম হলেও প্রতিটি পর্যায়ে বাহিনীর উপস্থিতি বাড়ানো হতে পারে। বিশেষ পর্যবেক্ষকের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে ইঙ্গিত মিলেছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরকেও প্রাথমিক বার্তা পাঠানো হয়েছে বলে প্রশাসনিক মহলে আলোচনা চলছে। সব মিলিয়ে, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করাই এখন কমিশনের প্রধান অগ্রাধিকার। নির্বাচনী আবহে নিরাপত্তা-রাজনীতিই যে এবার বড় ইস্যু হতে চলেছে, তা স্পষ্ট।

কসবায় রাতের গাড়িকাণ্ডে ধৃত ৩, অধরা ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, কসবা: দক্ষিণ কলকাতার কসবায় গভীর রাতে এক তরুণীকে জোর করে গাড়িতে তুলে নিগ্রহের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনায় জড়িত পাঁচজনের মধ্যে তিনজনকে পাকড়াও করেছে পুলিশ, এখনও ধরাছোঁয়ার বাইরে দু'জন। শুক্রবার রাত সাড়ে দশটা পেরোতেই নিউ বালিগঞ্জ রোড সংলগ্ন এলাকায় বাড়ি ফেরার পথে বিপাকে পড়েন তরুণী। অভিযোগ, একটি কালো গাড়ি থামিয়ে কয়েকজন যুবক তাঁকে পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস দেয়। পরিস্থিতির চাপে তিনি উঠতেই গাড়ি ছুটে যায় শহরের বিভিন্ন রাস্তায়। মাঝপথে নামার অনুরোধ অগ্রাহ্য করে চলতে থাকে অত্যাচার। তাঁর ফোনও কেড়ে নেওয়া হয়েছিল বলে দাবি। পরে আনন্দপুরের কাছে তাঁকে নামিয়ে দেওয়া হয়। সেখান থেকেই পরিচিতজনকে খবর দেন তিনি। পরদিন থানায় লিখিত অভিযোগ দায়েরের পর তদন্ত শুরু হয়।

আরজি কর মামলায় আখতার আলির বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আরজি কর আর্থিক অনিয়ম মামলায় নতুন মোড়। প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ গঠনের অনুমতি দিল আদালত। তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-এর আবেদনের ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানা গেছে। আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি নির্ধারিত দিনে তাঁকে আদালতে হাজির থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে শশীকান্ত চন্দকের বিরুদ্ধেও সেদিন অভিযোগ গঠন হতে পারে। মামলার সূত্রপাত হয়েছিল আরজিকর মেডিকেল কলেজে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ ঘিরে। শুরুতে নিজেকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার মুখ হিসেবেই তুলে ধরেছিলেন আখতার। কিন্তু তদন্তে নেমে সিবিআই দাবি করে, অর্থ লেনদেনের প্রাথমিক প্রমাণে তাঁর ভূমিকাও সামনে এসেছে। সংস্থার আইনজীবীর কথায়, বারবার তলব সত্ত্বেও তিনি সহযোগিতা করেননি, ফলে আইনি পদক্ষেপ অনিবার্য হয়ে ওঠে। আদালত সূত্রে জানা যায়, তিনি আপাতত জামিনের আবেদন করেননি। এদিকে সম্পূর্ণ চার্জশিটে ভবিষ্যতে আরও অনুসন্ধানের ইঙ্গিত রাখা হয়েছে। তদন্তকারী সংস্থার বক্তব্য, ফরেনসিক মতামত হাতে এলে পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারিত হবে। রাজ্যের বহুচর্চিত এই মামলায় অভিযোগপত্র গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় আইনি লড়াই আরও তীব্র হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

শীতের বিদায়ের সুর, তাপমাত্রা পৌঁছল ১৭ ডিগ্রিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝিতে দাঁড়িয়েই স্পষ্ট, বিদায়ের ঘণ্টা শুনছে শীত। আপাতত তাপমাত্রায় বড়সড় ওঠানামা নেই, তবে সপ্তাহ ঘুরতেই উষ্ণতার গ্রাফ উপরের দিকে উঠবে; এমনটাই জানাল আবহাওয়া দপ্তর। মঙ্গলবার মহানগর ও আশপাশে খোলা আকাশের পূর্বাভাস। ভোরে হালকা কুয়াশা থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোদ ঝলমলে আবহাওয়া। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় ২৯ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন ১৭ ডিগ্রির কাছাকাছি ঘোরাফেরা করবে। আবহাওয়াবিদদের বক্তব্য, আগামী চারদিন পারদে উল্লেখযোগ্য হেরফের নেই। এরপর ধীরে ধীরে তাপমাত্রা বাড়বে। তাঁদের আরও সংযোজন, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আর ১৫ ডিগ্রির নিচে নামার সম্ভাবনা ক্ষীণ। মাসের শেষে কলকাতা ও সংলগ্ন জেলায় রাতের তাপমাত্রা ১৯-২০ ডিগ্রিতে পৌঁছতে পারে, দিনের বেলায় ৩০ ডিগ্রির দোরগোড়ায় কড়া নাড়বে গরম। রাজ্যজুড়েই এখন শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করছে। উত্তরবঙ্গেও আপাতত বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত নেই। কয়েক দিনের মধ্যেই তাপমাত্রা স্বাভাবিক মাত্রায় স্থিত হবে বলে পূর্বাভাস। ভোরে চাদর প্রয়োজন হলেও দুপুরে তা আর রাখা যাচ্ছে না; এমন বাস্তব

চিত্রেই স্পষ্ট, ঋতুবদলের পালা শুরু। শীতের শেষ সুর বেজে উঠতেই গরমের আগমনী বার্তা ক্রমেই জোরালো হয়েছে।

শহরে আসছে স্মার্ট স্ট্রিট লাইট, থাকবে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা রাতের কলকাতা আরও উজ্জ্বল করতে ডিজিটাল নজরদারির পথে হাঁটছে কলকাতা পুরসভা। শহরের পথবাতি কখন জ্বলবে বা নিভবে, তা শিগগিরই নিয়ন্ত্রিত হবে কেন্দ্রীয় মনিটরিং ব্যবস্থার মাধ্যমে। লক্ষ্য, অন্ধকার অঞ্চল চিহ্নিত করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া। পুরসভার আলো বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত এক জনপ্রতিনিধি জানান, প্রাথমিক পর্যায়ে একাধিক সংস্থার সঙ্গে কথা হয়েছে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি। সূত্রের খবর, উত্তর-মধ্য, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম; এই চার ভাগে শহরকে ভাগ করে বিশেষ কন্ট্রোল রুম থেকে নজরদারি চালানো হবে। কোথাও বাতি বিকল হলেই সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে সতর্কবার্তা পৌঁছবে। প্রাথমিকভাবে আলিপুর ও কালীঘাটে পরীক্ষামূলক প্রয়োগের পরিকল্পনা। প্রযুক্তি হিসেবে আইওটি-ভিত্তিক সমাধান ব্যবহার করা হতে পারে। পুরসভার এক কর্তার দাবি, বিদ্যুতের অপচয় কমবে, রক্ষণাবেক্ষণ হবে দ্রুত। বর্তমানে শহরে প্রায় তিন লক্ষ লাইট পোস্টের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সময়বিশেষে অকেজো থাকে। ফলে কয়েকটি ব্যস্ত অঞ্চল সন্ধ্যার পর আধো-আলোয় ঢেকে যায়। নতুন ব্যবস্থা চালু হলে সেই সমস্যা অনেকটাই কমবে বলে আশাবাদী প্রশাসন। নগরবাসীর প্রত্যাশা, ঘোষণার ঝলকানি যেন বাস্তবের রাস্তাতেও প্রতিফলিত হয়।

সম্পাদকীয়

দেড় দশকে প্রথম তৃণমূলের সামনে এবার সংখ্যালঘু ভোট ভাগের চ্যালেঞ্জ

সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক। তৃণমূলের পুঁজি। যার দৌলতে এগারোয় মসনদে এসেছিলেন মমতা। শুধু আসা নয়, তারপর আরও দু'দুটো ভোট পার হয়েছেন ওই নৌকায় চেপেই। ছাব্বিশের আগে সেই ফিক্সড ডিপোজিটই ভরসা। কিন্তু গত তিনবারের চেনা ছবিটা এবার একটু হলেও যেন ফিকে। স্পষ্ট করে বললে, তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্কের পুঁজিতে এবার হাত পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। আর তাতেই ঘুম উড়েছে তৃণমূল সুপ্রিমোর। আর কেউ না জানুক, তৃণমূলনেত্রী জানেন বাস্তবটা কঠিন। কারণ, ছাব্বিশে তাঁর অস্ত্রেই শান দিতে নেমে পড়েছে আরও অনেকে। এই প্রথম মমতাকে লড়তে হবে সংখ্যালঘু ভোট ভাগের একাধিক সমীকরণের বিরুদ্ধে। নিজের 'পুঁজি' অটুট রাখাই এখন তাঁর চ্যালেঞ্জ। গত দেড় বছরে রাজ্য রাজনীতিতে সংখ্যালঘু ভোট ভাগ করার একাধিক মঞ্চ তৈরি হয়েছে। তারা কতটা কী করতে পারবে, তার ওপর অনেকটাই নির্ভর করছে মমতার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ। নির্বাচনে মমতার প্রধান চ্যালেঞ্জ কে? এক কথায় অবশ্যই বিজেপি। কিন্তু রাজনৈতিক ঘটনা পরম্পরা সম্পর্কে অবহিত নেতারা মানছেন, এই ভোটে তৃণমূলের মূল চ্যালেঞ্জ সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক ধরে রাখা। না হলে আসনওয়াড়ি অনেক হিসাব গোলমাল হতে পারে। এখন প্রশ্ন, কেন এই পরিস্থিতি? কারণ, প্রথমেই আইএসএফ। গতবার তাঁরা ছিল হঠাৎ গজিয়ে ওঠা একটা দল। কিন্তু নওশাদের নেতৃত্ব বুঝিয়ে দিয়েছে তাঁরা থাকতেই এসেছে। নওশাদেরা এবারও সিপিএমের সঙ্গে আসন সমঝোতা করবে। তাতে বামেদের কিছু হোক না হোক আইএসএফের লাভ বেশি। আর সেটা তৃণমূলের ভোট কেটেই হবে বলা বাহুল্য। সঙ্গে হুমায়ুন কবীরের জনতা উন্নয়ন পার্টি। শুরু থেকেই যাদের পাখির চোখ সংখ্যালঘুরা। রাজ্যে তেমন কিছু করতে না পারলেও মুর্শিদাবাদ জেলায় তৃণমূলের ভোট কেটে অনেক আসনে হিসেব গোলমাল করে দিতে পারে তাঁরা। এছাড়া রয়েছে আসাদউদ্দিনের মিম। বাংলার ভোটে অবশ্যই চমক। সংখ্যালঘু আসন ধরে ধরে গত কয়েক মাস ধরে কাজ করছে তাঁরা। মমতার কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলার জন্য যা যথেষ্ট।

শব্দছক ৭৬

রবি দাস

১		২		■	৩		৪
	■		■	৫		■	
■	৬		৭		■	৮	■
৯		■		■	১০		
	■	১১		১২	■		■
■	১৩		■	১৪	১৫		১৬
১৭	■	১৮		■		■	
১৯			■	২০			■

পাশাপাশি: ১. বিভক্তিকরণ ২. শ্রীকৃষ্ণ ৫. অগ্রজ ৬. আলাদা ধরণের ৯. বাহু ১০. সৌন্দর্য ১১. হুকুম করে ডেকে পাঠানো ১৩. গাভী ১৪. উদ্দেশ্য ১৮. গরম ১৯. সহায় ২০. শিবিকা

ওপর-নিচ: ১. জগৎ ২. অতীব নিম্ননীয় ৩. মোটা ৪. ঝাল শব্জি ৫. মূল্য ৬. ছাগ ৭. বিশালাকার বৃক্ষ ৮. শিব ৯. ভ্রান্তি ১১. বৃক্ষের ছায়াঘেরা অঞ্চল১২. বরের গৃহিনী ১৫. পাঁক-যুক্ত ১৬. মার্জনা ১৭. গন্ধ

সমাধান ৭৫ — পাশাপাশি: ১. মধুকর ৩. গজ ৫. গৃহী ৬. বউ ৮. অনা ১০. লুকানো ১২. স্থলপথ ১৪. খাম ১৫. খাদে ১৬. রোগনাশ ১৮. কইব ১৯. দড়া ২০. তাজা ২২. বর ২৩. ঠগ ২৪. নানাবিধ

ওপর-নিচ : ১. মহী ২. রব ৪. জমানো ৫. গৃহস্থ ৭. উলুখাগড়া ৮. অপদেবতা ৯. নাথ ১১. কামনা ১৩. লখাই ১৬. রোদ ১৭. শবর ১৮. কর্মঠ ২১. জানা ২২. বধ

আজকের দিন

■ **১৯৩০** — জ্যোতির্বিজ্ঞানী ক্লাইড টমবাঘ লোয়েল মানমন্দিরে প্লুটো আবিষ্কার করেন।

■ **১৯৪৬** — বোম্বেতে ব্রিটিশ ভারত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয়।

■ **২০০৭** — সমঝোতা এক্সপ্রেসে বোমা হামলা ভারতের পানিপথের কাছে বিস্ফোরণে ৭০ জন নিহত হয়।

জন্মদিন

জি সঞ্জীব রেড্ডি

১৮৯৪ *বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী রফি আহমেদ কিদওয়াইয়ের জন্মদিন।*

১৯৩০ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জি সঞ্জীব রেড্ডির জন্মদিন।*

২০০২ *বিশিষ্ট শুটার মানু ভাকেরের জন্মদিন।*

আরামবাগ ও তমলুক

লজ্জিত বাংলার পরনের শাড়িতে কলঙ্কিত টিআরপি!

সুবীর পাল

পরণের ঘরোয়া শাড়িও রাজনীতির অস্ত্র হয়! নেতিবাচক রাজনীতির আজ এমনই হাল। হায়রে দুর্ভাগা রূপসী বাংলা। কবি জীবনানন্দ দাস বর্তমানে বেঁচে থাকলে এমন পরিস্থিতিতে 'আবার আসিব ফিরে'র পাণ্ডুলিপিটা অবধারিত ভাবে হয়তো নিজেই ছিঁড়ে ফেলতেন। একরাশ লজ্জায়।

আচ্ছা এটা যদি ক্যাচ লাইন ধরা হয়, 'আমি বাড়িতে পরার শাড়িতে বেড়িয়ে এসেছি', তবে কেমন হতো?

পীঠস্থান? ব্রিটিশ স্থপতি এডুইন লুটিয়েন্সের স্বপ্ন-গড়া নয়া দিল্লি। এমন ঐতিহাসিক বাণীর প্রবক্তা কে? আরে, এতো সবার জানা। বঙ্গীয় তৃণজীবীদের অনুপ্রেরণা দাত্রী সো কল্ড্ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন সমস্ত ভারতের মধ্যে এমন চমকপ্রদ কথার একক বাগ্মী। এ কথা বলার অর্থ? একেবারে সিম্পল, পরিস্কার। এসআইআর নিয়ে তাঁর চলমান 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' বিরোধিতার এটা একটা অভিনব প্লট মাত্র। তবে তা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া নাকি পরিকল্পিত স্ক্রিপ্ট, তা নিয়ে কিন্তু বিতর্কের বিস্তর জলঘোলা হয়েছে। যেমনটি তিনি তাঁর পরণের শাড়ির অবস্থা দেশবাসীকে দেখিয়েছেন নিজস্ব ঘরাণায় ঠিকই, তেমনটি ইন্ডিয়াবাসী এটা নিয়েও অনেক ভেবেছেন এরকম আপৎকালীন পরিস্থিতিতে কিভাবে উনার হাতে মাইক্রোফোন চলে এলো? তা যাক, আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবর নিয়ে কি লাভ বলুন? তবে এসব তর্জায় নির্লিপ্ত তৃণমূলের অবশ্য দাবি, দেশের নির্বাচন কমিশন হলো বিজেপির মুখমন্ডলের একটা মুখোশ মাত্র। রাজ্যে নির্বাচনী তালিকা তৈরির নামে অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর করে চলেছে। স্বৈরাচারী নির্বাচন কমিশন যথেচ্ছ ভাবে স্থানীয় নাগরিকদের ভোটাধিকার বাতিল করতে উঠেপড়ে লেগেছে। সংখ্যালঘুদের উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে বাংলাদেশী তকমা দেওয়া হচ্ছে। আমরা তাই দিল্লি এসেছি দেশের নির্বাচন কমিশনারের কাছে প্রতিবাদ জানাতে। অথচ বঙ্গভবণে অমিত শাহের পুলিশ নৈতিকতার সীমা লঙ্ঘন করে ঢুকেছে। খবর পেয়ে আমি এমন অবস্থায় চলে এসেছি।'

এমন একটা টগবগে ইস্যুকে চটজলদি চটচটে টিস্যু বানাবার সুযোগ আর কেইবা ছাড়ে বলুন। আবার সেটা যখন টাটকা নির্বাচনী মরশুম যদি হয়ে থাকে, তবে তো বিরোধীদের পোয়া বারো হবেই। ব্যাস বিজেপিরও প্রগলভ মন্তব্য যথারীতি প্রত্যাশিত ভাবেই সামনে এসে গেছে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। 'এসব হলো কালীঘাট অপেরার প্রিপ্ল্যান্ড কনসার্ট। রাজ্যের প্রশাসনিক অবস্থা বেহাল। সরকারের প্রতিটি মন্ত্রকে দুর্নীতি জাঁকিয়ে বসেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নানান হাস্যকর নাটক দেখতে দেখতে রাজ্যবাসী ক্লান্ত। এসব থেকে ফোকাস ঘুরিয়ে দিতেই তিনি দিল্লি গিয়ে এসআইআর বিরুদ্ধ বর্বর সার্কাসের তামাশা করছেন। পশ্চিমবঙ্গের গরিমা ধুলোয় মিশিয়ে ছেড়েছেন।'

তৃণমূল তাদের মতো করে ব্যাখ্যা দিয়েছে। বিজেপিও নিজেদের মতো মন্তব্য করেছে। এসব অনেকটাই রুটিন মাফিক। রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতায় আকাঙ্খিতও। কিন্তু একটা বিষয় ভীষণ ভাবে লক্ষণীয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরণের এই শাড়ি প্যাটার্ন ওরিয়েন্টেড এসপার ওসপার প্রতিবাদী আন্দোলন কেন জানি না বড্ড বেশি নিঃসঙ্গতা ছুঁয়ে গেল। ইন্ডি জোটের কোনও শরিক দল বা নেতা এই ইস্যুতে পাশে থাকা তো দূরের কথা, একটা লাইন প্রেস বিবৃতিও খরচ করলো না বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর ফেভারে। অখিলেশ যাদব, স্ট্যালিন, রাহুল গান্ধী, তেজস্বী যাদব, অরবিন্দ কেজরিওয়াল, ওমর আবদুল্লা মতো ইন্ডি জোটের কোনও নেতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অভিনব প্রতিবাদে কেন সঙ্গ দিলেন না, এটাই হলো কোটি টাকার প্রশ্ন। এসআইআরয়ের বিরোধিতায় তিনি দিল্লিকে বেছে নিয়েছিলেন যাতে তার উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে সর্বভারতীয় স্তরে। কিন্তু সেই তৃণমূলী উদ্যোগের সামনে তৃণমূল সুপ্রিমোর সর্বভারতীয় দোসরবৃন্দের একজনকেও কিন্তু আক্ষরিক অর্থে পাওয়া গেল না বাস্তবের মাটিতে। কিন্তু 'কেন' প্রশ্নটা কিন্তু সেই ঝুলেই রইলো। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, দেশের গণতান্ত্রিক পরিসরে এসআইআর প্রসঙ্গে ইন্ডি জোটের বিবিধ নেতৃবৃন্দের প্রতিবাদের চড়া সুর কিন্তু ইতিমধ্যেই দেশব্যাপী জেনে ফেলেছেন। আসলে এসআইআরের বিরুদ্ধাচরণের ক্ষেত্রে তৃণমূল নেত্রীর এ হেন নাটকীয় ঘরাণা তাঁরাও কিন্তু নীতিগতভাবে সমর্থন করতে চাননি। তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই শাড়ি কেন্দ্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের পোসচারকে না বিজেপি না দেশের কোনও বিরোধী, অর্থাৎ কেউই তবে মান্যতা দিল না। এযাবৎকালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রকৃতই এতো নিঃসঙ্গ দেখা যায়নি লালকেল্লার ভূমিতে। তবে কি মমতা ব্র্যান্ডের এই ড্রামা-ম্যাচো ইমেজ আর সেভাবে পাবলিক খাচ্ছে না? এসব প্রশ্ন কিন্তু ঘুরপাক খেয়েই চলেছে বর্তমানে অনেকটা পিংপং বলের মতো রাজ্যবাসীর একান্ত আলাপচারিতায়।

এ কথা অনস্বীকার্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতি বড় সমালোচকও মেনে নিতে বাধ্য হবেন তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের বিগ ব্রেকিং অধ্যায়গুলোকে। এমন প্রাজ্ঞ নেতা তবে এধরণের ইভেন্টের ঝুঁকি নিলেন কেন তাহলে? এর উত্তর খুঁজতে হলে গত লোকসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে হাতড়াতে হবে। মনে কি পড়ে, সেই সময় তৃণমূলের যুব নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলীয় সাংসদদের অনেকটা বগলদাবা করে নিয়ে যান কুতুবুদ্দীন আইবকের সালতানাতে। দাবি ছিল তাঁদের একশো দিনের প্রকল্পে বকেয়া টাকা আদায়। বিনিময়ে জুটেছিল পুলিশি ধরপাকড় ও আংশিক চ্যাংদোলা। ব্যাস মার দিয়া কেল্লা। ওই ছবি প্রচার করা হলো বাংলার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। ময়দান কাঁপানো হলো দিল্লির বিজেপি সরকারের বঞ্চনার কথা তুলে। ফলস্বরূপ ভোটের ফলাফলে তৃণমূল ফসল তুললো ৪২টি আসনের মধ্যে ২৯টি জিতে। বিজেপিকে সন্তুষ্ট থাকতে হয় মাত্র ১২ জন সাংসদ পেয়ে। টিএমসি রাজ্য নিরিখে তখন ভোট পায় ৪৬ শতাংশ মানুষের সমর্থন। বিজেপি পেয়েছিল সেক্ষেত্রে ৩৮ ভোট। গোদা বাংলায় বিজেপি সেবার ৮ শতাংশ ভোট পিছিয়ে ছিল তৃণমূলের থেকে।

এইরকম দলগত ক্যারিশমাকে মাথায় রেখেই চলতি বছরের ভোট মরশুমে আবার সেই তৃণমূল নেত্রীর দিল্লি সফর। তবে এবারে খোদ মাননীয়া বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। কারণ এবার যে মারণ বাঁচন যুদ্ধ। বাংলার মানুষ অতীতে দেখেছেন, মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়ে উন্নয়ণের হকারি প্রচার। এটাও পর্যবেক্ষণ করেছেন, পায়ে প্ল্যাস্টার সহ হুইল চেয়ারে রাজ্য ভ্রমণ। এবারও তাই মেলোডির আপাতত মশলা প্রাথমিক ভাবে প্রস্তুত। কালো পোশাক পরে নির্বাচন কমিশনারকে বয়কট এপিসোড। সঙ্গে কালো কাপড় গায়ে জড়িয়ে সুপ্রিম কোর্টে ভোটার তালিকার বিরোধিতা করেন অনুপ্রবেশকারী ভাইজানদের পক্ষে মসিহা বেশে অবতীর্ণ হয়ে। এমন গাওয়া ঘিয়ের গোবিন্দভোগের লোভনীয় সুগন্ধি খিচুড়ি কোন বান্দা খামোকা চাকতে ছাড়ে? তাই চালাও ঢালাও ভোট প্রচার এসবের অডিও ভিডিও ক্লিপিংসের। প্রতিটি বঙ্গবুথ ধরে ধরে। সাংগঠনিক সবুজ কার্পেট পেতে।

এসবই তো হইলো। কিন্তু আমাগো যে একখান কথা সিলো। তা হইলো গিয়া, দিল্লির এইসব কালা কালা চশমায় রাজ্যে চাকরি চুরির কোনও জবাব তো পাওয়া গেল না ম্যাম। তোলাবাজি, ধর্ষণ, পিঠে খাওয়া, শিক্ষক নিয়োগ ও রেশন কেলেঙ্কারিরই বা লাস্ট খবর তো জানা হলো না নেত্রী সাহেবা। কয়লা, বালি, গরু চুরির বিরুদ্ধেও আপনার গ্র্যান্টেড ফর অ্যাকশন তো এখনও জানা গেল না। অপরাধ নেবেন না এই অবোধের। এসব থোড়াই আমার প্রশ্ন নাকি? আদতে এগুলো যে ব্যাপক সমাজ মাধ্যমে ট্রোল হতে দেখা যাচ্ছে।

এসবের উত্তাপ শুধু যে ইন্টারনেটে অহরহ প্রচারিত হচ্ছে তা কিন্তু মোটেও নয়। এর সুতীব্র অভিঘাত আছড়ে পড়েছে গোটা রাজ্য সহ তমলুক ও আরামবাগের আনাচে কানাচে। অফলাইন লাইভ ইভেন্টে। এসব অঞ্চলের হাটে বাজারে, দোকানের ঠেক থেকে অফিসে ক্লাবে চলছে সমান্তরাল পর্যায়ের সমর্থন বা খিল্লির তুমুল পসরা। এই দুই লোকসভা অন্তর্ভুক্ত মোট চোদ্দটি বিধানসভা আসনের ভোটাররাও তাই বর্তমানে মোটামুটিভাবে দুই বিপরীতমুখী মেরুতে অবস্থান করছেন। কাকে তারা ছাব্বিশে আপন করে নেবেন, এই ভেবে।

আলোচনা প্রসঙ্গে আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রটি কিন্তু যথেষ্ট অবাক করা। এখানে কংগ্রেস চিরকাল ব্রাত্য থেকে গিয়েছে। তবে বামফ্রন্টের দুই পার্টনার সিপিআই ও ফরোয়ার্ড ব্লক যথারীতি এখানে খাতা খুলেছিল নির্দ্বিধায়। ফ্রন্টের বড়বাবু সিপিএম তো আবার এখান থেকে সাতবার জিতেছে। জনতা পার্টিও এই আসনে একবার জিতেছিল বামেদের দাক্ষিণ্যে। ২০০৯ পর্যন্ত এই কেন্দ্রটি সিপিএমের লাল দুর্গ থাকলেও ২০১৪ সালে এখানে প্রথমবারের মতো মাথা তুলে দাঁড়ায় তৃণমূল। তারপর ২০১৯ ও ২০২৪ সালের দিল্লি যাত্রাও তৃণমূল অব্যাহত রাখে একেবারে নিজস্ব মুন্সীয়ানায়। তবে এখান থেকে নির্বাচিত সিপিএমের প্রাক্তন সাংসদ অনিল বসু আজও এই অঞ্চলে সমালোচিত হয়ে থাকেন, একদা তাঁর অসংসদীয় কুবাক্য খচিত বক্তব্যের জন্য। অন্যদিকে সেখানকার বিদায়ী তৃণমূল সাংসদ অপরূপা পোদ্দারের ভূমিকা নিয়েও এক জায়গায় যথেষ্ট সমালোচিত হয়ে চলেছে। একসময় তো নারদা স্টিং অপারেশন আর শ্রীমতী পোদ্দার অনেকটা অন্যতম সমার্থক হয়ে উঠেছিল একাংশ জনমানসের মনে।

২০২৪ সালের লোকসভা যুদ্ধে আরামবাগ আসনের মোট ভোটদাতা ছিলেন ১৮,৮৩,২৬৬ জন। এরমধ্যে তৃণমূল সমর্থন পায় ৭,১২,৫৮৭ জন এলাকাবাসীর। অর্থাৎ শতকরা হিসেবে যা ৪৫.৭১ শতাংশ। আবার বিজেপির অনুকূলে ভোট পড়ে ৭,০৬, ১৮৮টি। গাণিতিক অর্থে সেটি হলো ৪৫.৩০ শতাংশ। ফলে সবুজ শিবির জয়ের চওড়া হাসি হাসে মাত্র ৬, ৩৯৯ ভোটের ফারাকে।

পরপর বিগত দুটি লোকসভা ভোটে তৃণমূল এখানে কোনক্রমে জিতে গেলেও ২০২১ সালে এযাবৎ শেষতম বিধানসভা ভোটে বিজেপি রীতিমতো বুক ফুলিয়ে টপকে যায় তৃণমূলের থেকে। সাতটি আসনের মধ্যে চারটিতে বিজেপি জয় পেয়েছিল। পুরশুড়া, আরামবাগ, গোঘাট, খানকুলে পদ্মফুল ফুটেছিল ঘাসফুলকে অনেকটা নিশ্চিহ্ন করে যথাক্রমে ২৮,১৭৮, ৩,১৭২, ৫,৮৮৬ এবং ১৭,১২২ ভোটের ফারাকে। আবার হরিপাল, তারকেশ্বর, চন্দ্রকোনায় ঠিক উল্টোটা ঘটেছিল সংখ্যানুক্রমে ২৩,০৭২, ৭,৪৮৪ ও ৮,০৩৫ ভোটের পার্থক্যে।

এ হেন পরিস্থিতিতে বিজেপি এখানে অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে শুরু করেছে। তারা তো আসন্ন নির্বাচনে আরামবাগ লোকসভা অঞ্চলে সপ্তর্ষি মণ্ডলের রেপ্লিকা গঠন করতে একেবারে বদ্ধপরিকর। পাশাপাশি এসব ভাবনার উল্টো দিকের জমির বাসিন্দার নামটা কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যেকোনও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তিনি পুরোপুরি নিজের অনুকূলে খেলা ঘুরিয়ে দিতে একেবারে তুখোড় ওস্তাদ। তাই তাঁর দল যে এখানকার সাতটি আসনই নিজেদের ঘরে হাইজ্যাক করে নিতে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছে। ফলে আসল খেলা হবে কিভাবে তার জন্য তো ভোটের ফলাফলের উপর নজর রাখতেই হবে।

নির্বাচন কেন্দ্রিক বাস্তবতার লক্ষ্যে আবার যদি তমলুক লোকসভার দিকে তাকানো যায় তবে অতীতের নানান চমকপ্রদ তথ্য উঠে আসবে। ১৯৫১, ১৯৫৭ ও ১৯৬২ সালে তমলুক লোকসভা আসনে হ্যাটট্রিক ভিকট্রি পেয়েছিল কংগ্রেস। এরপর হাত চিহ্নের শিকে ছেঁড়ে ফের ১৯৯৬ সালে। এখানকার জমি সিপিএম লালে লাল করে দেয় ১৯৮০, ১৯৮৪, ১৯৮৯, ১৯৯১, ১৯৯৮, ১৯৯৯ সহ ২০০৪ সালে। এরপর অবশ্য তাসের ঘরের মতো তছনছ হয়ে যায় বামেদের এই বাসর ঘর। ২০০৯, ২০১৪, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচন ও ২০১৬ সালের উপনির্বাচনে এই আসনটি দখল করে নেয় টিএমসি। কিন্তু ২০২৪ সালে অদ্ভুত ভাবে বিজেপি পরাজিত করে তৃণমূলকে অনেকটা পূর্ব নিশ্চিত হয়েই। এখানে তৃণমূলের এইসব জয় নিয়েও যথেষ্ট রাজনৈতিক বিতর্ক রয়ে গেছে। রাজ্যের সর্বত্রই প্রচার রয়েছে আমজনতার বিশ্বাসে, তৃণমূল যেখানেই জেতে তা নাকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত ক্যারিশমার ভিত্তিতে। এখানেই প্রশ্ন উঠে আসে, মমতা কেন্দ্রিক এই ব্যক্তি স্তরের গুডউইল কি কাজ করেনি তমলুক লোকসভা অঞ্চলে। সমালোচকেরা দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে একমাত্র এখানেই তৃণমূল বিজয়ী হয়েছিল মমতা ব্র্যান্ডের উপর ভর করে নয়।

**নির্বাচন কেন্দ্রিক বাস্তবতার লক্ষ্যে আবার যদি তমলুক লোকসভার দিকে তাকানো যায় তবে অতীতের নানান চমকপ্রদ তথ্য উঠে আসবে। ১৯৫১, ১৯৫৭ ও ১৯৬২ সালে তমলুক লোকসভা আসনে হ্যাটট্রিক ভিকট্রি পেয়েছিল কংগ্রেস। এরপর হাত চিহ্নের শিকে ছেঁড়ে ফের ১৯৯৬ সালে। এখানকার জমি সিপিএম লালে লাল করে দেয় ১৯৮০, ১৯৮৪, ১৯৮৯, ১৯৯১, ১৯৯৮, ১৯৯৯ সহ ২০০৪ সালে। এরপর অবশ্য তাসের ঘরের মতো তছনছ হয়ে যায় বামেদের এই বাসর ঘর। ২০০৯, ২০১৪, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচন ও ২০১৬ সালের উপনির্বাচনে এই আসনটি দখল করে নেয় টিএমসি। কিন্তু ২০২৪ সালে অদ্ভুত ভাবে বিজেপি পরাজিত করে তৃণমূলকে অনেকটা পূর্ব নিশ্চিত হয়েই। এখানে তৃণমূলের এইসব জয় নিয়েও যথেষ্ট রাজনৈতিক বিতর্ক রয়ে গেছে। রাজ্যের সর্বত্রই প্রচার রয়েছে আমজনতার বিশ্বাসে, তৃণমূল যেখানেই জেতে তা নাকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত ক্যারিশমার ভিত্তিতে। এখানেই প্রশ্ন উঠে আসে, মমতা কেন্দ্রিক এই ব্যক্তি স্তরের গুডউইল কি কাজ করেনি তমলুক লোকসভা অঞ্চলে। সমালোচকেরা দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে একমাত্র এখানেই তৃণমূল বিজয়ী হয়েছিল মমতা ব্র্যান্ডের উপর ভর করে নয়। বরং শিশির অধিকারী এবং শুভেন্দু অধিকারীর ইমেজকে পুঁজি করে। নয়তো গত বিধানসভা নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দীগ্রামে বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে ধরাশায়ী হবেন কেন? উল্লেখ্য, একদা তৃণমূলের তমলুক লোকসভার চৌকিদার ছিলেন এই শুভেন্দুবাবু। যিনি আজ রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। তাহলে কি এই অধিকারী পরিবার যেদিকে ঝুঁকবে তমলুক ভোটের পেন্ডুলাম সেদিকেই ঢলবে? অন্তত স্থানীয় পর্যায়ে এখনও পর্যন্ত সাম্প্রতিক নির্বাচনী দস্তুর তো এটাই।

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তমলুক আসনের মোট ভোটদাতার সংখ্যাটা ছিল ১৮,৫০, ৭৪১। বিজেপি পায় ৪৮.৫৪ ভোট বা ৭,৬৫,৫৮৪ জন স্থানীয় নাগরিকের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার। ফলে ৭৭,৭৩৩টি ভোট বেশি পেয়ে গেরুয়া আবীর উড়ায় ভাজপা। ৪৩.৬১ শতাংশ বা ৬৮৭৮৫১টি ভোট জোটে তৃণমূলের কপালে।

শেষতম বিধানসভা নির্বাচনে অবশ্য তমলুক লোকসভার ভিতরে থাকা সাতটির মধ্যে তমলুক, মহিষাদল, পাঁশকুড়া পূর্ব, নন্দকুমার কেন্দ্রে বিজেপি পরাজিত হয় টিএমসির কাছে পর্যায়ক্রমে ৭৯৩, ২, ৩৮৬, ৯৬৬০, ৫৪০৬ কম ভোট পাওয়ায়। বাকি তিনটি কেন্দ্র বলতে নন্দীগ্রাম, ময়না ও হলদিয়ায় টিএমসি হার মেনে নেয় গেরুয়া পার্টির দাপটে সংখ্যানুক্রমে ১,৯৫৬, ২,২৬০ আর ১৫,০০৮ ভোটের তফাতে।

সামনে আবার একটা বিধানসভা ভোট কড়া নাড়ছে সারা রাজ্যে। তমলুকের সাতটি আসনেও স্বাভাবিক ভাবে একই আবহ বইছে। এখানে কোন দল কটা আসধ পাবে সেটা বড় কথা নয়। তমলুকের মাটিতে অধিকারী ম্যাজিক নাকি মমতা ক্যারিশমা, কোনটা এবার তুরুপের তাস হয়ে উঠবে, এই ডিং ডং ব্যাটেলের প্রেস্টিজ ফাইটের চুড়ান্ত মহরা তাড়িয়ে তাড়িয়ে এখন থেকেই পরখ করতে চাইছে বঙ্গবাসী।

তবে লালকেল্লা লাগোয়া রাজকীয় সরণিতে বঙ্গীয় ললনার ঘরের পরিবৃত শাড়ি যখন নিজগুণে পলিটিক্যাল টিআরপির দড় হাঁকতে ব্যস্ত, তখন বাদবাকী বঙ্গবাসীর আগত ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে কি চিন্তা করা আবশ্যক, তা কিন্তু অবশ্যই ভাবার সময় এসে গেছে।

চা চর্চাবাসর ৮১

'চা' শব্দটির উৎপত্তি মিন চীনা উপভাষার উচ্চারণ tóe (প্রায় 'tay') থেকে, যা ডাচ ব্যবসায়ীরা ১৭ শতকে ফুজিয়ান থেকে গ্রহণ করেছিলেন এবং সমুদ্রপথে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। চা শব্দটির প্রায় সমস্ত বৈশ্বিক শব্দ তে (সমুদ্রপথ) অথবা চা (স্থলপথ) থেকে এসেছে, উভয়ই চীন থেকে উদ্ভূত।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

দুর্গাপুরে 'যুবসাথী' ক্যাম্প পরিদর্শন কীর্তি আজাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরের ভগৎ সিং স্টেডিয়ামে দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের 'যুবসাথী' ক্যাম্প পরিদর্শন করলেন বর্ধমান দুর্গাপুরের সাংসদ কীর্তি আজাদ। এই পরিদর্শনে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুরের মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস এবং দুর্গাপুর নগর নিগমের কমিশনার আবুল কালাম আজাদ ইসলাম। ক্যাম্পের বিভিন্ন পরিষেবা, আবেদন প্রক্রিয়া ও যুবকদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে খোঁজখবর নেন সাংসদ। উপস্থিত আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করে তিনি পরিষেবা আরও দ্রুত ও স্বচ্ছভাবে পৌঁছে দেওয়ার ওপর জোর দেন। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সুবিধা নিশ্চিত করতে প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশও দেন।

এদিন 'যুবসাথী' ক্যাম্প পরিদর্শনে এসে সাংসদ কীর্তি আজাদ রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনার কথা বলেন। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবাংলার ন্যায্য পাওনা টাকা অন্যায় ভাবে আটকে রেখেছে। মোদী সরকার যখন ক্ষমতায় আসে, তখন বলেছিল কালো টাকা উদ্ধার করা হবে এবং দেশের প্রত্যেকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৫ হাজার করে টাকা ঢুকবে। কিন্তু এতদিনেও হয়নি কিছুই। অন্য দিকে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের নারী সমাজকে স্বাবলম্বী করতে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার চালু করেছেন। যুবক ও যুবতীদের মাসিক ১৫০০ টাকা ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

কেন্দ্রের অর্থ বকেয়া, থমকে জলজীবন মিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: জেলার পঞ্চায়েত ও পুরসভা এলাকায় জমিজট কাটিয়ে প্রকল্পের কাজ চলতে থাকে। কিন্তু বকেয়া অর্থ না মেলায় প্রায় এক বছর ধরে মুখ থুবড়ে পড়েছে মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প। গত লোকসভা নির্বাচনের পরেই নবান্নে ভার্চুয়াল প্রশাসনিক বৈঠকে জলজীবন মিশনের মাধ্যমে ঘরে ঘরে জল পৌঁছে দেওয়ার কথা বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে তৎপর হয়ে ওঠে জেলা প্রশাসন। নীল রঙের বড় বড় পাইপলাইনে ভর করে পরিশ্রুত পানীয় জল ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে জলজীবন মিশনের কাজ শুরু হয়।

জনস্বাস্থ্য কারিগরির সঙ্গে যুক্ত পিএইচই বাঁচাও কমিটির দাবি, ঠিকাদার, সাপ্লায়ার, শ্রমিক ও তাঁদের সঙ্গে যুক্ত সবাই নিদারুণ অর্থকষ্টে ভুগছেন। বকেয়া টাকা না পেয়ে, শুধু হুগলি জেলা নয়, গোটা রাজ্যেই জলজীবন মিশনের কাজ থমকে গিয়েছে। জেলার ক্ষেত্রে বকেয়ার পরিমাণ প্রায় ৪০০ কোটি ও রাজ্যের ক্ষেত্রে ১১ হাজার কোটি টাকা। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় দু'বছরের বেশি সময় ধরে জলজীবন মিশনের টাকা দিচ্ছে না। থমকে আছে প্রকল্প।

জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া বলেন, '২০২৩-২৪-এ রাজ্য সরকার উদ্যোগী হয়েছে দ্রুত গতিতে জলজীবন মিশনের কাজ করেছিল। কিন্তু কেন্দ্র ন্যায্য টাকা আটকে রাখায়, কাজ বন্ধ হয়ে আছে। আমরা ইতিমধ্যে জেলার ১৮টি ব্লকে ১৮৩টি নতুন জল ট্যাঙ্ক তৈরি করেছি। ১৬৮টি জল ট্যাঙ্কের সংস্কার করা হয়েছে। নতুন বছরে আমরা সবার বাড়িতে জল পৌঁছে দিতে পারব ভেবেছিলাম। কিন্তু কেন্দ্র চক্রান্ত করে সব শেষ করে দিয়েছে।'

পিএইচই বাঁচাও কমিটি জানিয়েছে, লোকসভা ভোটের পরে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর থেকে প্রায় এক বছর ধরে জলজীবন মিশন প্রকল্পে গতি এসেছে। বাড়ি বাড়ি নলবাহিত পানীয় জল পৌঁছনোর সিংহভাগ কাজ হয়েছে হুগলিতেও। রাজ্যের মানবিক সরকারের মুখের দিকে তাকিয়েই এই প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে বকেয়া না পাওয়ার কারণে, এই প্রকল্পে কাজ করা জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের ঠিকাদার, সাপ্লায়ার ও ঠিকাশ্রমিকদের পরিবার হতাশায় ভুগছেন।

গত পুজোর সময়ে শেষ টাকা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তার পরে আর কোনও বড় পরিমাণ অর্থ পাননি কেউই। তাতে সাপ্লায়ার, শ্রমিক ও ঠিকাদার; সবাই চরম অর্থকষ্টে ভুগছেন বলে অভিযোগ করেছেন সুপ্রিয় রায়, ধীরেন সোম, সুশান্ত দের মতো পিএইচই বাঁচাও কমিটির সদস্যরা। এছাড়া অর্থাভাবে ব্যাঙ্কের কিস্তির টাকা বকেয়া পড়ে আছে। বেশ কয়েকজন ঠিকাদার আত্মঘাতী হয়েছেন। অনেকে চিকিৎসা করাতে পারছেন না বলে দ্রুত বকেয়া মেটানোর আর্জি জানিয়েছেন সংস্থার প্রবীণ সদস্য সমীরণ ঘোষ। তিনি বলেন, 'আমরা কী ভাবে জীবিকা রক্ষা করব, ভেবে উঠতে পারছি না। জেলা প্রশাসন, রাজ্য প্রশাসন ও রাজ্যের মন্ত্রী পুলক রায়ের কাছেও দরবার করেছি। কিন্তু বকেয়া টাকা পাওয়ার কোনও সুরাহা মেলেনি।' এই বিষয়ে রাজ্যের মন্ত্রী পুলক রায়কে ফোন করা হলে তিনি সব শুনে বলেন, 'আমি একটি মিটিংয়ে আছি। পরে কথা বলব।'

পলাশে সেজেছে বাঁকুড়া, দাবি পরিবেশ পর্যটন গড়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: 'ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে..' কবি গুরুর এই গান যেন প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা যায় বসন্তে লাল মাটির ঠিকানায় গেলে। মার্চ তথা এই ফাল্গুনে বসন্তে বাঁকুড়া হয়ে ওঠে যেন মন মাতানো পরিবেশ পর্যটন কেন্দ্র। গোটা বাঁকুড়া জুড়ে গাছে গাছে 'আগুনের শিখা' দেখা যায় এই সময়। শুশুনিয়া পাহাড়, গাংদুয়া জলাধার, বরদি পাহাড়, তালবেড়িয়া জলাধার, সুতান, মুকুটমণিপুর, ঝিলিমিলি-সহ জেলার বিভিন্ন জায়গায় গাছে গাছে ছেয়ে থাকে আগুনের রঙের পলাশ। এসময় খাতড়া মহকুমার যেখানে যাওয়া যায় সেখানেই চোখে পড়ে এমন ছবি। যারা পর্যটন কেন্দ্রের ছবি তোলেন তাঁদের কাছে বসন্তের বাঁকুড়া অমূল্য। এসময় বাঁকুড়া হয়ে ওঠে পলাশ ফুলের জেলা।

জেলাজুড়ে ফুটে ওঠা লাল পলাশের গ্রাম, জঙ্গল আর পাহাড় রঙিন হয়ে ওঠে। তার উপর গত কয়েক বছর ধরে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক ও মাই ডিয়ার ট্রিজ এন্ড ওয়াইল্ডসের এনভায়রনমেন্টাল মিউজিক ফেস্টিভ্যালের শিল্পীরা 'পলাশ বাঁচাও' সাংস্কৃতিক উৎসব করে চলেছে এসময়। এটা পর্যটকদের উপরি পাওনা হতে পারে। রবিবার ছোট ছোট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে এমনই দাবি করতে দেখা যায় পরিবেশবাদী শিল্পীরা। আগুনের শিখা ধরা গাছগুলির নিচে একই রং শাড়ি পরে এই দাবিতে গান, নাচ ও নাটকে মেতে উঠতে দেখা যায় তাঁদের। কৌতূহলী মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। বসন্ত বিশেষ করে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে বাঁকুড়ায় তেমন গরম পড়ে না। জেলায় ঠাণ্ডার আমেজ থাকে। তার ওপর নতুন বছর সবে শুরু হওয়ায় কর্মক্ষেত্রে ছুটি নিয়ে দূরে কোথাও বেড়াতে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। তাই বসন্তে বাঁকুড়াই উপযুক্ত।

শুশুনিয়া পাহাড় এমনিতেই অতি মনোরম। বসন্তে পলাশ, পাহাড়ের সাজে সেজে ওঠে সুন্দরী শুশুনিয়া। লাল পলাশে ঢেকে যায় পাহাড়। বসন্তে প্রকৃতির এই রঙিন রূপ দেখতে হলে শুশুনিয়া পাহাড় আসতে হয়। বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটির গাংদুয়া জলাধার তার সুন্দর রূপের জন্য অতি পরিচিত। এই জলাধার বসন্তে আরও সুন্দর হয়ে ওঠে। এই জলাধারে যাওয়ার পথটাই হয়ে ওঠে আকর্ষণীয়। এইপথের দুপাশে সারি সারি পলাশ গাছ লাল রঙে ঢেকে যায়। জল, জঙ্গল আর পলাশের মিলনে গাংদুয়া হয়ে ওঠে অপরূপা। বসন্তে গাংদুয়া না এলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য কি তা অজানাই থেকে যায়। এই শিল্পীদের সংগীতা বিশ্বাস, একতা গঙ্গোপাধ্যায় ও স্বস্তি চ্যাটার্জি জানান জেলায় প্রাকৃতিক পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে পলাশ গাছের বন গড়ে তোলা ও তাদের সুরক্ষা করা দরকার। এতে বসন্তে এই জায়গাগুলি পরিবেশ পর্যটন কেন্দ্র হয়ে উঠতেপারে। তাই এই দাবি জানাতে এবং পর্যটকদের উৎসাহিত করতে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক সহযোগিতায় এনভায়রনমেন্টাল মিউজিক ফেস্টিভ্যালের তাঁরা করছেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কিচেন গার্ডেন তৈরির মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষে পড়াশোনার সঙ্গে হাতে-কলমে শেখার অভিনব উদ্যোগ সোনামুখী উত্তর চক্রের মদনপুর জয়নগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শোভা পাচ্ছে কিচেন গার্ডেন। মরসুমি সবজিতে ঠাসা এই কিচেন গার্ডেন। ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের যৌথ পরিশ্রমে তিলে তিলে গড়ে উঠেছে এই সবজি বাগান। ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে নিজেরা শিক্ষকদের সঙ্গে এই সবজি বাগান পরিচর্যা করে। বিদ্যালয়ে পাঠ্যবিষয়ে পড়া বিষয়গুলি হাতে-কলমে করার সুযোগ মেলে এখানে।

বাগানে শোভা পাচ্ছে বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি, টমেটো, ধনেপাতা মটরশুটি আরও কত কী! এই সবজিগুলি বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মধ্যাহ্নকালীন আহারে রান্নার কাজে ব্যবহার করা হয়। ফলে মিড ডে মিল রান্নার খরচে কিছুটা হলেও সাশ্রয় হয়। বিদ্যালয়টি প্রত্যন্ত গ্রামে চাষবহুল স্থানে অবস্থিত। ছাত্র-ছাত্রীরা এই সবজি বাগান তৈরির মাধ্যমে কৃষিকাজের সম্বন্ধে একটি সম্যক ধারণা লাভ করে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনন্দময় ঘোষ জানান, 'এই বিদ্যালয়ে সারা বছরই কিচেন গার্ডেনে বিভিন্ন রকম সবজি চাষ করা হয়। তবে এই শীতের মরসুমে সবজি বাগানে প্রচুর পরিমাণে সবজি উৎপন্ন হয়েছে। এই কিচেন গার্ডেনে তৈরি সবজি বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যাহ্নকালীন কালীন আহারে রান্নার কাজে ব্যবহার করা হয়। এই সবজি

উৎপাদন করতে জৈব সারই ব্যবহার করা হয়, কোনও রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয় না। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রচুর গাছের সমাহার। এই গাছের থেকে যে পাতা পড়ে তা থেকেও জৈব সার তৈরি করা হয়। এই বছর কিচেন গার্ডেনে তৈরি করার জন্য সোনামুখী ব্লকের মিড ডে মিল দপ্তর থেকে পাঁচ হাজার টাকা অনুদান আমাদের বিদ্যালয়কে দেওয়া হয়েছে। এই অনুদান থেকেই কিচেন গার্ডেন তৈরি করা হয়েছে। এর আগেও সবজি বাগান তৈরি করার জন্য এই দপ্তর থেকে অনুদান পাওয়া গেছে।'

শিশু সংসদের খাদ্যমন্ত্রী রিয়া রুইদাস বলেন, 'মিড ডে মিলে রান্নার সময় সবজি বাগানের সবজি বিদ্যালয়ে মধ্যাহ্নকালীন আহারে রান্নার কাজে ব্যবহার করা হয়।' বিদ্যালয়ের শিশু সংসদের প্রধানমন্ত্রী প্রীতম বাউরি বলেন, 'আমাদের হাতে তৈরি করা সবজি রান্না করে খাওয়ানো হয়। এতে আমাদের এক আলাদা অনুভূতি তৈরি হয়। খুব ভালো লাগে।' এই কিচেন গার্ডেনের ব্যাপারে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনন্দময় ঘোষ বিশেষভাবে উৎসাহ দেন এবং উদ্যোগী হন।'

পাণ্ডবেশ্বরে দুই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার কাজের সূচনা করলেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নে আরও একধাপ এগোল পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা। মঙ্গলবার দু'টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার সংস্কার ও নির্মাণের শুভ সূচনা করলেন পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। মোট ৫ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই দু'টি প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হবে। এদিন বিধায়ক দু'টি পৃথক প্রকল্পের উদ্বোধন করেন।

মাধাইগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড থেকে নাচন মোড় বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত রাস্তাটি সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৩ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা। এই রাস্তাটির সংস্কার হলে বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের যাতায়াতের সুবিধা হবে এবং যান চলাচল মসৃণ হবে। অন্য দিকে, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে জোর দিয়ে ইছাপুর অঞ্চলের বাঙুরি আমলৌকা রাস্তার কাজেরও সূচনা করা হয়। এই রাস্তাটির জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা।

কাজের সূচনা করে বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী জানান, 'মানুষের সুবিধার্থেই এই উন্নয়ন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় আমরা পাণ্ডবেশ্বরকে ঢেলে সাজানোর কাজ করছি। এই রাস্তা দু'টি তৈরি হলে এলাকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আসবে।'

এসআইআরে হৃদরোগে মৃত্যু, দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডানকুনি: ডানকুনি পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ছিলেন শেখ আনোয়ার (৬০)। স্ট্রোকে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। যদিও পড়শিদের দাবি, এসআইআর নিয়ে চিন্তাতেই এই পরিণতি। বৃদ্ধের মৃত্যুতে এসআইআর আতঙ্কের অভিযোগ তুললেন এলাকার লোকজন।

আনোয়ারকে একাধিক বার হিয়ারিং নোটিস দেওয়া হয় বলে দাবি এলাকার বাসিন্দাদের। প্রতিবেশীদের অভিযোগ, চার বার তাঁকে নোটিস দেওয়া হয়। এই নিয়ে চিন্তায় ছিলেন। এই মৃত্যু ঘিরে তুমুল তরজা শুরু হয়েছে। এক প্রতিবেশী বলেন, 'আমার দোকানে রাত ৯টা অবধি বসেছিল। চা খেল। খাওয়ার পরে বাড়ির বাচ্চার জন্য চিপস নিল। তার পরে শুনি এই খবর। এত বার নোটিস পেয়েছে, তাতেই ঘাবড়ে গিয়েছিল। সেই চিন্তা থেকেই স্ট্রোক হয়েছে।'

ডানকুনির পুরপ্রধান হাসিনা শবনম জানান, এই আতঙ্ক বহু মানুষের প্রাণ কেড়েছে। একটাই অনুরোধ, আতঙ্কিত হবেন না। তৃণমূল পাশে আছে। বিজেপি নেতা গুঞ্জন চক্রবর্তী বলেন, 'কোনও মৃত্যুই কাঙ্ক্ষিত নয়। তবে নির্বাচন কমিশনকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। বিএলও থেকে সবই তো তৃণমূলের লোক। ভুলভ্রান্তি যা হচ্ছে, সে দায় তো কমিশনের নয়।'

পথদুর্ঘটনায় মৃত দুই

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: মঙ্গলবার পশ্চিম মেদিনীপুরে এক পথদুর্ঘটনায় দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। এদিন দুপুরে জেলার ধর্মা-কেশপুর রাজ্য সড়কের মাইতিরগোলা এলাকায় একটি মারুতি ভ্যানের সঙ্গে একটি লরির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় মারুতিটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় মারুতির চালক-সহ দু'জনের। জখম হয়েছেন আরও ৩ জন। এই দু'টি গাড়ির সংঘর্ষের মাঝে পড়ে যায় দু'টি বাইকও। ঘটনার পর রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের দাবিতে এলাকার বাসিন্দারা বেশ কিছুক্ষণ পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। ঘটনার জেরে রাজ্য সড়কে বেশ কিছুক্ষণ যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে।

জনসাধারণের অবগতির্থে বিজ্ঞপ্তি

এই মর্মে জানানো যাচ্ছে যে, **VTY Consulting LLP,** যার LLPIN : **AAV-3600**, এবং যার বর্তমান নিবন্ধিত কার্যালয় অবস্থিত **264, Dum Dum Park, 2nd Floor, Flat No. 2B, North 24 Parganas, Kolkata, West Bengal - 700055,** তারা **Limited Liability Partnership Act, 2008** এবং **LLP Rules, 2009** এর **Rule 22(5)** অনুসারে, **Registrar of Companies**-এর অনুমোদন সাপেক্ষে, তাদের নিবন্ধিত কার্যালয় **West Bengal রাজ্য থেকে Rajasthan রাজ্যে স্থানান্তর করার প্রস্তাব** করেছে।

প্রস্তাবিত নতুন নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা হবে **Flat No. 805, 8th Floor, Shivansh Residency, Village Sirsi, Jaipur – 302012, Rajasthan**

যে কোনও ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ, পাওনাদার/পাওনাদারবৃন্দ অথবা অন্য কোনও স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষ যদি এই স্থানান্তর সম্পর্কে কোনও আপত্তি থাকে, তবে তারা **এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে,** কারণ উল্লেখ করে লিখিত আকারে তাদের আপত্তি **Registrar of Companies, West Bengal**-এর নিকট জমা দিতে পারেন।

VTY CONSULTING LLP
মোবাইল : ৯১১৯৩৫৯৪১১

গ্রিন ওয়াটার রিসর্টস প্রাইভেট লিমিটেড
কর্পো অফিস : ২৩, ২য় তল, ভিকু বিল্ডিং, এসভিএস রোড, প্রভাদেবী মন্দিরের নিকট, মুম্বই, মহারাষ্ট্র ৪০০০২৫
সিন : U51109WB2007PTC113714,
ই-মেল : greenwaterresorts@gmail.com
ফর্ম নং আইএনসি -২৬,
(২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে)

এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশক বিজ্ঞাপন

রিজিওনাল ডিরেক্টর, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ইস্টার্ন রিজিওন, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ এবং উপ ধারা (৪), এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর উপ রুল (৫) এর ক্লজ (এ) অধীনে বিষয় সম্পর্কিত এবং **গ্রিন ওয়াটার রিসর্টস প্রাইভেট লিমিটেড,** রেজিস্টার্ড অফিস : কেবিন-১, তিনতলা, প্রেমিসেস নং ১৫বি, উইন্ডসর হাউস ২৯ আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১ সম্পর্কিত।

. . . আবেদনকারী

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানির **৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬** তারিখে অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে মহারাষ্ট্র রাজ্যে"** স্থানান্তর নিশ্চিত করতে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।

কোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **এমসিএ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বিনিয়োগকারীর অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে** বা হাতে হাতে বা রেজিস্টার্ড ডাকে হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ **রিজিনাল ডিরেক্টর, কর্পোরেট ভবন, ৭মতল, প্লট নং ৩এফ/১৬, এএ-৩এফ, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা- ৭০০১৩৫, পশ্চিমবঙ্গ,** এর নিকট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে চৌদ্দ (১৪) দিনের মধ্যে এবং একটি কপি কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে নিম্নোক্ত ঠিকানায় দাখিল করতে হবে।

আবেদনকারীর পক্ষে
গ্রিন ওয়াটার রিসর্টস প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/-
মনীশ চতুর্বেদী
ডিরেক্টর
ডিন : ০৭৫২৮০১২

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৮.০২.২০২৬

রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা : কেবিন-১, তিনতলা, প্রেমিসেস নং : ১৫বি, উইন্ডসর হাউস, ২৯ আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা- পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১

সিলভার স্যান্ড বিচ ইন প্রাইভেট লিমিটেড
কর্পো অফিস : ২৩, ২য় তল, ভিকু বিল্ডিং, এসভিএস রোড, প্রভাদেবী মন্দিরের নিকট, মুম্বই, মহা., ৪০০০২৫
সিন : U74120WB2007PTC113765,
ই-মেল : silversandbeachinn@gmail.com
ফর্ম নং আইএনসি -২৬,
(২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে)

এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশক বিজ্ঞাপন

রিজিওনাল ডিরেক্টর, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ইস্টার্ন রিজিওন, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ এবং উপ ধারা (৪), এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর উপ রুল (৫) এর ক্লজ (এ) অধীনে বিষয় সম্পর্কিত এবং **সিলভার স্যান্ড বিচ ইন প্রাইভেট লিমিটেড,** রেজিস্টার্ড অফিস : কেবিন-১, তিনতলা, প্রেমিসেস নং ১৫বি, উইন্ডসর হাউস ২৯ আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১ সম্পর্কিত।

. . . আবেদনকারী

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানির **৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬** তারিখে অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে মহারাষ্ট্র রাজ্যে"** স্থানান্তর নিশ্চিত করতে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।

কোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **এমসিএ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বিনিয়োগকারীর অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে** বা হাতে হাতে বা রেজিস্টার্ড ডাকে হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ **রিজিনাল ডিরেক্টর, কর্পোরেট ভবন, ৭মতল, প্লট নং ৩এফ/১৬, এএ-৩এফ, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা- ৭০০১৩৫, পশ্চিমবঙ্গ,** এর নিকট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে চৌদ্দ (১৪) দিনের মধ্যে এবং একটি কপি কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে নিম্নোক্ত ঠিকানায় দাখিল করতে হবে।

আবেদনকারীর পক্ষে
সিলভার স্যান্ড বিচ ইন প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/-
মনীশ চতুর্বেদী
ডিরেক্টর
ডিন : ০৭৫২৮০১২

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৮.০২.২০২৬

রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা : কেবিন-১, তিনতলা, প্রেমিসেস নং : ১৫বি, উইন্ডসর হাউস, ২৯ আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা- পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১

শিখিরা চাঁপ্তা সমবায় কৃষি উন্নয়ণ সমিতি লিঃ

ঠিকানা - গ্রাম চাঁপ্তা, পোঃ - হরিদাসপুর, জেলা - হুগলী
রেজিঃ নং - ১২ HG, তারিখ - ০৫/০৭/১৯৭১

পরিচালক মণ্ডলী নির্বাচনের নির্ঘণ্ট

পরিচালক মণ্ডলীতে আসন – ১২, মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত – ২,
তপশিলি জাতি/উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত - ১

ক্র. নং	বিষয়	তারিখ	স্থান	সময়	ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম/পদ
১.	মনোনয়ন পত্র বিলি ও পেশ	২৩.০২.২০২৬ ও ২৪.০২.২০২৬	সমিতির কার্যালয়	বেলা ১১ টা থেকে ২ টা	এ আর ও
২.	মনোনয়ন পত্র পেশের শেষ তারিখ ও সময়	২৪.০২.২০২৬	সমিতির কার্যালয়	বেলা ২ টা পর্যন্ত	এ আর ও
৩.	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা	২৬.০২.২০২৬	সমিতির কার্যালয়	বেলা ১২ টা	এ আর ও
৪.	বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা প্রকাশ	২৬.০২.২০২৬	সমিতির কার্যালয়	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষার পর	এ আর ও
৫.	মনোনয়ন পত্র ও প্রার্থী-পদ প্রত্যাহারের শেষ তারিখ	২৭.০২.২০২৬	সমিতির কার্যালয়	বেলা ৩ টের পর্যন্ত	এ আর ও
৬.	প্রত্যাহার শেষে বৈধ প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ	২৭.০২.২০২৬	সমিতির কার্যালয়	বেলা ৩ টের পর	এ আর ও
৭.	ভোট গ্রহণের তারিখ, সময় এবং স্থান	০৭.০৩.২০২৬	সমিতির কার্যালয়	বেলা ১২ টা থেকে ২ টা পর্যন্ত	এ আর ও
৮.	ভোট গণনা	০৭.০৩.২০২৬	সমিতির কার্যালয়	ভোটগ্রহণের পর	এ আর ও
৯.	ফল ঘোষণা	০৭.০৩.২০২৬	সমিতির কার্যালয়	ভোটগণনার পর	এ আর ও

নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইনের বিধি ২০১২ অনুযায়ী হবে।

স্বা/- প্রবীর পান্ডে
সহকারী রিটানিং অফিসার
শিখিরা চাঁপ্তা সমবায় কৃষি উন্নয়ণ সমিতি লিঃ

তারিখ: ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৬

সড়ক দুর্ঘটনায় পুলিশকর্মীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ডিউটিরত অবস্থায় পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল কালনা থানার এক পুলিশকর্মীর। জানা গিয়েছে, ধাত্রীগ্রাম নবদ্বীপ মোড় সংলগ্ন এলাকায় সোমবার রাতে ডিউটি করছিলেন কালনা থানার পুলিশকর্মী বিশ্বজিৎ রায়। তাঁর বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি থানার অন্তর্গত বিটরা এলাকায়। নাইট ডিউটিতে তিনি এবং তাঁর আরও সহযোগী পুলিশকর্মীরা ছিলেন। বাথরুম করার জন্য গাড়ি থেকে নেমে রাস্তা পেরিয়ে অপর দিকে যাওয়ার পথেই একটি গাড়ি তাঁকে ধাক্কা মেরে দেয়। কিছুক্ষণ পর সহকর্মী পুলিশরা তাঁকে পড়ে থাকতে দেখে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে নিয়ে যান কালনা মহকুমা হাসপাতালে। হাসপাতালেই মৃত্যু হয় পুলিশকর্মী বিশ্বজিৎ রায়ের। ঘটনার পর এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া। এই প্রসঙ্গে মৃত ওই পুলিশকর্মীর ছেলে প্রবীর রায় জানান, আর পাঁচটা দিনের মতনই রাতে ডিউটিতে গিয়েছিলেন বাবা, আর সেই সময় একটি গাড়ির ধাক্কাতেই এই ঘটনা।

ডব্লিউপিআইএল লিমিটেড

CIN : L36900WB1952PLC020274
রেজি. অফিস : গদরেজ জেনেসিস, অফিস নং ১৪০৪, ১৫তম তল সল্টলেক, সেক্টর ৫, কলকাতা - ৭০০০৯১
ফোন : +৯১ ০৩৩ ৪০৫২ ৬০০০
ইমেল : uchakravarty@wpil.co.in ; ওয়েবসাইট : www.wpil.co.in

শেয়ার হস্তান্তরের অনুরোধের জন্য নতুন নথিভুক্তি/ পুনর্নথিভুক্তির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

সেবি সার্কুলার নং HO/38/13/11(2) 2026-MIRSD-POD/1/3750/2026 তারিখের ৩০ জানুয়ারী, ২০২৬ অনুসারে, কোম্পানিটি শেয়ার হস্তান্তরের অনুরোধের নতুন নথিভুক্তি/পুনর্নথিভুক্তির জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই বিশেষ ব্যবস্থা ৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ থেকে খোলা হয়েছে এবং ৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৭ পর্যন্ত খোলা থাকবে, শুধুমাত্র সেইসব স্থানান্তর অনুরোধের জন্য যেখানে ০১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে ট্রান্সফার ডিড সম্পাদিত হয়েছিল, তা নির্বিশেষে ০১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে জমা দেওয়া হোক বা না হোক এবং মূল নিরাপত্তা শংসাপত্র উপলব্ধ থাকুক না কেন। যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ তাদের স্থানান্তরের অনুরোধ কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড, ৩৮৩, লেকস গার্ডেন, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০৪৫-এ জমা দিতে পারেন।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই শেয়ারগুলি বাধ্যতামূলকভাবে কেবলমাত্র ডিম্যাট মোডে হস্তান্তরকারীর কাছে জমা করা হবে এবং হস্তান্তরের নিবন্ধনের তারিখ থেকে এক বছরের লক-ইন সময়ের মধ্যে থাকবে। উক্ত লক-ইন সময়কালে এই সিকিউরিটিগুলি হস্তান্তর/বিকল্প ব্যবস্থা/প্রতিশ্রুতি দেওয়া হবে না।

ডব্লিউপিআইএল লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/-
ইউ চক্রবর্তী
জেনারেল ম্যানেজার (ফিনান্স)
এবং কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড

CIN NO. L65990MH1991PLC060670
১২তম তল, টাওয়ার এ, পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, গনপতরাও কদম মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বই ৪০০ ০১৩
শাখা অফিস : প্লট নং ৫২, ১২তম তল, সৃজন টেক পার্ক ব্লক ডিএন, সল্টলেক, সেক্টর ৫, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৯১

জামিনদত্ত সম্পদের বিক্রির জন্য ১৫ দিনের ই-নিলাম সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
(রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৫) সংস্থান অধীনে)
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদের বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ), জামিনদাতা (গণ) এবং বন্ধকদাতা(গণ)কে অবগত করা হচ্ছে যে,

টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড (টিসিএল) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নির্দিষ্টভাবে তপশিলে বর্ণিত মতে স্থাবর সম্পত্তি **১০ মার্চ ২০২৬** তারিখে "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যে অবস্থায় আছে", ভিত্তিতে বিক্রয় করা হবে জামিনদত্ত ঋণের কিছু অংশ **১৩,৮৩,১৬,১৯২.৩১ টাকা(তেরো কোটি তিরাশি লাখ যোলো হাজার একশো বিরানব্বই টাকা একত্রিশ পয়সা)** ১৮ নভেম্বর ২০২৪ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ, শুল্ক, দায় ইত্যাদি ১৯ নভেম্বর ২০২৪ থেকে টাকা ক্যাপিটাল লিমিটেড (টিসিএল) এর নিকট বকেয়া প্রাইম মুভার্স অটো অ্যাসোসিয়েটস প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা), **শ্রী অজয় কোঠারি** (জামিনদাতা), এবং **শ্রী নন্দ লাল কোঠারি** (জামিনদাতা) এর কাছ থেকে উশুলের জন্য।

উক্ত সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা (ইএমডি) :

সংরক্ষিত মূল্য (টাকা)	ইএমডি(টাকা)
৮৮,৬৬,৩৫০ টাকা	৮,৮৬,৬৩৫ টাকা

তপশিল
প্রাইম মুভার্স অটো অ্যাসোসিয়েটস প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা) কর্তৃক বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সার্ভে /ডোর পাট্টা/খাতা নং	নেই
প্লট নং /ফ্ল্যাট নং	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অফিস স্পেস ইউনিট নং ৩০১, ৪র্থতলে, উত্তর দিকে, পরিমাপ আনুমানিক ১০৩৭ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং নির্মিত জমির প্লট পরিমাপ ৩ কাঠা ৬ ছটাক ৩ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত পুরসভা প্রেমিসেস নং ৪০ এ, সিআইটি স্কিম নং ৬ই, আরও পরিচিত নং পি-৪০, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, থানা : বউবাজার, ওয়ার্ড নং ৪৭, কলকাতা- ৭০০০৭২, স্থানীয় কলকাতা পৌর সংস্থ অধীন, জেলা কলকাতা।
সম্পদের পরিমাপ/পরিধি	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অফিস স্পেস ইউনিট নং ৩০১, ৪র্থতল, উত্তর দিকে, পরিমাপ আনুমানিক ১০৩৭ বর্গফুট।
স্থান/ল্যান্ডমার্ক/ এরিয়ার নাম, মহল্লা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অফিস স্পেস ইউনিট নং , ৪র্থতলে, উত্তর দিকে, পরিমাপ আনুমানিক ১০৩৭ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং অবস্থিত পুরসভা প্রেমিসেস নং ৪০ এ, সিআইটি স্কিম নং ৬ই, আরও পরিচিত নং পি-৪০, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, থানা : বউবাজার, ওয়ার্ড নং ৪৭, কলকাতা- ৭০০০৭২, স্থানীয় কলকাতা পৌর সংস্থ অধীন, জেলা কলকাতা।
শহর/ জেলা	কলকাতা
চৌহদ্দি	
উত্তরে	প্রিন্সেপ স্ট্রিট,
দক্ষিণে	অংশত সাধারণ সিঁড়ি এভং চাতাল ভবনের এবং অংশত সাধারণ লিফট শ্যাফট।
পূর্বে	সংলগ্ন প্রেমিসেস নং ৪০বি, প্রিন্সেপ স্ট্রিট।
পশ্চিমে	ভবনের প্রধান প্রবেশ পথ।

বিক্রির বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদির জন্য অনুগ্রহ করে https://bit.ly/4kEHU4F প্রদত্ত লিঙ্ক এবং জামিনদত্ত ঋণদাতার ওয়েবসাইট www.tatacapital.com দেখুন।

টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

IndusInd Bank

রিজিওনাল অফিস :
সাবিত্রী টাওয়ার, ৩এ, আপার উড স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০১৭

পরিশিষ্ট-IV-A
[রুল ৮ (৬) এর সংস্থান দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ (৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক দেওয়া/চার্জ করা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার প্রকৃত দখল ইন্ডাসইন্দ ব্যাংক লিমিটেডের (সুরক্ষিত পাওনাদার) অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, ১০/০৩/২০২৬ তারিখে "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেমন অবস্থায় আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে, যার জন্য টাকা আদায় করা হবে ৩১-০১-২০২৬ তারিখে ৪,৭০,৯০,৯১৫.৮৪ টাকা (চার কোটি সত্তর লক্ষ নব্বই হাজার নয়শ পনেরো টাকা এবং চুরাশি পয়সা) এবং অনুমোদন পত্র অনুসারে প্রযোজ্য হারে অতিরিক্ত সুদ এবং ১ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ তারিখ থেকে ১৮.৭৫ শতাংশ (সরল ভিত্তিতে) হারে জারিমানা সুদ, ঋণগ্রহীতা - **মেসার্স নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি প্রা. লি., শ্রী অমিতাভ সেন (ডিরেক্টর/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা), শ্রীমতী ছায়া সেন (ডিরেক্টর/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা) এবং শ্রীমতী মিতা সেন (ডিরেক্টর/জামিনদাতা)** এর কাছ থেকে ইন্ডাসইন্দ ব্যাংক লিমিটেড (সুরক্ষিত পাওনাদার) এর কাছে খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নীচে উল্লেখ করা হয়েছে। সম্পত্তির পরিদর্শন নীচে উল্লিখিত বিবরণ অনুসারে ২৭-০২-২০২৬ তারিখে পাওয়া যাবে।

জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ	জ্ঞাত দায়বদ্ধতা	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট একতলায় দক্ষিণ দিকে চালতলা ভবনে, পরিমাপ আনুমানিক সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪৩০ বর্গফুট কমবেশি, এক বেড রুম, এক কিচেন, এক টয়লেট , এক ম্যাজেনাইন ফ্লোর পরিমাপ ১৪০ বর্গফুট কমবেশি এবং এক ঢাকা গ্যারাজ একতলায় পরিমাপ আনুমানির ১৪০ বর্গফুট কবেশি উক্ত ভবনে নির্মিত জমির প্লট পরিমাপ ২ কাঠা ১৩ ছটাক ৩০ ১/২ বর্গফুট, অবস্থিত পুরসভা প্রেমিসেস নং ৭৯/১৮/১,আচার্য জগদীশ বোস রোড,(পূর্বতন ৭৯/১৮, লোয়ার সার্কুলার রোড), থানা : তালতলা, কলকাতা- ৭০০০১৪, স্থানীয় কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৫৩ অধীন, অবিভক্ত জমি সম্পত্তির বিবরণ দান দলিল নং ১-১৯০১-০৮৪৯৯/২০২১ তারিখ ২৩.০৯.২০২১, রেজিস্ট্রিকৃত ০৮.১১.২০২১ সম্পত্তি শ্রী অমিতাভ সেন এর নামে।	নেই	৪৪,৫০,০০০ টাকা (চুয়াল্লিশ লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা)	৪,৪৫,০০০ টাকা (চার লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা)

নিলামের তারিখ	১০.০৩.২০২৬ (সকাল ১০.৩০ টা থেকে বেলা ১১.৩০ টা পর্যন্ত)
অনলাইন নিলাম ওয়েবসাইট	https://www.bankeauctions.com
অনলাইন টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ	০৯.০৩.২০২৬
ন্যূনতম ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ	৫০,০০০ টাকা
আগ্রহী ক্রেতাদের সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময়	২৭.২.২০২৬ (বেলা ১১.৩০ টা থেকে বেলা ১২.৩০ টা পর্যন্ত
অনুমোদিত অফিসারের যোগাযোগ বিস্তারিত	মোবাইল নং : ৯৮৭৪৪৩৮৭৮৫, ইমেল : rohit.swaroop@indusind.com

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত ঋণদাতার ওয়েবসাইট **www.indusind.com** অথবা পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইট **https://www.bankeauctions.com**-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন।

সারফেইসি আইনের বিধান/নিয়মের অধীনে বিক্রয়ের জন্য বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিজ্ঞপ্তি

ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতারা এটিকে ১৫ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি হিসেবে বিবেচনা করতে পারেন। ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতাদের এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে উপরে উল্লিখিত দায় সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়ার জন্য এবং সুরক্ষিত সম্পদের উপর বন্ধক পরিশোধ করার জন্য এতদ্বারা শেষ এবং চূড়ান্ত সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, অন্যথায় সুরক্ষিত সম্পদ উপরে উল্লিখিত শর্তাবলী অনুসারে বিক্রি করা হবে।

তারিখ : ১৮-০২-২০২৬
স্থান : কলকাতা

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডাসইন্দ ব্যাংক লি.

বাড়ির বারান্দা থেকে উদ্ধার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছাত্রীর দেহ, কাঠগড়ায় প্রেমিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বাড়ির বারান্দা থেকে এক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর নিথর দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। জানা গিয়েছে, সেই মৃতদেহ আগলে বসেছিল ওই ছাত্রীর প্রেমিক। পরিবারের লোকেরা বিষয়টি জানতে পারলে এলাকা থেকে পালিয়ে যায় ওই যুবক। স্বভাবতই এই ছাত্রীর মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় খুনের অভিযোগ তুলেছেন পরিবারের লোকেরা। মঙ্গলবার সাতসকালে এই ঘটনা ঘিরে জোর চাঞ্চল্য তৈরি হল মালদার মানিকচক থানার বাঁকিপুর এলাকায়। এই ঘটনার ব্যাপারে মৃত ছাত্রীর বাবা শংকর মণ্ডল প্রতিবেশী যুবক সিদ্ধার্থ মণ্ডলের বিরুদ্ধে তাঁর মেয়েকে শ্বাসরোধ করে খুন করার অভিযোগ দায়ের করেছেন মানিকচক থানায়। পুলিশ জানিয়েছে, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ওই যুবকের এখনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রীর নাম রিয়া মণ্ডল (১৮)। সে মানিকচক শিক্ষানিকেতন হাই স্কুলের ছাত্রী। একই স্কুলের ছাত্র ছিল সিদ্ধার্থ মণ্ডল। দু'জনেরই উচ্চ মাধ্যমিকের সিট পড়েছিল এনায়েতপুর হাই স্কুলে। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানতে পেরেছে, ওই ছাত্রীর বাবা শংকর মণ্ডল পেশায় টোটোচালক। তিনি কয়েকদিন ধরে পায়ের যন্ত্রণায় ভুগছিলেন। ফলে সোমবার রাতে মালদা মেডিক্যাল কলেজে এসেছিলেন চিকিৎসা করাতে। রাতে আর বাড়ি ফেরেননি। বাড়িতে ছিলেন ওই ছাত্রীর মা নমিতা মণ্ডল ও তাঁর আরও দুই নাবালিকা ছেলেমেয়ে। টিনের চাল দেওয়া বাড়িতে একটি ঘরে পরীক্ষার জন্য আলাদা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করত রিয়া। পাশের ঘরে নমিতা দেবী তার দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে থাকতেন। এদিন ভোরে বাথরুম করতে যাওয়ার সময় নমিতা দেবী দেখতে পান বারান্দায় তাঁর মেয়ের দেহ পড়ে রয়েছে। সেই দেহের পাশেই বসে রয়েছে ওই যুবক। বারান্দার সিলিংয়ে বাঁশের সঙ্গে ফাঁসির কাপড় জড়ানোর মতো ওড়নাটি ঝুলছে।

মৃত ছাত্রীর মা নমিতা মণ্ডল বলেন, 'আমার মেয়ে এবং সিদ্ধার্থ একই স্কুলে পড়াশোনা করে। সিদ্ধার্থের বাড়ি একই পাড়ায়। ভোরবেলা যখন দরজা খুলি, দেখি মেয়ের দেহ ঘিরে বসে রয়েছে সিদ্ধার্থ। আমার চিৎকার শুনে ও বাড়ির সীমানা টপকে পালিয়ে যায়। এত ভোরে সিদ্ধার্থ কী ভাবে আমাদের বাড়িতে এল, কিছুই বুঝতে পারছি না। কিছুদিন ধরে ওই যুবক আমার মেয়েকে খুব বিরক্ত করছিল। ঠিকমতো পরীক্ষা দিতে পারছিল না। ফলে মোবাইলেও যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ওই যুবক আমার মেয়েকে দেখে নেওয়ার হুমকিও দিয়েছিল। তারপরে এই ঘটনাটি ঘটে। আমাদের ধারণা, মেয়েকে শ্বাসরোধ করে খুন করেছে ওই যুবক।'

মৃতের বাবা শংকর মণ্ডল বলেন, 'মেডিক্যাল কলেজের পায়ের যন্ত্রণা নিয়ে চিকিৎসা করাতে গিয়েছিলাম। রাত হয়ে গিয়েছিল বলে আর গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসিনি। সাতসকালে বিষয়টি জানতে পেরে বাড়িতে আসি। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্যই মেয়ে আলাদা ঘরে থাকত এবং গভীর রাত পর্যন্ত পড়ত। সিদ্ধার্থকে আমার মেয়ে পাত্তা দিচ্ছিল না বলেই ওকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে। পুরো বিষয়টি নিয়ে মানিকচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।'

পুলিশ জানিয়েছে, ওই ছাত্রীর শরীরে তেমন ক্ষতচিহ্ন পাওয়া যায়নি। তবে ওই যুবকের সঙ্গে ছাত্রীর দীর্ঘ দিনের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। ওই ছাত্রী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ওই ছাত্রীর মোবাইলের সূত্র ধরে একাধিক তথ্য জানা গিয়েছে। ওদের মধ্যে গোলমাল চলছিল। এমনকী, ওই ছাত্রী তার প্রেমিককে আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছিল। তারপরে এই ঘটনাটি ঘটে। মানিকচক থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকেই ওই ছাত্র গা ঢাকা দিয়েছে। তার পরিবারকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

নতুন যাত্রাবিরতি, দঃ দিনাজপুরে রেল সংযোগের প্রসারে বালুরঘাটের সাংসদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: মঙ্গলবার রামপুর রেল স্টেশনে বালুরঘাট-শিলিগুড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের নতুন যাত্রাবিরতির উদ্বোধন করলেন বালুরঘাটের সাংসদ ড. সুকান্ত মজুমদার। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। এদিন কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম এবং তপনের বিধায়ক বুধরাই টুডুর উপস্থিতিতে একটি সরকারি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই স্টপেজের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। একে বিধানসভা নির্বাচনের আগে পরিকাঠামো উন্নয়ন ও রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ এক পদক্ষেপ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

উল্লেখ্য, এতদিন ট্রেনটি বালুরঘাট থেকে ছেড়ে সরাসরি গঙ্গারামপুরে থামত। নতুন এই ব্যবস্থার ফলে ট্রেনটি এখন গঙ্গারামপুরে যাওয়ার আগে রামপুর স্টেশনে থামবে, যা স্থানীয় বাসিন্দাদের দীর্ঘ দিনের দাবি ছিল। সাংসদ সুকান্ত মজুমদার জানান, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাজুড়ে রেল সংযোগ আরও সুদৃঢ় করাই তাঁর অন্যতম লক্ষ্য। গত কয়েক বছরে তিনি ধারাবাহিকভাবে রেল পরিকাঠামোকে আঞ্চলিক উন্নয়নের প্রধান মাধ্যম হিসেবে তুলে ধরেছেন। ছোট স্টেশনগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে পরিষেবার মানোন্নয়ন এবং সংযোগ বৃদ্ধির জন্য তিনি রেল কর্তৃপক্ষের কাছে নিরন্তর দরবার করে চলেছেন। স্থানীয় নেতৃত্বের মতে, রামপুর স্টেশনে এই যাত্রাবিরতি সাধারণ মানুষের জন্য অত্যন্ত সুবিধাজনক হবে। বিশেষ করে, উত্তরবঙ্গের বাণিজ্যিক কেন্দ্র শিলিগুড়ির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের ফলে উন্নত চিকিৎসা প্রত্যাশী রোগী, উচ্চশিক্ষার জন্য ছাত্র-ছাত্রী এবং ব্যবসায়ী ও নিত্যযাত্রীদের যাতায়াত অনেক সহজ হবে।

উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে ড. মজুমদার স্পষ্ট বার্তা দেন, রেলের এই উন্নয়ন শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের সেবার জন্য এবং এতে কোনও স্থানীয় সিন্ডিকেটের প্রভাব বরদাস্ত করা হবে না। তিনি জোর দিয়ে বলেন, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন হতে হবে স্বচ্ছ ও জনমুখী। রেল সংক্রান্ত কোনও অর্থনৈতিক কাজে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তারের যে কোনও প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তিনি দৃঢ় অবস্থান নেন।

বালুরঘাট-শিলিগুড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস বর্তমানে দক্ষিণ দিনাজপুরের সঙ্গে শিলিগুড়ির যোগাযোগের অন্যতম লাইফলাইন। রামপুরে এই নতুন স্টপেজ নিশ্চিত করার মাধ্যমে সুকান্ত মজুমদার নিজের নির্বাচনী এলাকায় রেলের পরিকাঠামো উন্নয়নে নিজের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল করলেন। নির্বাচনের প্রাক্কালে রেল পরিষেবার এই বিস্তার গ্রামীণ বাংলার রাজনীতিতে এক বিশেষ ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দেবে বলে মনে করা হচ্ছে।

এই বিষয়ে বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'আমাদের শিলিগুড়ি যাওয়ার ট্রেনের যে দীর্ঘ দিনের দাবি ছিল, তা পূরণ করতে পেরেছি। আগামী দিনে এখানে ট্রেনের সংখ্যা আরও বাড়বে। এই স্টেশনকে আপনাদের নিজেদের ঘরের মতো দেখভাল করতে হবে। এখানে কোনও সিন্ডিকেটরাজ চলবে না। যাঁরা কাজ করবেন, তাঁদের সততার সঙ্গে কাজ করতে হবে। রেলের প্রাঙ্গণে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব আরপিএফের। আমি মোদীজির মন্ত্রে বিশ্বাস করি, না খাউঙ্গা, না খানে দুঙ্গা।'

'পথশ্রী'র কাজ বন্ধে পথ অবরোধ, পঞ্চায়েত প্রধানকে ঘিরে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: 'পথশ্রী' প্রকল্পের রাস্তার কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রতিবাদে পথ অবরোধ করলেন গ্রামবাসীরা। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটে আরামবাগের ব্যাঙা এলাকায়। অবরোধের জেরে সাময়িক ভাবে ব্যাহত হয় মুথাডাঙা, মাধবডিহি সড়কের যান চলাচল। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ব্যাঙা থেকে কালীতলা পর্যন্ত প্রায় দেড় কিলোমিটার রাস্তার দীর্ঘ দিন ধরেই বেহাল দশা। 'পথশ্রী' প্রকল্পে কাজ শুরু হলেও কিছুদিনের মধ্যেই তা বন্ধ হয়ে যায়। বিষয়টি নিয়ে তাঁরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও সমাধান না হওয়ায় বাধ্য হয়ে এদিন রাস্তায় নামেন বলে দাবি স্থানীয়দের।

অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন পঞ্চায়েত প্রধান দিলীপ রায়। তাঁকে ঘিরে ক্ষোভ উগরে দেন গ্রামবাসীরা এবং দ্রুত কাজ শুরুর দাবি তোলেন। এই প্রসঙ্গে দিলীপ রায় জানান, পথশ্রী প্রকল্পের কাজ শুরু হলেও নির্মাণের গুণমান নিয়ে গ্রামবাসীদের অভিযোগ আসে। সেই কারণেই তিনি সাময়িকভাবে কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন এবং বিষয়টি সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক দপ্তরে জানানো হয়েছে বলে দাবি করেন। পাশাপাশি তাঁর অভিযোগ, বিরোধী রাজনৈতিক দলের কিছু কর্মী গ্রামবাসীদের উস্কানি দিয়ে অবরোধে সামিল করিয়েছে।

অন্য দিকে, আরামবাগের বিধায়ক বলেন, অবরোধে সাধারণ গ্রামবাসীরাই অংশ নিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক মতের মানুষ বসবাস করেন, তাই কেউ অংশ নিলে তাকে উস্কানি বলা ঠিক নয় বলেও তিনি মন্তব্য করেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরে অবরোধ উঠে যায়। তবে দ্রুত রাস্তার কাজ পুনরায় শুরু না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্থানীয়রা।

বিড়ি চাওয়াকে কেন্দ্র করে বচসায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, জয়পুর: বিড়ি চাওয়াকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশীর মারে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে হাওড়ার জয়পুর থানা এলাকার ঝামটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তেলিবেরিয়া গ্রামে প্রতিবেশীর মারে এক যুবকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

জানা গিয়েছে, শিবরাত্রির রাতে তেলিবেড়িয়ায় একটি চায়ের দোকানে শ্রীমন্ত দলুই (৪৫) ও সাগর দলুইয়ের মধ্যে বিড়ি চাওয়াকে কেন্দ্র করে অশান্তি হয় এবং অশান্তির জেরে শ্রীমন্তর বুকে সজোরে লাথি মারে সাগর। ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়ে শ্রীমন্ত। এলাকার লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসার পর বাড়িতে রাখে। পরে রক্তবমি হলে তাঁকে পরের দিন আমরাগড়ি বিবি ধর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপরই এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। মঙ্গলবার সকালে ওই চায়ের দোকানকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান গ্রামের মানুষরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে জয়পুর থানার পুলিশ। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে জয়পুর থানার পুলিশ।

আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: বারাসাত পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান অশনি মুখার্জির বাড়ির সামনে থেকে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল বারাসাত থানার পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির কাছ থেকে অস্ত্রসহ এক রাউন্ড গুলি পাওয়া গেছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। সূত্রে খবর, ধৃত ব্যক্তির নাম ফারুক। এই ঘটনায় উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রটিকে বাজেয়াপ্ত করেছে বারাসাত থানার পুলিশ।

কী কারণে ওই ব্যক্তি রাতের বেলা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে বারাসাত পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যানের বাড়ির সামনে দিয়ে ঘোরাফেরা করছিলেন, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। পাশাপাশি, এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত আছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছে বারাসাত থানার পুলিশ। এই প্রসঙ্গে অশনি মুখার্জি জানান, ২০১৪ সালে ড্রাগ ব্যবসার প্রতিবাদ করায় তখন একবার তাঁর বাড়িতে আক্রমণ চালানো হয়েছিল। এবারও সেই ঘটনার রেশ ধরে আক্রমণে আসতে পারে বলে অনুমান। তবে ঠিক কী কারণে এসেছিল, সেটা পুলিশ-প্রশাসন বলতে পারে। পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, তদন্ত করে দেখা হচ্ছে গোটা বিষয়টি।

ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলা বিজেপির চার্জশিট

নিজস্ব প্রতিবেদন, আমতলা: ডায়মন্ড হারবার জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে জেলার বিভিন্ন বিধানসভার কেন্দ্র ধরে ধরে চার্জশিট প্রকাশ করা হল। এই চার্জশিটে প্রত্যেকটি বিধানসভা কেন্দ্রে শাসক দলের বর্তমান বিধায়কদের ব্যর্থতার চিত্র তুলে ধরা হয়। চার্জশিট প্রকাশ করেন ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতি অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায় (রাজু)।

জেলা বিজেপি সূত্রে জানা গেছে, ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রটি মূলত সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে গঠিত। তার মধ্যে ছ'টি বিধানসভা কেন্দ্র এই সাংগঠনিক জেলার মধ্যে অন্তর্গত। বিধানসভা গুলি হল, ডায়মন্ড হারবার, ফলতা, সাতগাছিয়া, বিষ্ণুপুর, বজবজ, মহেশতলা ও মেটিয়াবুরুজ। এর মধ্যে মেটিয়াবুরুজ বিধানসভাটি দক্ষিণ কলকাতা সাংগঠনিক জেলার মধ্যে অবস্থিত। এই সাংবাদিক সম্মেলনে বিধানসভা কেন্দ্রভিত্তিক চার্জশিট প্রকাশ করে বিজেপি নেতা রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় ইঙ্গিতপূর্ণ সুরে বলেন, 'ডায়মন্ড হারবার কথাটির মধ্যে ডায়মন্ড অর্থাৎ হিরের কথা লুকিয়ে আছে। আর এই হিরে পাওয়া যায় কয়লার খনিতে। কিন্তু এখানে হিরের পরিবর্তে কয়লার গন্ধ ম ম করছে।' এরপরেই তিনি দাবি করেন, 'বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে তৃণমূলের দেওয়া কোনও প্রতিশ্রুতি আদপে পালন করা হয়নি। সেই বিষয়গুলো এই চার্জশিটের মাধ্যমে জনগণের কাছে তুলে ধরছি।' তিনি বলেন, 'এই ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলায় তৃণমূল যে পরিমাণ প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছিল, তার বেশিরভাগ টাকা খরচ হয়নি। ফলত বেশিরভাগ প্রতিশ্রুতির একটিও সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়নি।' তার মধ্যে তিনি উল্লেখ করেন, 'ডায়মন্ড হারবার নদী বরাবর কেল্লার মাঠকে একটি টুরিস্ট স্পট হিসেবে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয়নি।' তিনি বলেন, 'ফলতায় তৃণমূল বিধায়কের দেওয়া ১৪০০ কোটি টাকার পরিস্রুত পানীয় জলের প্রকল্প ১৫ বছর অতিক্রান্ত হলেও সম্পূর্ণ হয়নি। এইরকম ভাবে যদি লক্ষ্য করা যায় সারা জেলাজুড়ে কয়েক হাজার কোটি টাকার প্রতিশ্রুত প্রকল্প বাস্তবায়নের কোনও উদ্যোগ তৃণমূলের পক্ষ থেকে বিধায়করা করেননি।'

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'সাতগাছিয়া ও বিষ্ণুপুর বিধানসভার মধ্যে অবস্থিত আমতলা চৌরাস্তা এলাকার তীব্র যানজট মুক্ত করার কোনও সদিচ্ছা এই এলাকার বিধায়করা দেখাননি। এমনকী, কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে জাতীয় সড়ক চওড়া করার কোনও উদ্যোগ বিধায়করা গ্রহণ করেননি। যদিও কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহণ মন্ত্রক এই রাস্তা চওড়া করার জন্য বারবার রাজ্য সরকারের কাছে অনুরোধ করেছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিধায়করা এ ব্যাপারে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।' তিনি উল্লেখ করেন, 'বিষ্ণুপুরের বিধায়ক আমতলা রিংরোড তৈরির জন্য জেলা পরিষদের ফান্ড থেকে টাকা বরাদ্দের প্রতিশ্রুতি দিলেও আদপে সেই কাজ শুরুই হয়নি।' এছাড়াও তিনি বলেন, 'সাতগাছিয়া এলাকার প্রধান জীবিকা নার্সারি ব্যবসা। কিন্তু এই নার্সারিগুলি উন্নয়নের জন্য এলাকার বিধায়ক কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। বিষ্ণুপুর বজবজ ও মহেশতলা-সহ সমস্ত জেলাজুড়ে বন্ধ কলকারখানাগুলি পুনরায় খোলার কোনও ব্যবস্থা হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই হাজার-হাজার লোক এই জেলায় কর্মহীন হয়ে পড়েছেন।' এ প্রসঙ্গে তিনি বজবজের নিউ সেন্ট্রাল জুট মিল ও বিষ্ণুপুরের হাডা টেক্সটাইল ও পৈলানের গন্টারম্যান পাইপার্টসের বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করেন। তিনি দাবি করেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস চক্রান্ত করে এই সমস্ত কোম্পানিগুলিকে বন্ধ করে সেই জায়গায় বিভিন্ন প্রোমোটারকে দিয়ে হাউসিং কমপ্লেক্স অথবা ওয়্যার হাউজ ব্যবসা করার চক্রান্ত করছে। এর বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করে এই চার্জশিট পেশ করছি। আমরা চাইছি মানুষ সজাগ হোন।' আগামী নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসকে বিসর্জন দিয়ে পরিবর্তনের সরকার অর্থাৎ বিজেপিকে ক্ষমতায় আনার জন্য তিনি এই সাংবাদিক সম্মেলনে আহ্বান জানান। এই সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্য যে সমস্ত জেলা নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা হলেন- জেলা সভানেত্রী সোমা ঘোষ, সহ-সভাপতি সুজন ভক্ত, সাধারণ সম্পাদক সোমনাথ রায় এবং জেলার ইনচার্জ প্রসেনজিৎ ভৌমিক।

পুরশুড়ায় ৩৫ পরিবার বিজেপিতে, দুর্নীতি ইস্যুতে তৃণমূলকে আক্রমণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। ভোটের ময়দানে নিজেদের সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে তৎপর সব রাজনৈতিক দল। তারই মধ্যে মঙ্গলবার পুরশুড়া বিধানসভার রামমোহন টু অঞ্চলের সেকেন্দারপুর এলাকায় বিজেপিতে যোগদান করল ৩৫টি পরিবার। তৃণমূল ও সিপিএম থেকে আসা কর্মীদের হাতে বিজেপির পতাকা তুলে দেওয়া হয়। বিজেপির দাবি, রাজ্যের শাসক দলের নীতিতে অসন্তুষ্ট হয়েই এঁরা গেরুয়া শিবিরে সামিল হয়েছেন। এই যোগদান সভা থেকেই তৃণমূল সরকার ও তাদের বিভিন্ন প্রকল্পকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন বিজেপি নেতা বিমান ঘোষ। বিমান ঘোষের দাবি, 'বাংলার মাতৃশক্তি আর লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সামান্য টাকায় সন্তুষ্ট নয়। তারা চায় আগামী প্রজন্মের জন্য উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা, ভালো স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং স্থায়ী চাকরি। তৃণমূল সরকার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের লোভ দেখিয়ে মা-বোনেদের ভোট নিতে চাইছে। কিন্তু মাত্র ১৫০০ টাকায় কি সংসার চলে? এই ভাতা মানুষের ভবিষ্যৎ গড়তে পারে না।' তিনি আরও বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে রাজ্যে শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, স্বাস্থ্য পরিষেবার হাল খারাপ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রায় নেই। দুর্নীতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের মহিলারা পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিচ্ছেন এবং বিজেপিতে যোগদান করছেন।' বিজেপির পক্ষ থেকে এদিন 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার চাই না, চাই শিক্ষা, চাই চাকরি'; এই স্লোগানকে সামনে রেখে প্রচার চালানো হয়। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, তৃণমূল কেবল ভাতা-নির্ভর রাজনীতি করছে, অথচ উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরতার পথে হাঁটার কথা বলছে। সদ্য বিজেপিতে যোগদানকারী এক ব্যক্তি জানান, 'বারো বছর তৃণমূল করেছি। কেউ বাড়িতে আসেনি। ভাঙা বাড়িতে থাকি। বিমানদা এসেছেন। ভালো লাগছে। আশ্বাস দিয়েছেন।'

সংগঠন মজবুত করতে বৈঠক, রণকৌশল নির্ধারণে যুব তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: রাজনৈতিক সংগঠনকে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত শক্তিশালী করে তোলা এবং আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সাংগঠনিক প্রস্তুতি জোরদার করার লক্ষ্যে ঝাড়গ্রামে অনুষ্ঠিত হল ঝাড়গ্রাম জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ বর্ধিত বৈঠক। জেলার বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব ও কর্মীদের উপস্থিতিতে বৈঠক ঘিরে ছিল ব্যাপক উৎসাহ ও কর্মতৎপরতা। সোমবার ঝাড়গ্রাম শহরের একটি বেসরকারি অতিথিশালায় তৃণমূল যুব কংগ্রেস-এর উদ্যোগে এই বর্ধিত বৈঠকের আয়োজন করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেস-এর নবনিযুক্ত সভাপতি সুমন সাহু, গোপীবল্লভপুরের বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাত, তৃণমূল কংগ্রেস-এর রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতি তথা প্রাক্তন মন্ত্রী চূড়ামনি মাহাতো, ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের মেন্টর স্বপন পাত্র, ঝাড়গ্রাম ও গোপীবল্লভপুর বিধানসভা কেন্দ্রের কো-অর্ডিনেটর অজিত মাহাতো-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এছাড়াও জেলার আটটি ব্লকের ব্লক সভাপতি, সহ-সভাপতি, অঞ্চল সভাপতি, ঝাড়গ্রাম শহর সভাপতি এবং ঝাড়গ্রাম পৌরসভার ১৮টি ওয়ার্ডের যুব সভাপতিরা উপস্থিত ছিলেন।

সভা শেষে জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি সুমন সাহু জানান, সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করে তোলার লক্ষ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে বাজেট পেশ করেছেন, তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে লিফলেট আকারে প্রচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জেলার প্রতিটি প্রান্তে যুব কর্মীরা সেই লিফলেট বিলি করবেন বলে তিনি জানান। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে যুব সংগঠনের ভূমিকা কী হবে, তা নিয়েও বৈঠকে কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি তৃণমূল যুব কংগ্রেস-এর উদ্যোগে 'খেলা হবে' কর্মসূচি জেলার বিভিন্ন এলাকায় পালন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। চারটি বিধানসভা কেন্দ্র জুড়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচারের মাধ্যমে দলের প্রার্থীদের জয়ী করতে কর্মী-সমর্থকদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

বাদুড়িয়ায় মৃতের স্ত্রীর আত্মহত্যার চেষ্টায় রহস্য ঘনীভূত, পুলিশের জালে আরও ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাদুড়িয়া: বাদুড়িয়া খুনে রহস্য বাড়ল। খুন হওয়া নাসির আলির স্ত্রী বিউটি খাতুন কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করলেন। মঙ্গলবার সন্ধেবেলা ঘরের মধ্যে চাষের জমিতে দেওয়া বিষাক্ত কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেন মৃত নাসিরের স্ত্রী বিউটি খাতুন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাবরা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। ফলে নৃশংস খুনের ঘটনায় আরও চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তার মধ্যেই খুনের ঘটনায় প্রদীপ মণ্ডল নামে আরও একজনকে গ্রেপ্তার নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে পুলিশ। বিএলও রিজওয়ান হাসান মণ্ডলকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই প্রদীপকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই নিয়ে নাসির খুনে তিন জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।

বাদুড়িয়ার পাপিলাপুর ২২ নম্বর বুথের ভোটার নাসিরের মৃতদেহ এখনও পরিবার পায়নি। তার মধ্যেই স্ত্রী বিউটি খাতুন আত্মহত্যার চেষ্টা করায় খুনের রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে। বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার হোসেন মেহেদি রহমান জানিয়েছিলেন, দেড় বছর ধরে অভিযুক্ত বিএলওর সঙ্গে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল খুন হওয়া নাসিরের স্ত্রীর। পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, প্রদীপ মণ্ডল, রিজওয়ান হাসান মণ্ডল ও সাগর গায়েন- এই তিন জন বিভিন্ন অনলাইন জুয়ার ব্যবসা ও অসামাজিক কাজের সঙ্গে বহুদিন ধরে লিপ্ত ছিল। নাসির আলিকে টুকরো টুকরো করে খুনের ঘটনার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত এই প্রদীপ মণ্ডল।

ঠাকুরের চাঁদমালা তৈরির কারখানা পুড়ে ছাই

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: সোমবার গভীর রাতে ঠাকুরের চাঁদমালা তৈরির কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে নবদ্বীপ থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন পৌঁছে ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। জানা গিয়েছে, পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের সমুদ্রগড় পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দোলতলা এলাকায় একটি ঠাকুরের চাঁদমালা তৈরির কারখানায় সোমবার গভীর রাতে আচমকা আগুন ধরে যায়। তড়িঘড়ি বাড়ির সদস্যরা উঠে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে, খবর দেওয়া হয় দমকলকে। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও, আগুনে ওই কারখানার সমস্ত কিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

কারখানার মালিক পিন্টু মোদক জানান, কারখানায় চাঁদমালা তৈরির বিভিন্ন উপকরণ-সহ চারটি সাইকেল, ব্যাটারি স্কুটি রাখা ছিল। সমস্ত কিছুই পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। প্রায় ৮ থেকে ১০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। দমকলের কর্মীদের অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লেগে থাকতে পারে।

স্কুলশিক্ষকের ছাদবাগানে ফুটেছে কাশ্মীরের টিউলিপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বেলডাঙা: বেলডাঙার রুক্ষ ভূমিতে হিমাচলের আপেল, উপত্যকার জাফরানের পর এবার কাশ্মীরের টিউলিপ ফুটিয়ে তাক লাগালেন এক স্কুলশিক্ষক। শিক্ষিকের ছাদবাগান আলো করেছে টিউলিপ। দশটির বেশি জাফরানও ফলিয়েছিলেন স্কুলশিক্ষক রূপেশ দাস। রূপেশবাবুর দাবি, উষ্ণ প্রতিকূল আবহাওয়া এখানে। তবে সঠিক পরিচর্যার জন্যই অসম্ভব সম্ভব হবে। উপত্যকার টিউলিপ ফুল দেখ তে রোজ রূপেশবাবুর বাগানে ভিড় জমাচ্ছেন বন্ধু-বান্ধব, পরিচিতজনরা।

রূপেশ দাস বলেন, 'অন্য প্রদেশের ফল ও ফুলের চাষই আমার শখ। স্কুলের পর বাগানের পরিচর্যা নিয়েই সময় কেটে যায়। গাছে ফুল-ফল এলে এক অন্য অনুভূতিতে মন ভরে যায়। অনেকে পরামর্শ নিতে আসেন।' রূপেশবাবুকে বাগান পরিচর্যায় সাহায্য করেন তাঁর স্ত্রী রাজশ্রী প্রামাণিক। রাজশ্রী দেবী বলেন, 'বাড়ির ছাদে কাশ্মীরের ছোঁয়া পেয়ে খুব ভালো লাগছে। এটা আমার কাছে স্বামীর দেওয়া সেরা উপহার।' বেলডাঙা চক্রের নওপুকুরিয়া নতুনপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহ-শিক্ষক রূপেশ দাস। রূপেশবাবুর শখের বাগানে রয়েছে হিমাচলের আপেল, পিচ, পার্সিমন, অ্যাপ্রিকট, ব্লু-বেরির মতো বিদেশি ফলের গাছ। বিদেশি জাতের আঙুর চাষও করেছেন। ছ'টি আপেল গাছে ডাল ভেঙে ফল এসেছিল। এবারও প্রচুর আপেল ফলবে বলেই মনে করছেন ওই স্কুলশিক্ষক।

বাংলার মাটিতে জাফরান (কেশর) চাষ খুব একটা দেখা যায় না। গত অক্টোবর মাসে অনলাইন অর্ডার দিয়ে কিছু জাফরানের কন্দ নিয়ে এসেছিলেন রূপেশবাবু। বেশ

কিছু কন্দ খারাপ অবস্থায় ছিল। সেগুলি প্রথমে ফাঙ্গিসাইট দ্রবণে কিছুক্ষণ চুবিয়ে রেখে ছত্রাক মুক্ত করেন। তারপর রোদে শুকিয়ে নিয়ে অন্ধকার ঘরে একটি কাঠের বাক্সে রেখে নিয়মিত তাদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা হয়। বালি, কোকোপিট, সামান্য মাটি এবং অল্প পরিমাণে ভার্মিকম্পোস্ট মিশিয়ে এই গাছের উপযুক্ত মিডিয়া তৈরি করা হয়। তারপর ডিসেম্বর মাসে সেগুলি রোপণ করা হয়। খুব সকালের সামান্য রৌদ্র এবং অল্প পরিমাণ জল দিতেই দ্রুত শিকড় বৃদ্ধি হতে শুরু করে। আর্দ্রতা বৃদ্ধির জন্য গাছের চারপাশে জলের পাত্র রেখে দেওয়া হয়। তাপমাত্রা ১৭-২২ ডিগ্রির কাছাকাছি আসতেই সামান্য জৈব পটাশ দিতেই ধীরে ধীরে জাফরান ফুলের কুঁড়ি বের হতে শুরু করে। কুঁড়ি থেকে ফুল ফুটতে দু'দিন সময় লাগে। এই কেশর বা জাফরান ফুল মোটামুটি ৬ থেকে ৭ দিন সতেজ থাকে।

রূপেশবাবু বলেন, 'এবার ধাপে ধাপে অনেক ফুল ফুটেছে। ফলও পেয়েছি। এবার একইভাবে অনলাইনে টিউলিপ চারা আনিয়ে চল্লিশটি টিউলিপ লাগিয়েছিলাম ছাদবাগানের টবে।' গত বছর বেশ কয়েকটি টিউলিপ ফুটেছিল। সঠিক পরিচর্যায় বেড়ে ওঠে গাছ। ফুল আসতেই খুশির উচ্ছাসে ফেটে পড়েন দম্পতি। বাড়ির ছাদে বাবার ফোটানো ভিনরাজ্যের ফুল দেখে খুশি ছেলেও। ফুলের পাপড়িতে হাত বুলিয়ে আনন্দ পান রূপেশ-রাজশ্রী। রূপেশ জানান, 'ইচ্ছে আছে কাশ্মীরের মতো একটি বাগানে টিউলিপ ও কেশর চাষের।' বহু লোক কেশর, টিউলিপ চাষের জন্য রূপেশবাবুর পরামর্শ নিতে আসছেন। রূপেশবাবুর বন্ধু তথা বেলডাঙা চক্রের আন্ডিরণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিশ্বজিৎ দত্ত বলেন, 'আমার ছোটবেলার বন্ধুর শখের বাগানে প্রায়ই যাই। খুব ভালো লাগে। বন্ধুকে নিয়ে গর্ব হয়।'

বিহারে এবার নিষিদ্ধ হল প্রকাশ্যে মাছ, মাংস বিক্রি

পাটনা, ১৭ ফেব্রুয়ারি: বিহারে এখন থেকে প্রকাশ্যে আর বিক্রি করা যাবে না মাছ, মাংস। ইতিমধ্যেই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে নীতীশ কুমারের সরকার। রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয়কুমার সিন্‌হা ঘোষণা করেছেন, রাজ্যের কোথাও প্রকাশ্যে মাছ, মাংস বিক্রি করতে পারবেন না কেউ। নতুন নিয়ম চালু হলে শুধুমাত্র লাইসেন্সধারী দোকানদারেরাই মাছ, মাংস বিক্রি করতে পারবেন। তবে কবে থেকে কার্যকর করা হবে সেই বিধি, নিয়ম লঙ্ঘন করলে কী পদক্ষেপ করা হবে, সে বিষয়ে স্পষ্ট কিছু বলেননি উপমুখ্যমন্ত্রী।

প্রসঙ্গত, বিহারে আগেই মদ নিষিদ্ধ করেছিল নীতীশ কুমারের সরকার। এ বার প্রকাশ্যে মাছ, মাংস বিক্রির উপরেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল। উপমুখ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, এ বিষয়ে সকলকে নিয়ম মেনে চলতে হবে। কেউ যদি সেই নিয়ম লঙ্ঘন করেন বা করার চেষ্টা করেন, তা হলে তাঁর বা তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। তাঁর কথায়, 'রাজ্যের কোথাও কোনও ভাবে প্রকাশ্যে মাছ, মাংস বিক্রি করা যাবে না। সরকার ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে নতুন বিধি তৈরি করতে চলেছে। খুব শীঘ্রই তা কার্যকর করা হবে।'

প্রসঙ্গত, গত বছরের মার্চে উত্তরপ্রদেশ সরকার ধর্মীয় স্থানের ৫০০ মিটারের মধ্যে মাংস বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। সমস্ত জেলাশাসককে এ বিষয়ে কড়া নির্দেশ দিয়েছিল যোগী আদিত্যনাথ প্রশাসন। উত্তরপ্রদেশের মতোই এ বার বিহারে প্রকাশ্যে মাছ, মাংস বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল। প্রকাশ্যে মাছ, মাংস বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেটি সুনিশ্চিত করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংও। তিনি বলেন, 'বিহার সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত। সমস্ত জেলাশাসককে অনুরোধ করব, এ বিষয়ে যেন সঠিক পদক্ষেপ করেন তাঁরা।'

ভারত মহাসাগরে যৌথ মহড়ায় শক্তি দেখাবে ভারতীয় নৌসেনা

বিশাখাপত্তনমে হাজির বাংলাদেশের যুদ্ধজাহাজও!

বিশাখাপত্তনম, ১৭ ফেব্রুয়ারি: ভারত মহাসাগরে যুদ্ধের প্রস্তুতি! সেই যুদ্ধের মহড়ায় অংশ নিতে একে একে উপস্থিত হল ইন্দোনেশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, বাংলাদেশের মতো একাধিক দেশ। জানা যাচ্ছে, আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে আয়োজিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক নৌবহর পর্যালোচনা এবং নৌবাহিনীর মিলন মহড়ার। সেই উপলক্ষেই বিশাখাপত্তনমে উপস্থিত হয়েছে বিশ্বের একাধিক দেশের নৌবাহিনী। শুধু যুদ্ধমহড়া নয়, কূটনৈতিক দিক থেকেও এই সামরিক কর্মসূচি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসবের মাঝেই উল্লেখযোগ্য হল এই মহড়ায় বাংলাদেশের যুদ্ধ জাহাজের যোগদান। ইউনূস জমানায় ভারত ও বাংলাদেশের কূটনৈতিক অচলাবস্থা পেরিয়ে এই মহড়ায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বাংলাদেশকেও।

জানা যাচ্ছে, বুধবার দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এই নৌবহর পর্যালোচনা করবেন। কর্মসূচিতে অংশ নেবে বিভিন্ন দেশের ৭১টি জাহাজ ও সাবমেরিন। জাহাজগুলিকে ৬টি সারিতে সাজানো হবে। নৌবহরে অংশ নেবে ভারতীয় নৌসেনার ৪৫টি জাহাজ, ১৯টি বিদেশি জাহাজ। এছাড়া কোস্টগার্ড, মার্চেন্ট নেভি এবং গবেষণা কাজে ব্যবহৃত জাহাজও এতে অংশ নেবে। মহড়ার বিশেষ আকর্ষণ ভারতের বিমানবাহী রণতরী আইএনএস বিক্রান্ত। উল্লেখ্য, ১৯৯৫ সালে মাত্র চারটি দেশকে সঙ্গে নিয়ে শুরু হয়েছিল এই মিলান মহড়া। বর্তমানে এই ব্যপ্তি অনেকখানি বেড়েছে। ৬৫টি দেশের নৌসেনা ইতিমধ্যেই অংশ নিয়েছে এই মহড়ায়।

সেনা সূত্রে জানা যাচ্ছে, গত সোমবার এই মহড়ায় অংশ নিতে উপস্থিত হয়েছিল ইন্দোনেশিয়ান নৌবাহিনীর ফ্রিগেট কেআরআই বাং টোমো-৩৫৭। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির নৌসেনার কর্ভেট আল-ইমারাত যোগ দিয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল এই মহড়ায় যোগ দিয়েছে বাংলাদেশের নৌসেনার জাহাজ 'বিএনএস সমুদ্র অভিযান'ও। এই তিন দেশের পাশাপাশি ইতিমধ্যেই বিশাখাপত্তনম এসে পৌঁছেছে থাইল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং শ্রীলঙ্কার যুদ্ধজাহাজ।

দীপুর পরিবারকে ২৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ইউনূস প্রশাসনের

ঢাকা, ১৭ ফেব্রুয়ারি: আশ্বাস মিলেছিল আগেই। এ বার সরকারি ভাবে বাংলাদেশের ময়মনসিংহের নিহত যুবক দীপু দাসের পরিবারের হাতে ২৫ লক্ষ (বাংলাদেশি মুদ্রায়) টাকা তুলে দিল সে দেশের অন্তর্বর্তী সরকার। খাতায়কলমে মঙ্গলবার মহম্মদ ইউনূস নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের শেষ দিন। তার আগের দিনই দীপুর পরিবারের হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়া হয়েছে। এ জন্য ইউনূস প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানিয়েও দীপুর হত্যার তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে পরিবার।

বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগেই আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছিল ইউনূস প্রশাসন। জানানো হয়েছিল, পরিবারের চাহিদা অনুযায়ী বাড়ি নির্মাণের জন্য ২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হবে। পাশাপাশি, নগদ আর্থিক সহায়তাও প্রদান করা হবে। সরকারের পক্ষ থেকে দীপুর বাবা ও স্ত্রীকে ১০ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে এবং তাঁর সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য জন্য ৫ লক্ষ টাকার একটি ফিক্সড ডিপোজিটও করা হবে।

গত বছর ১৮ ডিসেম্বর ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলার স্কয়্যার মাস্টারবাড়ি এলাকায় দীপুকে পিটিয়ে হত্যা করে একদল মানুষ। তার পর দেহে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় কয়েক জনকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে দীপুর পরিবারের দাবি, সব সন্দেহভাজনকে এখনও গ্রেপ্তার করা হয়নি।

বিস্ফোরকবোঝাই গাড়ি নিয়ে পুলিশচৌকিতে হামলা

পাকিস্তানে নিহত ১১

খাইবার পাখতুনখোয়া, ১৭ ফেব্রুয়ারি: পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়ায় পুলিশচৌকিতে হামলা চালাল নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন তেহরিক-ই-তালিবান (পাকিস্তান)। বিস্ফোরকবোঝাই গাড়ি নিয়ে পুলিশচৌকিতে ঢুকে পড়ে কয়েক জন জঙ্গি। তার পরই জোরালো বিস্ফোরণ হয়। সেই বিস্ফোরণে ১১ পুলিশকর্মী নিহত হয়েছেন। মৃত্যু হয়েছে একটি শিশুরও। হামলার দায় স্বীকার করেছে টিটিপি। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে আফগানিস্তানের সীমান্তলাগোয়া বাজাউর জেলার পুলিশচৌকিতে।

পাকিস্তানের ইন্টার-সার্ভিসেস পাবলিক রিলেশনস (আইএসপিআর) জানিয়েছেন, ১৬ ফেব্রুয়ারি বাজাউর জেলায় জঙ্গি হামলা হয়েছে। এই হামলায় ১১ জন পুলিশকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। নিহত হয়েছে বেশ কয়েক জন জঙ্গিও। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে পুলিশচৌকির কাছে থাকে একটি বাড়িতেও তার প্রভাব পড়ে। ওই বাড়ির একটি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। সোমবারই খাইবার পাখতুনখোয়ার আরও একটি পুলিশচৌকিতে বিস্ফোরণ হয়। একটি মোটরসাইকেলের মধ্যে বোমা রাখা ছিল। জোরালো বিস্ফোরণে দুই নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ১৭ জন।

ককপিট ভয়েস রেকর্ডারের তথ্য পেতে আমেরিকান বিশেষজ্ঞ চায় ভারত

অজিতের বিমান দুর্ঘটনার তদন্ত

মুম্বই, ১৭ ফেব্রুয়ারি: অজিত পাওয়ারের বিমান দুর্ঘটনার তদন্তে এবার আমেরিকা থেকে বিশেষজ্ঞ-সাহায্য নিচ্ছে এয়ারক্র্যাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এএআইবি)। বিমানের ককপিট ভয়েস রেকর্ডারের তথ্য সংগ্রহের জন্য ওই সাহায্য চাওয়া হয়েছে। অজিতের বিমান দুর্ঘটনার তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে মঙ্গলবার একটি বিবৃতি দিয়েছে অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক। সেখানেই এই তথ্য উঠে এসেছে।

গত ২৮ জানুয়ারি 'লিয়ারজেট ৪৫' বিমানে মুম্বই থেকে বারামতী যাচ্ছিলেন অজিত। বারামতীতে অবতরণের সময়েই ভেঙে পড়ে বিমানটি। দুর্ঘটনার সময়ে বিমানে অজিত-সহ পাঁচজন ছিলেন। বিমান ভেঙে সকলেরই মৃত্যু হয়। কী কারণে বিমানটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ল, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত চালাচ্ছে বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের অধীনস্থ সংস্থা এএআইবি।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ভেঙে পড়া বিমানটিতে দু'টি ফ্লাইট রেকর্ডার ছিল। দুর্ঘটনার সময়ে দু'টিই দীর্ঘ সময় ধরে আগুন এবং তাপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে একটি রয়েছে ডিজিটাল ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার, অন্যটি ককপিট ভয়েস রেকর্ডার। এল৩-কমিউনিকেশন্সের তৈরি ডিজিটাল ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডারটি ইতিমধ্যে পরীক্ষা করা হয়েছে এএআইবি-র ল্যাবরেটরিতে। সেটি থেকে তথ্য ডাউনলোড করা হয়েছে। তবে ককপিট ভয়েস রেকর্ডারটি এখনও পরীক্ষা করা হচ্ছে। এটি তৈরি করেছে হানিওয়েল নামে এক সংস্থা। এটি থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য বিশেষজ্ঞ সাহায্য চাওয়া হয়েছে। এএআইবি অবশ্য সরাসরি কোনও দেশের নামোল্লেখ করেনি। যে দেশের ককপিট ভয়েস রেকর্ডারটি তৈরি হয়েছে, সেই দেশের সরকার অনুমোদিত প্রতিনিধির কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে বলে জানিয়েছে এএআইবি।

ময়দান

মহিলা লিগের সাফল্যে ফুটবলারদের স্মারক উপহার সৌরভ পালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার ফুটবলারদের বরাবরই উৎসাহ দিয়ে আসেন সাদার্ন সমিতির অন্যতম কর্ণধার সৌরভ পাল। গ্রাসরুটের ফুটবলারদের তুলে আনতে বাংলার আনাচে কানাচে ছুটে বেড়ান। এবার মহিলা ফুটবলারদের উত্সাহ দিতেই কলকাতা মহিলা লিগের প্রিমিয়ার বি ডিভিশনের রানার্স আপ দল ইউআইএফএ রামপুর মিলন সংঘের ফুটবলারদের পাশে দাঁড়ালেন সৌরভ পাল। এই সাফল্যের জন্যই আয়োজন করেছিলেন গেট টুগেদারের। অনুষ্ঠানে ক্লাবের ফুটবলার প্রশিক্ষক সবাইকে স্মারক তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানানো হয় দলের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর থিআন ল (পাপ্পু দা) কে।

ফিনালিসিমার আগে মেসির চোট, দুশ্চিন্তায় আর্জেন্টিনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কাতারের লুসাইল স্টেডিয়ামে ফুটবলের এক মহাদ্বৈরথ দেখার অপেক্ষায় বিশ্ব। কোপা আমেরিকা চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা মাঠে নামবে ইউরো জয়ী স্পেন-এর বিরুদ্ধে। কিন্তু এই হাইভোল্টেজ 'ফিনালিসিমা'র আগে আর্জেন্টাইন শিবিরে এখন চরম উদ্বেগ। সব দুশ্চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে মহাতারকা লিওনেল মেসির চোট। ইন্টার মায়ামির হয়ে খেলার সময় পাওয়া এই চোটের কারণে মেসির স্পেনের বিপক্ষে মাঠে নামা নিয়ে দেখা দিয়েছে সংশয়। আর্জেন্টিনার জন্য এই ম্যাচটি কেবল একটি শিরোপার লড়াই নয়, বরং ফুটবল বিশ্বের বর্তমান রাজা বনাম উদীয়মান তারকা লামিন ইয়ামাল-এর লড়াই দেখার এক সুবর্ণ সুযোগ।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Chakdaha Municipality
Chakdaha, Nadia
Tender Notice
Chakdaha Municipality invites e-tender vide **tender reference no:- WBMAD/CM/WS/APAS/NIT40/25-26_3, Tender Id:- 2026_MAD_5012070_1** for the construction of Storm Water Drain under the Chakdaha Municipal area under the APAS Scheme. For further information, please visit **https://tenders.wb.gov.in/**
Sd/-
Chairman
Chakdaha Municipality

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILLORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY
RANAGHAT, NADIA
CORRIGENDUM FOR DATE EXTENSION 01
Memo. No.: 3005/RM, Date: 10.02.2026
Tender Ref No.: WBMAD/ULB/RM/NIT-22e/2025-26/2nd Call/SL2
Tender ID: 2026_MAD_1003460_ 2
Name of the work: Renovation of drain and cover slab in front of H/o. Subham Garments within Ranaghat Municipality under APAS Scheme List (Phase-II, Lot-I) Last Date Submission of Bid: 19.02.2026. This corrigendum will be a part of the document. All other terms and conditions will remain unchanged.
Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website https://www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Chairman
Ranaghat Municipality

Chakdaha Municipality
Chakdaha, Nadia
Tender Notice
Chakdaha Municipality invites e-tender vide **tender reference no:- WBMAD/CM/APAS/W5/NIT31_2/25-26, Tender Id:- 2026_MAD_5012155_1 & WBMAD/CM/APAS/W3/NIT36_2/25-26, Tender Id:- 2026_MAD_5012156_1 & 2026_MAD_5012156_2** for various development works under Chakdaha Municipal area under the APAS Scheme. For further information, please visit **https://tenders.wb.gov.in/**
Sd/-
Chairman
Chakdaha Municipality

DASPUR-I PANCHAYAT SAMITI
NOTICE INVITING E-TENDER
WBPMID/DAS-I/EO/NIT-19/25-26, Memo No-127, Date- 13/02/2026
WBPMID/DAS-I/EO/NIT-20/25-26, Memo No-172, Date- 17/02/2026
Tender Through inviting by the undersigned from the bonafied and experienced contractor, Registered Engineers Co-Operative societies & labour Co-Operative societies having credential of similar type of work at Daspur-I Panchayat Samiti. Bid Submission Start Date- **14.02.2026 (NIT-19), 17.02.2026 (NIT-20).** Bid Submission end Date- **24.02.2026 (NIT-19), 25.02.2026 (NIT-20).** Bid Opening Date- **26.02.2026 (NIT-19), 27.02.2026 (NIT-20).** For Details Please Visit website **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Officer
Daspur-I Panchayat Samiti
Daspur :: Paschim Medinipur

SHORT TENDER NOTICE
NABADWIP MUNICIPALITY
e-Tender are invited by the Chairman Nabadwip Municipality.
NM/PWDT/NIT-138e/2025-26 To NM/PWDT/NIT-149e/2025-26.
ID: 2026_MAD_1008587_1, 2026_MAD_1008666_1, 2026_MAD_1008714_1, 2026_MAD_1008754_1, 2026_MAD_1008798_1, 2026_MAD_1008840_1, 2026_MAD_1008875_1, 2026_MAD_1008919_1, 2026_MAD_1008960_1, 2026_MAD_1008989_1, 2026_MAD_1009032_1, 2026_MAD_1009061_1,
Last Date of submitting tender **02.03.2026 at 09:00 hours. N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Chairman Nabadwip Municipality in working day and gov web site **http://wbtenders.gov.in** this advertisement is also given **http://nabadwipmunicipality.in**
Sd/- Chairman
Nabadwip Municipality

BONGAON MUNICIPALITY
Constructional renovation of surface drain slab, in ward no.-05, within Bongaon Municipality, under AMADER PARA AMADER SAMADHAN scheme.
Tender reference: NIT-334/BM/2025-26/APAS, Date: 17.02.2026
1. Last date of receiving application documents– **24.02.2026 at 12 P.M.** 2. Last date of purchasing tender documents.– **25.02.2026 at 4 P.M.** 3. Date for dropping of tender documents - **26.02.2026 at 3 P.M.** 4. Date for Opening of tender document- **26.02.2026 at 4 P.M.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of C.C. Road, in ward no.-05, within Bongaon Municipality, under AMADER PARA AMADER SAMADHAN scheme.
Tender reference: WBMAD/NIeT/101/BM/2025-26/PWD/D 2ND CALL Date: 17.02.2026
TENDER ID: 2025_MAD_5012353_1
1. Bid Submission Start date– **17.02.2026 at 18.55.** 2. Prebid meeting date– **21.02.2026 at 14.00.** 3. End date– **24.02.2026 at 18.00.** 4. Bid opening date- **26.02.2026 at 18.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

BOARD OF COUNCILLORS OF
RAGHUNATHPUR MUNICIPALITY
P.O. - Raghunathpur, Dist-Purulia
Chairman on behalf of Board of Councillors, Raghunathpur Municipality is hereby inviting tender for various jobs at various wards under scheme within Raghunathpur Municipality.

Sl.	Particulars	Date	Time
1.	Date and Time of Publication	18.02.2026	10.30 A.M. onwards
2.	Bid Submission Start Date & Time	18.02.2026	10.30 A.M. onwards
3.	Bid Submission Close date & Time	25.02.2026	18.55 Hrs.. onwards
4.	Opening Date	28.02.2026	11.00 P.M. onwards

TENDER IDS :-
2026_MAD_1008861_1 | 2026_MAD_1008802_1
For more details Please log on to **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman
Raghunathpur Municipality,

The West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
ICMARD Building, 6th Floor, 14/2, C.I.T. Scheme-VIII (M), Ultadanga, Kolkata-700 067
NOTICE
Notice Inviting Tender issued under **Memo No. 2096/Admn./25-26/2089 dated February 09, 2026** & uploaded in the e-Tender Portal under **Tender ID 2026_SCARD_1002741_1** is hereby invited from reputed, registered, eligible & resourceful Service Providers/Agencies/Firms having sufficient experience and adequate credentials for entering into Non-Comprehensive Annual Maintenance Contract for its:-**i)** 6.6KV / 0.415 KV Sub-Station located at the Ground Floor and **ii)** Electrical Installations installed at all 10 [Ten] Floors of the ICMARD Building only excluding the areas of the 4th, 5th, 7th, 8th & 9th Floors of the Building let out to different Tenants.The last date for submission/uploading of Bid through online is **March 04, 2026**. For details, please visit **www.wbtenders.gov.in/www.wbscardb.com/ www.icmard.org**
Sd/-
February 09, 2026
Principal, ICMARD &
Managing Director, The WBSCARDB Ltd.

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 602 and 603/2025-2026 Dated- 17-02-2026
e-Tenders are invited by the Executive Engineer/General Manager on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil and Electrical works at district Alipurduar and Murshidabad. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov. in** Bid submission start date after **17-02-2026 06.30 pm.** Bid submission end date upto **23-02-2026 and 09-03-2026 upto 11.30 pm.**
Date: 17.02.2026 Sd/- Executive Engineer/ General Manager

NOTICE INVITING E-TENDER
NO. 09/2025-26, DATED- 17.02.2026
Vide Memo No. 015/004/03/04/91(10), dated: 17.02.2026
WBCADC Debra Project under P&RD Department, Govt. of West Bengal is inviting e-tender for the work of **Construction of protective work by Eucalyptus-bullah piling at pond side under WBCADC Debra Project Campus during the year of 2025-26 vide E-NIT No. 09/2025-26**, dated : **17.02.2026**. Estimated Cost for the work : **₹ 3,32,865.00**. The intending tenderer will have to collect the Tender Documents within **23.02.2026** up to **1:30 P.M.** by downloading through web site: **www.wbtenders.gov.in** using DSC and submitted online through our e-Portal up to **1:30 P.M.** on **23.02.2026**.
Sd/-
Deputy Project Officer, WBCADC Debra Project
Vill.-Dalapatipur, P.O.- Debra Bazar, Dist. – Paschim Medinipur

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
1st Call 2nd Corrigendum, 2nd Call 1st Corrigendum, 1st Call 1st Corrigendum, 1st Call 3rd Corrigendum
N.I.E. ET. No. 71/WS/Eng/26 Dt. 20-01-26 & 60/WS/Eng/25 Dt. 10-12-25, EQ. 47, 48/WS/Eng/26 Dt. 09-01-26
Bid Submission period: 25.02.26 instead of 16.02.26
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
1st Call 2nd Corrigendum, 1st Call 3rd Corrigendum, 1st Call 2nd Corrigendum, 1st Call 2nd Corrigendum
N.I.E. EQ. No. 49, 50, 51 & 45/WS/Eng/2026 Dt. 09-01-26
Bid Submission period: 25.02.26 instead of 16.02.26
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

OFFICE OF THE BOLPUR MUNICIPALITY
BOLPUR:BIRBHUM
NOTICE INVITING e-TENDER NO: WBMAD/ULB/BM/PW/Development Fund/NIT-59/2025-2026 Memo No:-4405/PWD/BM/2025-2026, Dated-16.02.2026
Number of Work:- 22 (Twenty Two) Sl.No.1-22 Different types of Civil Development works in different words under Bolpur Municipality. Last Date-of Submission 28.02.2026 at 06:00 PM for details see Bolpur Municipality for details see Bolpur Municipality
Notice Board & Web Site:- www.wbtenders.gov.in
Sd/-Chairman
Bolpur Municipality

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of Guardwall,Tube Well, Bituminous Road, Drain
Tender reference: WBMAD/NIeT/331/BM/2025-26/APAS (A to M) Date: 16.02.2026 Tender ID: 2026_MAD_5012241_(1-13)
1. Bid Submission Start date- **17.02.2026 at 18.55.** 2. Prebid meeting date- **20.02.2026 at 12.00.** 3. End date- **25.02.2026 at 17.00.** 4. Bid opening date- **26.02.2026 at 17.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

BELDANGA MUNICIPALITY, Murshidabad
E-tender is invited by the authority of Beldanga Municipality for –

Sl. No.	Name of Work	Ref. of Tender	Estimated Cost (Approx)	Last date for submission
1.	Installation of permanent display board together with interview IEC in the catchment of all Garbage Vulnerable Points (vacant land, Water Bodies and GVPs)	WB/MAD/ULB/BEL/NIeT-28/2025-26	3 Lakh	26.02.2026 at 2.00 PM

For details visit - **www.municipalitybeldanga.org, www.wbtenders.gov.in**

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 62/25-26/MF/T Dated 17.02.2026.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **26.02.2026 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in.** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

Khosalpur Gram Panchayat
Under Amta-I Panchayat Samity
Amta, Howrah
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of 14 nos. development work(s) vide **NIT No.: WB/HOW/AMTA-I/KGP/NIT-36/2025-26/APAS, Date: 16.02.2026.** Documents Download & Bid Submission Start Date (Online): **17.02.2026 at 10:00 AM.** Bid Submission Closing Date (Online): **25.02.2026 up to 06:00 PM.** Opening Date of Technical Bid (Online): **28.02.2026 at 11:00 AM.** For details please visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Khosalpur Gram Panchayat

The West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
ICMARD Building, 6th Floor, 14/2, C.I.T. Scheme-VIII (M), Ultadanga, Kolkata-700 067
NOTICE
Notice Inviting Expression of Interest (EOI) issued under **Memo No. 2096/Admn./25-26/2090 dated February 09, 2026** & uploaded in the e-Tender Portal under **Tender ID 2026_SCARD_1002713_1** is hereby invited from reputed, registered, eligible Electrical Firms / Vendors having adequate experience and credentials in Electrical Designing & Estimation for Selection of Consultant for conducting different works as mentioned below for the Indoor type Electrical Sub-Station of its ICMARD Building, situated at Block – 14/2, CIT Scheme – VIII (M), Ultdanga, Kolkata – 700 067: -
1.) Arrangement for Survey of the Indoor type Sub-Station for exploring and understanding the Scope of Work for Replacement of Main Electrical Low Tension Panel Board of the ICMARD Building.
2.) Arrangement for Detailed Electrical Load Survey (Floor wise) of the ICMARD Building and submission of Report against it both in soft and hard mode.
3.) Preparation & submission of Detailed Drawings of new Electrical Low Tension Panel Board [CPRI approved] of the ICMARD Building including in-built 150 KVAR APFC Capacitor Bank and its Panel. The prepared Drawing should be submitted both in Hard Mode (Colour Printed) as well as in Soft Mode (in .dwg format).
4.) Preparation of Estimate (Scope of Work including approximate cost) based on the Schedule of Rates for Electrical Works, Volume – I, November, 2017, PWD, Govt. of West Bengal, in case of PWD Scheduled Items and based on present market rate in case of PWD Non-Scheduled Items for Replacement of Main Electrical Low Tension Panel Board [CPRI approved] of the Building including in-built 150 KVAR APFC Capacitor Bank and its Panel and submission of the said Estimate both in soft and hard mode.
The last date for submission/uploading of Bid through online is **March 04, 2026**. For details, please visit **www.wbtenders.gov.in/www. wbscardb.com/www.icmard.org**
Sd/-
February 09, 2026
Principal, ICMARD &
Managing Director, The WBSCARDB Ltd.

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন ঘুরে ট্যুরে

মালুটির মন্দিরে মন্দিরে ইতিহাসের আলপনা

সুজন কুমার দাস

বাংলার সীমানা যেখানে ঝাড়খণ্ডের লাল মাটির সাথে মিশেছে, সেই সীমান্ত রেখার খুব কাছেই লুকিয়ে আছে এক বিস্ময়কর গ্রাম; মালুটি। ঝাড়খণ্ডের দুমকা জেলার শিকারিপাড়া ব্লকের এই গ্রামটি সাধারণ গ্রামের মতো নয়; এটি এক জীবন্ত জাদুঘর। এক সময় যেখানে ১০৮টি টেরাকোটার মন্দিরের ঘণ্টা ধ্বনিত হতো, আজ সেখানে টিকে আছে ৭২টি। সময় আর অবহেলার প্রলেপ পড়লেও, মালুটির প্রতিটি ইটের ভাঁজে ভাঁজে আজও ফিসফিস করে কথা বলে কয়েকশো বছরের পুরনো ইতিহাস।

রাজত্বের গোড়াপত্তন একটি বাজপাখির গল্প

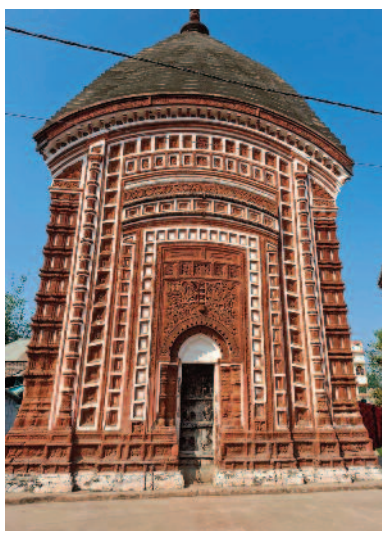

মালুটির উত্থান কোনো পরিকল্পিত সাম্রাজ্য বিস্তারের কাহিনী নয়, বরং এটি এক অদ্ভুত সমাপতনের গল্প। লোকগাথা বলে, গৌড়ের সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের এক

শৌখিন বাজপাখি হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়। সুলতান ঘোষণা করেন, যে ব্যক্তি তাঁর প্রিয় পাখিটি উদ্ধার করতে পারবে, তাকে পুরস্কৃত করা হবে। বসন্ত রায় নামের এক দরিদ্র কিন্তু সৎ রাখাল বালক সেই পাখিটি খুঁজে পান। প্রতিদান স্বরূপ সুলতান তাকে করমুক্ত বিশাল এক ভূখণ্ড দান করেন। সেই বসন্তই পরিচিত হন 'বাজ বসন্ত' নামে এবং গড়ে তোলেন মালুটির রাজবংশ। পরবর্তীকালে তাঁর উত্তরসূরিরা নিজেদের মধ্যে এক অসম প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠেন; কে কত বেশি মন্দির গড়তে পারেন। এই পারিবারিক গৌরবের লড়াই থেকেই জন্ম নেয় মালুটির এই মন্দির নগরী।

টেরাকোটার মায়াজাল

মালুটির মন্দিরগুলো মূলত 'চালা' স্থাপত্য রীতির অনুসারী। বীরভূমের জয়দেব-কেন্দুলি বা বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের মন্দিরের সাথে এর প্রচুর মিল লক্ষ্য করা যায়। তবে মালুটির বিশেষত্ব হলো এর ঘনসন্নিবিষ্ট বিন্যাস। মন্দিরগুলো খুব বিশাল নয়। কিন্তু মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির যে কাজ বা টেরাকোটা রয়েছে, তা এককথায় অনবদ্য।

মন্দিরের দেওয়ালে খোদাই করা হয়েছে রামায়ণের লঙ্কাযুদ্ধ, মহাভারতের কুরুক্ষেত্র থেকে শুরু করে দেবী দুর্গার অসুর বধের দৃশ্য। শুধু ধর্মীয় কাহিনীই নয়, তৎকালীন সমাজজীবনের ছবি; শিকারি কুকুরের পিছনে দৌড়ানো শিকারি, পালকি করে নববধূর গমন, পাল তোলা জাহাজ; সবটাই নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তৎকালীন কারিগররা। বিকেলের নরম আলো যখন এই লালচে ইটের গায়ে পড়ে, তখন মনে হয় যেন মাটির পুতুলগুলো প্রাণ ফিরে পেয়ে প্রাচীন কোনো কাহিনী শোনাচ্ছে।

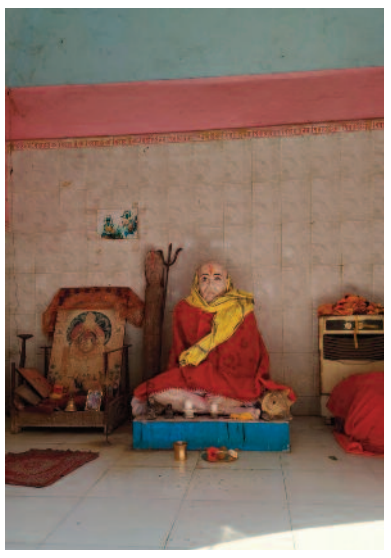

আধ্যাত্মিক যোগসূত্র মা মৌলাক্ষী ও সাধক বামাক্ষ্যাপা

মালুটিকে কেন্দ্র করে এক গভীর আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে। গ্রামের প্রধান ও প্রাচীনতম মন্দিরটি হলো মা মৌলাক্ষীর। তিনি এই রাজবংশের কুলদেবী। মন্দিরটি বাঁশ ও মাটির তৈরি এক বিশেষ স্থাপত্যের নিদর্শন। কথিত আছে, তারাপীঠের সিদ্ধপুরুষ সাধক বামাক্ষ্যাপা তাঁর সাধনজীবনের প্রথম অধ্যায় কাটিয়েছিলেন এই মৌলাক্ষী মন্দিরের চাতালে। ১৮ মাস ধরে তিনি এখানে কঠোর সাধনা করেছিলেন এবং তাঁর প্রথম আধ্যাত্মিক দর্শন বা সিদ্ধিলাভ এখানেই ঘটেছিল।

স্থানীয়দের বিশ্বাস, মা মৌলাক্ষী হলেন তারাপীঠের মা তারার বড় বোন। দেবী মৌলাক্ষীর স্বপ্নাদেশ পেয়েই বামাক্ষ্যাপা পরবর্তীকালে তারাপীঠের শ্মশানে গিয়ে সাধনা শুরু করেন। আজও বামাক্ষ্যাপার ব্যবহৃত স্মৃতিচিহ্ন এবং তাঁর ত্রিশূলটি পর্যটকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। তারাপীঠে আসা অনেক পুণ্যার্থীই তাই পূর্ণতা লাভের আশায় মালুটির এই পবিত্র মাটি স্পর্শ করতে আসেন।

বিলুপ্তির আশঙ্কা

দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, এই বিশাল স্থাপত্য সম্পদ আজ বিপন্ন। সংস্কারের অভাবে বহু মন্দির ভেঙে পড়েছে, পোড়ামাটির কাজগুলো নোনা লেগে খসে যাচ্ছে। 'গ্লোবাল হেরিটেজ ফান্ড' (ঋছচ) তাই মালুটিকে বিশ্বের ১২টি বিপন্নতম ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান দিয়েছে। যদিও বর্তমানে ঝাড়খণ্ড সরকারের উদ্যোগে কিছু মন্দিরের সংস্কার শুরু হয়েছে, তবুও এই ধ্রুপদী শিল্পের মর্যাদা রক্ষায় আরও অনেক যত্নের প্রয়োজন।

ভ্রমণের সেরা সময় ও পথনির্দেশ

মালুটি ভ্রমণের আদর্শ সময় হলো নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি। কলকাতা , হাওড়া বা শিয়ালদহ থেকে রামপুরহাটগামী যেকোনো ট্রেনে উঠে পড়ুন। রামপুরহাট থেকে গাড়িতে

মালুটির দূরত্ব মাত্র ১৬-১৭ কিলোমিটার। আধঘণ্টার ড্রাইভে আপনি পৌঁছে যাবেন ইতিহাসের এই দোরগোড়ায়। থাকার জন্য রামপুরহাট বা তারাপীঠে অজস্র লজ রয়েছে, তবে যদি নির্জনে প্রকৃতির কোলে থাকতে চান, তবে দুমকার সরকারি ট্যুরিস্ট লজগুলো হতে পারে দারুণ পছন্দ। মালুটি শুধু একটি পর্যটন কেন্দ্র নয়, এটি বাংলার ও ঝাড়খণ্ডের এক হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতির সেতু। যে গ্রাম একদা ১০৮টি মন্দিরের শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত থাকতো, আজ সেখানে কেবল বাতাসের দীর্ঘশ্বাস আর প্রাচীন ইটের মৌনতা। যারা ইতিহাসের ধুলোমাখা পথ ভালোবাসেন, যারা খুঁজছেন কোলাহলমুক্ত এক আধ্যাত্মিক শান্তি, তাদের জন্য মালুটি এক অমোঘ হাতছানি।

ময়দান T20 WORLD CUP 2026

৮ উইকেটে নির্বাচকদের বার্তা শামির

নিজস্ব প্রতিবেদন: জাতীয় দলে জায়গা পান বা না পান, ভরসার নাম তিনি এখনও একই; মহম্মদ শামি। রনজি ট্রফির সেমিফাইনালে বাংলার জার্সিতে তাঁর আগুনঝরা বোলিং আবারও মনে করিয়ে দিল, কেন তাঁকে 'ক্লাস' বলা হয়। কল্যাণীর মাঠে জম্মু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে ৯০ রান দিয়ে ৮ উইকেট; এ যেন একার হাতে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া। প্রথম ইনিংসে বাংলার ৩২৮ রানের জবাবে প্রতিপক্ষ থামল ৩০২-এ। আর সেই ২৬ রানের লিডের নেপথ্যে প্রধান কারিগর শামিই।

ম্যাচের দ্বিতীয় দিনের শেষে জম্মু ও কাশ্মীরের রান ছিল ৫ উইকেটে ১৯৮। তখনও লড়াই জমে ছিল। আকিব নবি ও যুধবীর ক্রিজে থেকে প্রতিরোধ গড়ছিলেন। মনে হচ্ছিল, বাংলা হয়তো লিড হারাতেও পারে। কিন্তু তৃতীয় দিনের সকালে বদলে গেল ছবিটা। শামির ইনকাটার, আউটসুইং আর নিখুঁত লাইন-লেংথ যেন ব্যাটারদের দিশেহারা করে দিল।

প্রথম ধাক্কা আসে শুভম খাজুরিয়া ও ইয়াওয়ের হাসান খানের দ্রুত বিদায়ে। এরপর আবিদ মুস্তাককে ফেরান শামি, ঠিক যখন দল ২০০ পার করেছে। কানহাইয়া ওধাওয়ান ও বংশজ শর্মাও তাঁর সুইংয়ের ফাঁদে পা দেন। প্রতিটি বলেই ছিল পরিকল্পনা, ছিল ধৈর্য আর নিখুঁত নিয়ন্ত্রণ। তবে দিনের সেরা মুহূর্ত ছিল আকিব নবি (৪২) ও যুধবীর (৩৩)-এর উইকেট। যুধবীরের ব্যাট-প্যাডের ফাঁক গলে ইনসুইং আছড়ে পড়ে স্টাম্পে; দর্শকরা হতবাক। আর আকিবের উইকেট? অফস্টাম্পের বাইরে নিখুঁত লাইন, সামান্য মুভমেন্ট, আর স্টাম্প ছিটকে যাওয়া; একজন পেসারের স্বপ্নের ডেলিভারি।

এই ৮ উইকেট তাঁর ব্যক্তিগত সেরা। এর আগে রনজিতে ৭৯ রান দিয়ে ৭ উইকেট ছিল সর্বোচ্চ। এবার সেটিও ছাপিয়ে গেলেন। চলতি মরশুমে তিন ধরনের ঘরোয়া ক্রিকেট মিলিয়ে তাঁর উইকেট সংখ্যা দাঁড়াল ৬৭। বয়স ও চোট-আঘাতের নানা প্রশ্নের মাঝেও শামি যেন বারবার জানিয়ে দিচ্ছেন; 'আমি এখনও শেষ হয়ে যাইনি।' বাংলার পেস আক্রমণে তাঁর উপস্থিতি শুধু উইকেট নয়, মানসিক দাপটও এনে দেয়। তরুণ বোলাররা তাঁর পাশে থেকে আত্মবিশ্বাস পায়। ব্যাটাররা জানে, সামান্য ভুলেরও মাশুল দিতে হবে। আর এই ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের পর নেটিজেনদের প্রশ্ন স্বাভাবিক; জাতীয় দলে তিনি কি এখনও ব্রাত্য থাকবেন? ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীর বর্তমানে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। কিন্তু ঘরোয়া ক্রিকেটে শামির এমন বিধ্বংসী ফর্ম কি উপেক্ষা করা সম্ভব? বিশেষ করে যখন বড় টুর্নামেন্টে অভিজ্ঞ পেসারের প্রয়োজনীয়তা বারবার সামনে আসে? রনজি ট্রফির এই সেমিফাইনাল শুধু একটি ম্যাচ নয়, এটি শামির প্রত্যাবর্তনের ঘোষণাপত্র। পরিসংখ্যান বলছে তিনি এখনও সেরা। মাঠের পারফরম্যান্স বলছে, তিনি এখনও ম্যাচ উইনার। এখন দেখার, জাতীয় নির্বাচকদের চোখেও কি সেই বার্তা পৌঁছয়? কারণ কল্যাণীর আকাশে যে প্রশ্ন ভাসছে, তার উত্তর হয়তো খুব শিগগিরই দিতে হবে ভারতীয় ক্রিকেটকে।

নকআউটে আবার ধস, রঞ্জিতে স্বপ্নভঙ্গের দোরগোড়ায় বাংলা!

নিজস্ব প্রতিবেদন: গ্রুপ পর্বে দুরন্ত, নকআউটে নিষ্প্রভ; এই বৈপরীত্যেই যেন গত কয়েক বছরে বাংলার ঘরোয়া ক্রিকেটের পরিচয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। রনজি ট্রফি, বিজয় হাজারে ট্রফি কিংবা সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি; প্রতিটি টুর্নামেন্টেই শুরুটা হয় আশাব্যঞ্জক। পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষে থাকা, বড় ব্যবধানে জয়, বোলারদের ধারালো পারফরম্যান্স; সব মিলিয়ে সমর্থকদের মনে তৈরি হয় নতুন স্বপ্ন। কিন্তু নকআউট পর্ব এলেই যেন বদলে যায় চিত্রনাট্য। আত্মবিশ্বাসী দলটাই হয়ে পড়ে স্নায়ুচাপে জর্জরিত।

এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। জম্মু-কাশ্মীরের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে হারের মুখে দাঁড়িয়ে বাংলা। অথচ এবারের রনজিতে সর্বাধিক পয়েন্ট পেয়েছিল তারাই। ঘরের মাঠে নকআউট ম্যাচ খেলার সুবিধাও ছিল। উপরন্তু জাতীয় দলের তিন পেসার;মহম্মদ শামি, মুকেশ কুমার ও আকাশ দীপ; বাংলার জার্সিতে খেলছিলেন। তাঁদের গতি ও অভিজ্ঞতা প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলবে, এমনটাই প্রত্যাশা ছিল। বাস্তবে দেখা গেল ভিন্ন ছবি।

কাশ্মীরের তরুণ পেসার আকিব নবিই ম্যাচের রং বদলে দিলেন। গোটা ম্যাচে ৯ উইকেট তুলে তিনি বাংলার ব্যাটিংকে ছিন্নভিন্ন করে দেন। সেখানে আকাশ-মুকেশরা প্রত্যাশামতো প্রভাব ফেলতে পারেননি। লড়েছেন একমাত্র শামি। কিন্তু একা একজন বোলার দিয়ে তো ম্যাচ জেতা যায় না, বিশেষ করে যখন ব্যাটিং বারবার ভেঙে পড়ে।

এই ব্যর্থতার কেন্দ্রে উঠে আসছে অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরনের নাম। জাতীয় দলে সুযোগ না পাওয়া নিয়ে বহুবার আলোচনা হয়েছে। কিন্তু নকআউট পর্বে তাঁর পরিসংখ্যান হতাশাজনক। গত সাত বছরে নকআউটে ১১টি ইনিংস খেলেও একবারও পঞ্চাশ ছুঁতে পারেননি। অধিকাংশ রান এসেছে লিগ পর্বে। বড় ম্যাচে বড় ইনিংস না এলে নেতৃত্বের দায় এড়ানো যায় না। এ ম্যাচেও তিনি মাত্র ৫ রানে আউট। ক্রিকেটমহলের মতে, তাঁর একটি কার্যকরী ইনিংসই ম্যাচের গতিপথ বদলে দিতে পারত।

শুধু অভিমন্যু নন, দায় রয়েছে অভিজ্ঞ ব্যাটারদেরও। যে দল কোয়ার্টার ফাইনালে ৬০০ রান তোলে এবং সেমিফাইনালের প্রথম ইনিংসে ৩২৮ রান করে, তারা কীভাবে দ্বিতীয় ইনিংসে একশোর গণ্ডিও পেরতে পারে না? লাল বলের ক্রিকেটে দ্বিতীয় ইনিংসই ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করে। সেখানে এমন ধস মানতে পারছেন না বিশ্লেষকরা। জম্মু-কাশ্মীরের মতো তুলনামূলক অনভিজ্ঞ দলের বিরুদ্ধে এই ব্যাটিং বিপর্যয় প্রশ্ন তুলছে দলের মানসিক দৃঢ়তা নিয়ে।

তৃতীয় দিনের শেষে স্কোরবোর্ড বলছে, ইতিহাস গড়ার জন্য মাত্র ৮৩ রান দূরে জম্মু-কাশ্মীর। হাতে এখনও আট উইকেট। প্রথমবার রনজি ফাইনালে ওঠার হাতছানি তাদের সামনে। যদিও ক্রিকেট অনিশ্চয়তার খেলা, শেষ দিনে নাটকীয় মোড় আসতেই পারে। কিন্তু ফলাফল যাই হোক, বাংলার পুরনো রোগ; নকআউট স্নায়ুচাপ; আবারও সামনে চলে এসেছে। প্রশ্ন একটাই, এই ব্যর্থতার চক্র থেকে বেরোবে কবে বাংলা?

ক্যাচ মিসে মাঠেই ধমক কুলদীপকে, হোটেলে জড়িয়ে মান ভাঙালেন সূর্য

কলম্বো, ১৭ ফেব্রুয়ারি: পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হাইভোল্টেজ ম্যাচে জয়ের আনন্দ থাকলেও মাঠের একটি মুহূর্ত ঘিরে তৈরি হয়েছিল খানিক অস্বস্তির আবহ। সেই ঘটনার কেন্দ্রে ছিলেন কুলদীপ যাদব। ক্যাচ মিস, অধিনায়কের ধমক, সতীর্থের ক্ষোভ; সব মিলিয়ে এক অন্য দৃশ্যের সাক্ষী ছিলেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। পাকিস্তানের ইনিংসের ১৮তম ওভারে বল করছিলেন হার্দিক। তখন ম্যাচ কার্যত ভারতের মুঠোয়। ৯ উইকেট পড়ে গিয়েছে পাকিস্তানের। প্রথম বলেই শাহিন শাহ আফ্রিদির গ্লাভসে লেগে বল উঠে যায়। কিন্তু উইকেটরক্ষক ঈশান কিষান সেটি তালুবন্দি করতে পারেননি। চাপা হতাশা তখনই স্পষ্ট। পরের বলেই আরও বড় সুযোগ আসে। আফ্রিদি লং অনের উপর দিয়ে বড় শট খেলতে যান। সেখানে ছিলেন কুলদীপ যাদব। সহজ সুযোগ, কমপক্ষে টেলিভিশনের পর্দায় তাই মনে হচ্ছিল। কিন্তু বল তাঁর হাত ছুঁয়ে বাউন্ডারির বাইরে চলে যায়। ক্যাচ মিস তো বটেই, উল্টে ছয় রান যোগ হয় পাকিস্তানের খাতায়।

এই পরপর দু'টি সুযোগ নষ্ট হওয়ায় ক্ষুব্ধ হন হার্দিক। হাতের ইশারায় ঈশান ও কুলদীপের দিকে কিছু বলেন তিনি। বোঝাই যাচ্ছিল, মুহূর্তের উত্তেজনায় হতাশা চেপে রাখতে পারেননি। যদিও সেই ওভারের শেষ বলেই উসমান তারিককে আউট করে ম্যাচ শেষ করে দেন হার্দিক, তবু ঘটনাটা থেকে যায়। ম্যাচ শেষে করমর্দনের সময়ও দেখা যায়, হার্দিক কুলদীপের হাত ধরে উত্তেজিত ভঙ্গিতে কিছু বলছেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে এগিয়ে আসেন রিঙ্কু সিং, তিনি হার্দিককে সরিয়ে নিয়ে যান। ঘটনা এখানেই থামেনি। অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবও কুলদীপকে কিছু বলেন। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, এমন গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে সহজ ক্যাচ ফস্কানোয় তিনি খুশি নন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এই ধরনের ছোট ভুলও বড় মূল্য চুকিয়ে দিতে পারে; এ কথা অধিনায়ক হিসেবে তাঁকে ভাবাতেই পারে।

আসছেন ইস্টবেঙ্গলের ষষ্ঠ বিদেশি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইএসএলের প্রথম ম্যাচ জয় দিয়ে শুরু করেছে ইস্টবেঙ্গল। সোমবার যুবভারতীতে ৩-০ গোলের ব্যবধানে নর্থইস্ট ইউনাইটেডকে হারিয়ে লিগের দুর্দান্ত সূচনা করে অস্কার ব্রুঁজোর ছেলেরা। এরই মধ্যে আরও এক সুখবর লাল-হলুদ সমর্থকদের জন্য। বুধবার সকালে কলকাতায় চলে আসছেন ইস্টবেঙ্গলের ষষ্ঠ বিদেশি। বুধবার সকাল ৭ টায় শহরে পা রাখছেন অ্যান্টন সজবার্গ।

ভেসে গেল অজিদের স্বপ্ন, সুপার এইটে জিম্বাবোয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মঞ্চে অঘটনের নামই যেন অস্ট্রেলিয়া। একসময় যাদের ছাড়া কোনও আইসিসি টুর্নামেন্ট কল্পনাই করা যেত না, সেই তারকারা এবার বিদায় নিলেন। বৃষ্টিভেজা এক বিকেলে শেষ হয়ে গেল মিচেল মার্শদের স্বপ্ন। মঙ্গলবার পাল্লেকেলেয় ম্যাচ ছিল জিম্বাবোয়ে বনাম আয়ারল্যান্ডের। কিন্তু টানা বৃষ্টিতে টস পর্যন্ত করা গেল না। দীর্ঘ অপেক্ষার পর ম্যাচ রেফারি ডিন কসকার দুই অধিনায়কের সঙ্গে কথা বলে ম্যাচ বাতিল ঘোষণা করেন। আর সেই ঘোষণাই কার্যত শেষ করে দেয় অস্ট্রেলিয়া জাতীয় ক্রিকেট দল-এর বিশ্বকাপ অভিযান।

সমীকরণটা পরিষ্কার ছিল। শ্রীলঙ্কার কাছে হারার পর অস্ট্রেলিয়ার ভাগ্য নির্ভর করছিল জিম্বাবোয়ের পারফরম্যান্সের উপর। যদি জিম্বাবোয়ে আয়ারল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কার কাছে হারত, তাহলে শেষ ম্যাচে ওমানকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ার সুপার এইটে ওঠার সম্ভাবনা থাকত। কিন্তু বৃষ্টির কারণে জিম্বাবোয়ে-আয়ারল্যান্ড ম্যাচ বাতিল হওয়ায় দুই দল এক পয়েন্ট করে পায়। তিন ম্যাচে জিম্বাবোয়ের পয়েন্ট দাঁড়ায় পাঁচ। অন্য দিকে অস্ট্রেলিয়া শেষ ম্যাচ জিতলেও সর্বোচ্চ চার পয়েন্টে পৌঁছতে পারত। ফলে গ্রুপের প্রথম দুইয়ে ওঠার সুযোগ আর থাকল না মার্শদের সামনে। এর আগে সোমবার অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে গ্রুপ 'বি' থেকে সুপার এইটে জায়গা নিশ্চিত করে নিয়েছিল শ্রীলঙ্কা। পরপর দুই ম্যাচে জিম্বাবোয়ে ও শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে নিজেদের অবস্থান জটিল করে ফেলেছিল অসিরা। টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে ছোট ভুলেরও বড় মূল্য দিতে হয়; এই বিশ্বকাপে সেই শিক্ষাই পেল পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা।

সবচেয়ে তাৎপর্যের বিষয়, এবারের বিশ্বকাপে এটাই প্রথম ম্যাচ যা বৃষ্টির কারণে বাতিল হল। কিন্তু সেই এক ম্যাচই বদলে দিল গ্রুপের চিত্র। মাঠে লড়াই নয়, প্রকৃতির খেয়ালেই নির্ধারিত হল একটি বড় দলের ভবিষ্যৎ।

ম্যাচ বাতিলের ঘোষণার পর জিম্বাবোয়ে শিবিরে শুরু হয়ে যায় উল্লাস। অধিনায়ক সিকন্দর রাজা ও তাঁর সতীর্থরা উদ্‌যাপনে মেতে ওঠেন। দীর্ঘদিন পর আইসিসি টুর্নামেন্টের সুপার এইটে ওঠা জিম্বাবোয়ের ক্রিকেটের জন্য বড় সাফল্য। সীমিত সম্পদ নিয়েও ধারাবাহিক লড়াই করে তারা প্রমাণ করল, টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে কোনও দলকে হালকাভাবে নেওয়া যায় না।

অন্য দিকে, অস্ট্রেলিয়ার জন্য এই বিদায় নিঃসন্দেহে হতাশার। তারকাখচিত দলে অভিজ্ঞতা, শক্তি; সবই ছিল। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ধারাবাহিকতা দেখাতে ব্যর্থ হওয়াই তাদের কাল হল। বৃষ্টিভেজা পাল্লেকেলের আকাশ যেন সাক্ষী থাকল; ক্রিকেটে সমীকরণ যতই সাজানো থাক, শেষ কথা বলে পরিস্থিতিই। আর সেই পরিস্থিতির শিকার হয়ে এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেল অস্ট্রেলিয়া।